

সংসদে সরব হবেন বিরোধীরা। রবিবার

জানিয়েছেন সিপিআই(এম) সাংসদ

এলামারাম করিম। প্রসঙ্গত ত্রিপুরায়

সম্ভ্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শনের পর

রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছেন

বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের সাংসদরা। করিম

ত্রিপুরায় সন্ত্রাস কবলিত এলাকা

পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেন।

তিনি জানান, রাজ্যসভা এবং লোকসভা

উভয় কক্ষেই ত্রিপুরায় বিজেপি'র

লাগাতার যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে সেই

ঘটনাগুলি সংসদে তলে ধরা হবে।

সোমবার কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির যে

বৈঠক ডেকেছে সেই বৈঠকে ত্রিপুরার

ঘটনা তলে ধরা হবে। করিম বলেন.

বিভিন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে এনিয়ে কথা

হয়েছে। উল্লেখ্য, সোমবার শুরু হচ্ছে

সংসদে বাজেটের দ্বিতীয় দফার

সম্মেলনে একথা

ww.dailydesherkatha.ne



Daily Desher Katha ● 44th year ● Issue: 204 ● Monday ● 13th March 2023 ● Price: Rs. 5.00

DAILY DESHER KATHA 🗆 বর্ষ ৪৪ 🗖 সংখ্যা ২০৪ 🗖 আগরতলা ১৩ই মার্চ, ২০২৩ 🗖 ২৮শে ফাল্পুন, ১৪২৯ 🗖 সোমবার 🗖 REGD NO. RN 34238/1979 Postal Regn. No. AGT / NE-983 / 2015-17 মূল্য : ৫ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮

# ত্রিপুরায় বিজেপি'র সন্ত্রাস

করিম ছাড়াও ছিলেন সাংসদ পি আর ১২ মার্চ: ত্রিপুরায় বিজেপি'র নির্বাচনোত্তর হিংসার অভিযান নিয়ে

নটরাজন, বিনয় বিশ্বম প্রমুখ এদিকে ত্রিপুরায় সন্ত্রাসে বিধ্বস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনের পর বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস সাংসদরা রাজ্যপালকে জানান, প্রশাসনকে রাজ্যে এই সন্ত্রাস বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। পলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে প্রতিটি রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত দুর্বত্তদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিতে হবে। আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে আক্রমণকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত এক হাজারের বেশি পরিবার যাদের বাডিঘর, সম্পদ ও জীবন-জীবিকার উপর আঘাত নামিয়ে আনা হয়েছে. তাদের আর্থিক ক্ষতির সব দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিত করার জন্য সর্বদলীয় বৈঠক করে কমিটি গঠন করতে হবে। ছোট

পরিবহণ শ্রমিক ও মালিক যারা রাজনৈতিক সম্ভ্রাসের কারণে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেন না তাদের আয় উপার্জনে ফেরাতে হবে। যাতে পুনরায় স্বাধীনভাবে নিরাপদে তারা যানবাহন চালিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে বাঁচতে পারেন সেই নিশ্চয়তা দিতে হবে। দাবিগুলি সম্পর্কে যথাযথ ভূমিকা নেবেন বলে সাংসদদের আশ্বস্ত করেছেন

রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য। সাংবাদিক সম্মেলনে এলারাম করিম বলেন, ত্রিপুরার মানুষের ওপর যে অত্যাচার ও আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে তা কোনও সভ্য দেশে ভাবা যায় না।আক্রান্তদের কাছে ছুটে যাবার ক্ষেত্রে সাংসদদের উপরও যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তা সরাসরি সংসদের ওপর ও সংবিধানের ওপর এই বিষয়টি সংসদের নজরে নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। সাংসদরা ত্রিপুরায় গিয়েছিলন ঘর, জীবিকা হারানো সাধারণ গরিব

সবচেয়ে বড় কথা হলো যে গরিব মানুষ চাষাবাদের জন্য ঘরে গরু ও বাছর রেখেছিলেন গোমাতার ভক্তরা সেই গরু বাছুরকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে। সাংসদরা জানান ত্রিপুরায় আদর্শ

আচরণ বিধি উঠে যেতেই বিজেপি'র সমাজদ্রোহীরা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করেছে গোটা রাজ্যে। বিজেপি ফের ক্ষমতায় আসার পর আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার, দেশের সংবিধান আবার অকেজো করে দিয়েছে। গোটা প্রশাসন তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সাংসদরা জানান সমস্ত ঘটনায় পলিশকে স্বতঃপ্রণোদিত এফ আই আর নিতে হবে। অনেক জায়গায় আক্রান্তদের পক্ষ থেকে এফ আই আর করার মতো পরিবেশ নেই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করে যথার্থভাবে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দিতে

## সন্ত্রাস বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর নাম কা ওয়াস্তে বার্তা

# বিজেপি-র হিংসাত্মক তাণ্ডব চলছেই

নিজম্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা ১২ মার্চ : নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর নাম কা ওয়াস্তে বার্তা যেন কানেই তুলতে চাইছে না নিজ দলের পোষা দুর্বৃত্ত বাহিনী। মুখ্যমন্ত্রীর এই লোক দেখানো বার্তাকে একদিকে ফেলে রেখে প্রতিদিন উন্মত্ত হিংসাত্মক তাণ্ডব চালাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। 'জয় শ্রী রাম' কিংবা 'ভারত মাতা কি জয়' ধ্বনি তোলে অবাধে ভাঙছে বাড়িঘর, পুড়িয়ে দিচ্ছে। দোকানপাট, রাবার বাগানে আগুন দিচ্ছে। অসহায় পুলিশ কেবল ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সবকিছু দেখে আবার চলে আসছে। চোখের সামনে দাউ দাউ করে বাডিঘর পুড়তে দেখে এবং ধ্বংসস্তুপের সামনে দাঁড়িয়ে বুক ফাটা আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই করার থাকছে না নিরীহ মানষের।

'হয় টাকা দাও, নাহয় এলাকা ছাড।' বিলোনীয়া মহকমার বিভিন্ন এলাকায় এই ছলিয়া জাবি কবছে চলছে বিজেপি দুর্বত্তদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ। প্রতিদিনই ভাঙ্ছে ও পুড়ছে বামফ্রন্ট - কংগ্রেস সমর্থক সাধারণ মান্যের বাডিঘর। গত তিন দিনে বিলোনীয়া মহকুমার নানা প্রান্তে একদিকে যেমন ঘর পুড়েছে তেমনি জ্বলেছে রাবার বাগানও। ভাঙচুর করা হয়েছে বাড়িঘর, গাড়ি,ট্রাক্টর। বন্ধ করে দেওয়া হয় বহু অটোরিকশা - গাড়ি চলাচল। বহু শ্রমিকের কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অসহায় মানুষ হন্যে হয়ে ঘরছে একট বাঁচার আশায়। শনিবার বিজেপি দূর্বৃত্ত বাহিনী রাজনগর বিধানসভা কৈন্দ্রের বাতিসা এলাকার নরেণ ত্রিপুরার বাড়ি ভাঙচুর করে। যুবরাজনগর বিধানসভার



চারুপাসায় নারায়ণ দেবনাথের রাবার বাগানে ২৫০ টি গাছ পডিয়ে দিয়েছে বিজেপি দর্বত্তরা। শনিবার দুপুরে রাবার বাগানের পাশ দিয়ে শাসকদলের বিজয় মিছিল যাচ্ছিল। সেই মিছিল থেকে আগুন দেয়া হয় বলে অভিযোগ। রবিবার পোড়া রাবার বাগানে যান সি পি আই (এম) বাজা সম্পাদকমণ্ডলীব সদস্য অমিতাভ দত্ত। সঙ্গে ছিলেন পার্টির উপাখালি অঞ্চল কমিটির সম্পাদক কৌশিক চক্রবর্তী, কৃষক নেতা নির্মল চক্রবর্তী, আতাফুর মিঞা প্রমুখ।

রাবার বাগানের মালিক নারায়ণ দেবনাথ তীব্র ক্ষোভের সাথে বলেন, বাগান পুড়িয়ে দেয়ায় তার জীবন জীবিকা বিপর্যস্ত। ক্ষতি হয়েছে লক্ষ

খোয়াইয়ে সন্ত্রাসের আগুনে পড়ে ছাই হলো সি পি আই (এম) কর্মী কফ সরকারের বাড়ি। ঘটনা রবিবার বিকালে খোয়াই বিধানসভায় ধলাবিলের সরকার পাডায়। বিজেপি দুর্বৃত্তদের লাগানো আগুনে আসবাবপত্র ও বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্রসহ পুরো ঘর সম্পূর্ণ ভঙ্গীভূত। এছাড়াও রবিবার খোয়াই শহরের দুর্গানগরে মণিপুরী পাড়া সংলগ্ন কলোনিতে এক যুবতীকে

দুর্বৃত্তরা মারধর করে বলে অভিযোগ। মোহনপুর বিধানসভার বিজয়নগরে নিরঞ্জন সরকার বাড়ি পড়িয়ে দিয়েছে শাসক দলেব দর্বত্তরা। শনিবার রাত প্রায় ১১ টায় দর্বত্ত বাহিনী সেই বাডিতে হানা দেয়। হুমকির মখে বাডিতে থাকা মহিলাদেব ঘব থেকে বের করে দেয়। এরপর আগুন দেয়। দুটি ঘরই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পরিবারটির মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই

ফল ঘোষণার পর থেকে নিরঞ্জন সরকার বাড়ি ছাড়া। গত ৩ মার্চ তার আয়ের অবলম্বন মদি দোকান ও রাবার বাগান পড়িয়ে দেয় শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। শনিবার রাতে ঘর পুড়িয়ে দিয়ে তার সর্বস্ব শেষ করে দিল। বিজেপি-র গত পাঁচ বছরের শাসনে কয়েকবার আক্রমণ করা

#### দলীয় কর্মীদের হাতেই আক্রান্ত বিজেপি'র প্রাক্তন বিধায়ক

নিজম্ব প্রতিনিধি।। বক্সনগর, ১২ মার্চ : বিজেপি দুষ্কৃতীদের হাতেই আক্রাস্ত দলের নলছড় কেন্দ্রের সদ্য প্রাক্তন বিধায়ক সূভাষচন্দ্র দাস। শনিবার সন্ধ্যায় নিজ গ্রাম চন্দনমুড়া বিদ্যালয়ের মাঠে তিনি আক্রান্ত হন।

বি জে পি সমাজদ্রোহী ও সম্ভ্রাসী বলে পরিচিত লিটন দাস, সায়ন দাস, বিক্রম দাস অবিনাশ দাসসহ আরো দুই তিনজন তার উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ।। স্থানীয় লোকজন এবং বিধায়কের দই ছেলে আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে এগিয়ে এলে তাদের উপরও আক্রমণ হয়েছে বলে অভিযোগ। যাওয়ার সময় ধমকি ও হুমকি দিয়ে যায় এই বলে, বিধায়কসহ তার দুই ছেলেকে প্রাণে মেরে ফেলে বাড়িঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে কিছুদিনের মধ্যেই। সুভাষচন্দ্র দাস সোনামুড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে।

বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করেন তিনি। এই ভি ডি ও ভাইরাল হয়েছে। আক্রমণকারীরা নলছড়ের বর্তমান বিধায়কের ঘনিষ্ঠ বলে খবর।

#### স্বামীর আক্রমণে রক্তাক্ত মা-ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা. ১২ মার্চ : কাঞ্চনপুর থানাধীন নেতাজিপাড়ার শালবাগান এলাকায় স্বামীর আক্রমণের শিকার হয়েছেন স্ত্রী ও ছেলে। আহত সুমিতা চাকমা ও তার ছেলে সপ্রজিৎ চাকমা এখন ধর্মনগরে উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যারাতে স্বামী প্রণয় কান্তি চাকমার সাথে স্ত্রী সুমিতা চাকমা ঝামেলা হয়।একে কেন্দ্র করেই রাতে প্রণয় তার স্ত্রী ও ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কোপায় বলে অভিযোগ। আহত মা, ছেলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে অনারা কাঞ্চনপর হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে তাদের জেলা লে স্থানান্তর করা হয়। ঘটনার পরই অভিযুক্ত পালিয়ে গেছে বলে পুলিশ জানায়।

## মহারানিপুরে পথ দুৰ্ঘটনায় নিহত যুবক

১২ মার্চ : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো তেলিয়ামুড়ার মহারানিপুরের এক যুবকের।শনিবার লরি ও অটোরিকশার মধ্যে সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যবকের নাম আলমগীর মিঞা (২৪)

জানা গেছে, শনিবার তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত মহারানিপুর এলাকায় বি জে পি'র বিজয় মিছিলে এসেছিলেন ঐ যবক। পরে অটোরিকশা করে বাডি ফিরছিলেন তিনি। মহারনিপরেই একটি লবি ধাক্সা দেয় আন্টোবিকশাটিকে। এতে গুরুতর আহত হন আলমগীর মিএগ। তাকে বজাক্ত অবস্থায় উদ্ধাব কবে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে জি বি হাসপাতালের রেফার করা হয়েছে। জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার মৃত্যু হয় তার। স্থানীয়রা চালকসহ ঘাতক লরিটি আটক করে পুলিশের হাতে তুলে

দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

#### আজ ফের শুরু বাজেট অধিবেশন

# আদানির দুর্নীতি নিয়ে বিরোধীরা জেপিসি চাইলেও নেই তৃণমূল

মার্চ: নবেন্দ্র মোদি ঘনিষ্ঠ আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারে কারচপির বিপল অর্থ লোপাটের অভিযোগ নিয়ে সংসদীয় তদন্তে রাজি নয় তণমল কংগ্রেস। মাস খানেকের বিরতির পর সোমবার শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব। অধিবেশনের শুরুতে সংসদে বিভিন্ন ইশু নিয়ে সরব হওয়ার লক্ষ্যে বিরোধী দলের মধ্যে সমন্বয় গড়তে সোমবার বৈঠক ডেকেছেন কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। বৈঠকে আদানির জালিয়াতি নিয়ে যৌথ সংসদীয় তদস্ত কমিটি গঠনের দাবিতে ফের সরব হতে চলেছেন বিরোধীরা। তার আগেই আদানি নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির তদন্তে তৃণমূল কংগ্রেস রাজি নয় তা দল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। তৃণমূল নেতা সাংসদ ডেরেক ওব্রায়েন পরিষ্কার জানান, আদানি নিয়ে সংসদীয় তদস্ত কমিটি দাবি তোলার কোনও মানে নেই। তা অর্থহীন বিষয়। আমরা তাই এই দাবি সমর্থন করছি না। দল সূত্রে খবর,

বিরোধী দলের বৈঠকে যাচ্ছে না তণমল কংগ্রেস। অধিবেশনে আগে আদানির তদন্তের বিরোধিতাতেই বিরোধী দলে জোটে বিভেদ টেনে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজেও আদানির বিরুদ্ধে যৌথ সংসদীয় কমিটি গডতে রাজি নয়। মোদি এবার তার পক্ষে পেয়ে গেলেন তৃণমূল এদিকে ৩১ জানুয়ারি সংসদে

বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে শেষ হবে ৬ এপ্রিল। মাঝে বিরতি ছিল। বাজেট অধিবেশনের আগেই মার্কিন সংস্থা হিল্ডেনবার্গ সংস্থার রিপোর্টে প্রকাশ হয় আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারি জালিয়াতি কারচুপির যাবতীয় তথ্য। বিশ্বজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। এতে আদানির শেয়ার দর কমে গিয়ে তলানিতে চলে যায়। এক মাসের মধ্যে উবে যায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা। এতে বিপুল লোকসানে পড়তে হয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিমা সংস্থাকে। মোদির নির্দেশে

দামে কেনায় বিপল অর্থ লগ্নি করেছে। আদানিব আর্থিক কেলেঙ্কাবি নিয়ে গোটা অধিবেশনে সংসদীয় তদক্ষ ক্মিটি গঠনের দাবি তোলেন বিরোধীরা। সুপ্রিম কোর্টে এনিয়ে মিডিয়ায় আদানির বিকল্পে সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করতে আদানিরা মামলা দায়ের করলে তা খারিজ হয়ে যায় এদিকে সেবি'র বিরুদ্ধে তদস্তের দাবিতে মামলা দায়ের হয়। এতে ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সুপ্রিম কোর্টে। তবে সুপ্রিম কোর্টের তদন্ত সীমিত সেবি'র কার্যকলাপে নিয়ম লঙ্ঘন হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য ফলে আদানি গোষ্ঠীর বেনিয়মে মোদির যোগাযোগ দেখা সুপ্রিম কোর্টের তদস্ত কমিটি সম্ভব নয়। তা যৌথ সংসদীয় কমিটির দেখার অধিকার রয়েছে। তাই তা খতিয়ে দেখতে যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠনের দাবি তুলেছেন দ্বিতীয় পাতায় দেখুন



 শহিদ বেদিকেও ভয় বিজেপি'র দৃষ্কতীদের। গত ৫ ফেব্রুয়ারি খয়েরপর দলরায় স্থায়ী বেদিতে শ্রদ্ধা জানানো হয় শহিদদের। ১০ মার্চ সে বেদিটিই বুলডজার দিয়ে উপড়ে ফেলে দুষ্কৃতীরা।

## বিভিন্ন স্থানে নারা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজম্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা **১২ মার্চ :** সম্ভ্রাস যত বাড়বে, মানুষের প্রতিরোধের ক্ষমতাও ততটাই বাড়বে। এই শপথে রবিবার আগরতলাসহ রাজ্যের নানা স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস।

রাজ্যে বিদ্যমান ভয়াবহ রাজনৈতিক সন্ত্রাস। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যে নেই আইনের শাসন। বেপরোয়া দুর্বূত্তরাজ চলছে গোটা রাজ্যে। রাজ্যপালের সাথে দেখা করে শনিবার এমনি অভিযোগ করেছেন বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের সংসদীয় দল। এই প্রবহমান ঘটনাবলির সামনে দাঁড়িয়ে রবিবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় রাজ্যে। এদিন আগরতলা সি পি আই (এম) পশ্চিম জেলা দপ্তর ভানু ঘোষ স্মতি ভবনের সামনে হয় মল অনষ্ঠান এখানে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সর্বভারতীয় নারী নেত্রী রমা দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা স্বপ্না দত্ত, নারী নেত্রী কৃষ্ণা রক্ষিত, ঝর্ণা দাস বৈদ্য, রূপা গাঙ্গুলি মিতালী ভট্টাচার্যসহ অন্যান্যরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রমা দাস বলেন, রাজ্যের পরিবেশ এখন এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে সফররত সাংসদরা পর্যন্ত বি জে পি দুর্বৃত্তদের দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

# অপরাধ ঢাকতে বিরোধী দলগুলির জড়ানো হচ্ছে মিথ্যা মামলায় সরকার শপথ গ্রহণের পরই

নিজম্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ মার্চ: বাড়ি ঘরে আক্রমণ, লুটপাট অগ্নিসংযোগ, বোমা বাজি শুধু নয়, বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো হচ্ছে দেদার। কয়েক বছর ধরে রাজ্যে থাকেন না বিরোধী দলের এমন নেতা কর্মীর ছেলেকেও যুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে মামলায়। এই মিথ্যা মামলা ঘিরে একাংশ পুলিশের থানা স্তরের অফিসারের ভূমিকায়ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সষ্টি হয়েছে। বাধারঘাট বিধানসভার বৈষ্ণব টিলার এমন একটি ঘটনা ঘিরে ক্ষোভ উগডে দিলেন এই কেন্দ্রের বিজিত বামফ্রন্ট প্রার্থী পার্থ রঞ্জন সরকার। মিথ্যা মামলা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিরোধী নলের সমর্থক বাডির সরকারি কর্মচারী। থেকে ৭০ ঊর্ধ্ব বয়স্ক পেনশনারদেরও রেহাই দেওয়া হচ্ছে না।

গত ৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বিজেপি'ব জাতীয় সভাপতিব উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বিজেপি জোট বৈষ্ণবটিলায় বেশ কিছু পরিবারে হামলা হুজ্জতি চালানো হয়েছে। কম করে সিপিআই ( এম) কংগ্রেসের ১০ জন কর্মী আক্রাস্ত হয়েছেন। এলাকার মানুষের প্রতিরোধের মুখে পড়ে পালাতে গিয়ে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীও চোট পেয়েছে। এই ঘটনার পর একের পর এক আক্রান্ত পরিবারের সদস্যকেই মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে। যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। রেহাই পাচ্ছেন না প্রবীণ নাগরিকরাও।জানা গেছে, বেছে বেছে সরকারি কর্মচারীদেরও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে মিথ্যা মামলায়।

৮ মার্চ বৈষ্ণবটিলায় আক্রান্ত হওয়া পরিবারগুলো থেকে কম করে ২২ জনের নামে মামলা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭০ ঊর্ধ্ব অবসরপ্রাপ্ত এস এস বি কর্মী সুনীল চন্দ্র পাল,কেন্দ্রীয় খাদ্য নিগমের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী

আমতলী থানায় মামলা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন তিনজন সরকারি কর্মচারীও। সি পি আই ( এম) কর্মী সুজিত সরকারের এক ছেলে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে রাজ্যের বাইরে একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। তার নামেও মামলা করা হয়েছে হামলা হুজ্জতি করার অভিযোগে। শুধু বামপন্থী না এলাকার কংগ্রেস নেতা উত্তম সরকার সহ তার বাবা জেঠা ভাই সকলের নামেই মামলা করা হয়েছে। যাদের মারধর করা হয়েছে, বাডি ঘরে ভাঙ্চর করা হয়েছে তাদেরই আবার পরিবারের সব সদস্যদের জডিত করে মামলা দিয়ে হয়রানি করা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে এলাকা জড়ে। এনিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বাধারঘাটের ফরওয়ার্ড ব্লকের বিজিত প্রার্থী পার্থ রঞ্জন সরকার সহ এলাকার

আত্মীয় স্বজন সহ ১৫ জনের নামে

# ব্যয় বরান্দের ৯০ ভাগই জুটেনি সোশ্যাল অডিটে আর্থিক বঞ্চনা

রেগা থেকে পেয়েছে মাত্র ৭৫,০০০

টাকা। পাওয়ার কথা ছিল ১৪,২১,০৪৫

টাকা। হাতছাডা হয়েছে ১৩.৪৬.০৪৫

টাকা। সোশ্যাল অডিটের প্রশাসনিক ব্যয়ভারের জন্য রেগা প্রকল্প থেকে ০.৫

শতাংশ অর্থ পাওয়ার সংস্থান রয়েছে।

কিন্তু সোশ্যাল অডিট অধিকর্তা সুনীল

দেববর্মার অকর্মণ্যতায় ২০২২-২৩

আর্থিক বছরে ০.৪৫ শতাংশ অর্থ

হাতছাড়া সোশ্যাল অডিট ইউনিটের।

কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন

মার্চ: রেগাসহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সামাজিক অডিটেব জন্য প্রশাসনিক ব্যয়ের টাকা আটকে দিচ্ছে রাজ্য সরকার ? সোশ্যাল অডিটে এ বছর প্রাপ্য অর্থ না ছাড়ায় প্রশ্ন উঠেছে— সোশ্যাল অডিট কি তলেই দিতে চায় সরকার ?

গত পাঁচ বছরে মেশিন ব্যবহার, তথ্যের জোচ্চুরি, অনিয়মসহ নানা অভিযোগ উঠেছে রেগা প্রকল্প নিয়ে। ব্যাপক হারে অনিয়ম হলেও তার সামান্যটুকুই বেরিয়ে এসেছে। সোশ্যাল অডিট ঠিকমতো না করানোয় অনেক ঘটনা চাপা পড়ে আছে। যেটুকু পঞ্চায়েত কিংবা ভিলেজ কমিটিতে সোশ্যাল অডিট হয়েছে তাতে দুর্নীতির হিমশৈলের চডামাত্র প্রকাশ পেয়েছে। বহু গ্রামে সোশ্যাল অডিট হয়নি। বহু জায়গায় গ্রাম সভা না করে ঘরে বসে সোশ্যাল অডিট করে ফেলার অভিযোগ রয়েছে। এই অবস্থায় সোশ্যাল অডিটের প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য প্রাপ্য অর্থ না দেওয়া স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। বর্তমানে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরটি মখ্যমন্ত্রীর হাতে রয়েছে। ২০২২-২৩ আর্থিক বছবে বেগা প্রকল্প থেকে সোশ্যাল অডিটের বিশাল পরিমাণ অর্থ কম পাওয়ার বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত করুন এই দাবি উঠেছে।

২০২২-২৩ আর্থিক বছরের ১২

দপ্তরের তরফে সোশ্যাল অডিট ইউনিটের প্রশাসনিক ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য রেগা প্রকল্পের প্রশাসনিক খরচের জন্য বরাদ্ধ অর্থ থেকে ০.৫ শতাংশ সোশ্যাল অডিট ইউনিটকে প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোল্লয়ন দপ্তরের বার্ষিক মাস্টার প্ল্যানের ১০.১.৬ ধারায় বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে ত্রিপরায় রেগা প্রকল্পে প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য ১২ মার্চ পর্যন্ত ২৮.৪২.০৯.০০০ টাকা বাজাকে প্রদান করেছে। সেই হিসেবে ত্রিপুরার সোশ্যাল অডিট ইউনিট ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে প্রশাসনিক ব্যয়ের জন্য ০.৫ শতাংশ এর হিসেবে ১৪,২১, ০৪৫ টাকা রেগা প্রকল্প থেকে পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পেয়েছে মাত্র ৭৫, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পোর্টাল থেকে এই তথা সামনে এসেছে।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পোর্টালে এই তথ্য কি ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভূলের ফল ? নাকি কারও গাফিলতির কারণে সোশ্যাল অডিট এত বিশাল পরিমাণ অর্থ রেগা প্রকল্প থেকে কম পেল ? এত বিশাল পরিমাণ অর্থ কম পেয়ে সোশ্যাল অডিট ইউনিট কীভাবে একজন অধিকর্তা, ২০ জন ডিস্ট্রিক্ট রিসোর্স পারসন এবং ৭০ জন রক রিসোর্স পারসন-এর বেতন প্রদান হবে? কীভাবে দৈনন্দিন অফিসের ব্যয়ভার নির্বাহ করছে ? এত বিশাল পরিমাণ অর্থ কম পাওয়ার বিষয়টি সোশ্যাল অডিট ইউনিটের অধিকর্তা সুনীল দেবব্বর্মার নজর এড়াল কীভাবে ? প্রশ্ন উঠেছে সোশ্যাল অডিট অধিকর্তা সনীল দেববর্মা কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তব উল্লেখিত নির্দেশিকা সম্পর্কে কতটুকু অবগত আছেন ? এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সনীল দেববর্মার কার্যক্রশলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গাফিলতি থেকে স্পষ্ট রেগা প্রকল্প থেকে সোশ্যাল অডিটের এত বিশাল পরিমাণ অর্থ না পাওয়ায় পেছনে বড়সড় আর্থিক দুর্নীতির আভাস উডিয়ে দেওয়া যায় না।

# পোষণ প্রকল্পে ৮৪ শতাংশ অর্থই অব্যয়িত

নিজম্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ মার্চ : ফিরে যাওয়া যাক কয়েক বছর আগে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তখন বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্য চয়ে গর্ভবতী মায়েদের সাধ ভক্ষণ করাচ্ছেন তিনি। এরকম একটি অনষ্ঠানেই এক সম্ভানসম্ভবা মাকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছিল-ফার্স্ট টাইম। না প্রথম বার।

ঘটনা হল সরকারি সে প্রকল্প রূপায়ণেই দেশের প্রথম সারিতে স্থান হল না রাজ্যের।'পুওরেস্ট পারফর্মার' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ত্রিপুরা। বলা হচ্ছে পোষণ অভিযানের কথা। ২০১৮ সালের ৮ মার্চ দেশে চালু হয়েছিল পোষণ অভিযান। এর লক্ষ্য ছিল ৬ বছরের নিচে শিশুদের পৃষ্টি, ৯-১৬ বছরের বালিকা, গর্ভবতী মা ও স্তনপান করানো মায়েদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা। অভিযানকে সফল করে তলতে অঙ্গনওয়াডি কর্মী, সপারভাইসারদের উপর গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের নিয়মিত ওজন পরীক্ষা, পুষ্টিকর খাবার, স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রভৃতির জন্য নানা যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্রগুলির জন্য। কর্মীদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল স্মার্টফোন।

আই সি ডি এস আর আর এস-র রিপোর্টে উঠে এসেছে পোষণ অভিযানে কেন্দ্রীয় বরান্দের মাত্র ১৬ শতাংশ টাকা বায় করতে পেরেছে বি জে পি-আই পি এফ টি জোট সরকার। সে তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগাল্যান্ডে বরাদ্দের ৮৭ শতাংশ, মেঘালয়ে ৭৮ শতাংশ, সিকিমে ৭১ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। রিপোর্টে প্রকল্প রূপায়ণে ঘাটতির দিকগুলিও তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রকল্প রূপায়ণে যুক্ত ফিল্ড স্টাফদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগাতে হবে। অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্রগুলিকে ভিত্তি করে বাডি বাডি মনিটরিং-র কাজ ও পরামর্শদানের মত

টানতে হয়েছে কর্মীদেরই। মাসের শেষে ইন্টারনেটের প্যাক রিচার্জ করাতে হয়েছে গাঁটের পয়সায়। ৬-৭ মাসে কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও সময় পর ফোনের বিল কিছুটা মেটানো হয়েছে সি ডি পি ও'র অফিস থেকে পোষণ অনুষ্ঠানে নিয়ম করা হয়েছিল গ্রামবাসীদেরও ডেকে আনার। অপরদিকে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা

রাজ্যে প্রকল্প চালুর পরই নানা

অভিযোগ উঠে আসছিল অঙ্গনওয়াড়ি

কর্মীদের দিক থেকে। স্মার্টফোনের খরচ

হয়েছিল মাত্র ২৫০ টাকা। বাধ্য হয়েই অঙ্গনওয়াডি কর্মীদের অতিরিক্ত খরচ সামলাতে হয়েছে। দোকান থেকে জিনিস বাকিতে নিতে হয়েছে কর্মীদের। সে টাকা পাওয়ার জন্য মাসের পর মাস সি ডি পি ও'র অফিসে দৌডতে হয়েছে কর্মীদের। এককথায় প্রকল্প চাল করেই হাত ধয়ে নিয়েছিল রাজ্য সরকার।

প্রশ্ন উঠছে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পড়ে

কেন রাজা সরকার ? তথো দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার জন্য ২০১৮ থেকে ২০২০-২১ পর্যস্ত বরাদ্দ হয়েছিল ৪১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। আর ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে ৩১ কোটি ৫৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। শিশু ও মায়েদের কল্যাণে কার্যকর একটি প্রকল্প এভাবে মুখ থবড়ে পড়ায় বিষয়টিকে সমাজ সচেতন মানুষ সরকারের চরম ব্যর্থতার জ্বলন্ত একটি নিদর্শন হিসেবেই দেখছেন। বিশেষজ্ঞদের কথায়, প্রথম ১ হাজার দিন যে কোন একটি শিশুর পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে সময় কালের পষ্টিকর খাবার, টিকাকরণ প্রভতির উপর নির্ভর করে সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি। তেমনি গর্ভবতী মায়েদের জন্যও পষ্টিকর খাবার প্রয়োজন। সৃস্থ সন্তানের জন্মের জন্য। সে ভাবে ৯-১৬ বছরের বালিকাদের জন্যও পষ্টির জোগান অব্যাহত থাকা দরকার। রাজ্য সরকার দ্বিতীয় পাতায় দেখুন

#### প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি ভাঙচুর করা হয়েছে সফররত সাংসদদের গাড়িও। সেইসাথে তাদের দৈহিকভাবে আক্রমণের চেষ্টা করা হয়েছে। যা গোটা দেশের কাছে এরাজ্যের মাথাকে হেট করে দিচ্ছে। এ রাজ্যের জন্য খুবই লজ্জার এ ধরনের ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে শপথ নিতে হবে— পরিস্থিতি যত কঠিন হোক না কেন, সন্ত্ৰাস যত বাড়বে, জনগণের প্রতিরোধের মানসিকতাও বাড়বে। এই প্রতিরোধ সংগ্রামে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি লড়াইয়ের ময়দানে থাকবে।

## নিহত যুবক

প্রথম পাতার পর

এদিকে, রবিবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা অন্তর্গত উত্তর মহারানীপুর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক যুবক আহত হন। দ্রুতগতিতে থাক বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালক পলেন দেববর্মা দর্ঘটনায় পডেন। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন তেলিয়ামডা হাসপাতালে। মাথায় হেলমেট না থাকায় ঐ যুবক আঘাত বেশি পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

## গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাসের ধাকায় গুঁড়িয়ে গেল গির্জার গেটও

পাথানামথিতা।। ১২ মার্চ (সংবাদ দ্রুত গতিতে একটি বাস সংস্থা): এগিয়ে আসছিল। বাঁক নেওয়ার সময় সেটি কিছুটা পাশের লেনে ঢুকে পড়ে। সে সময় উলটো দিক থেকে একটি গাড়ি আসছিল। বাঁক নেওয়ার সময় কাছাকাছি চলে আসায় বাসচালক কাটানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেননি। গাড়ির ডান দিকের সঙ্গে বাসের ডান দিকের জোর

সেই সংঘর্ষে মূল রাস্তা থেকে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে গাড়িটি। আর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা গির্জার গেটে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে। আর সঙ্গে সঙ্গে কংক্রিটের বিশাল বড় গেট বাসের উপরে ভেঙে পড়ে। বাসের সামনের অংশ পুরো দুমড়েমুচড়ে যায়। ভয়ানক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কেরালার পাথানামথিতা জেলার কিঝাভাল্লোরে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুপুর ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ কেরালা পরিবহণের একটি পাথানামথিতা থেকে তিরুবনস্তপুরমে যাচ্ছিল। ফাঁকা রাস্তা থাকায় দুরস্ত গতিতে ছুটছিল বাসটি। কোন্নির কাছে রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় বাসটি পাশের লেনে ঢুকে পড়েছিল। সেই সময় একটি গাড়ি ওই লেন ধরেই পাথানামথিতার দিকে যাচিছল। বাঁক নেওয়ার সময়েই গাড়িটিকে ধাক্কা মারে সরকারি বাসটি। তার পরই সেটি সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে একটি গির্জার মূল গেটে। এই ঘটনায় মোট ১৫ জন আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি. বাসচালক এবং বাসের এক মহিলা যাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

#### পণের টাকা দিতে পারেননি বর ফিরে গেলেন পাত্রী

ঘাটকেশর।। ১২ মার্চ (সংবাদ বর এসেছে বিয়ে করতে কিন্তু পাত্রীর বাবা টাকা জোগাড় করতে পারেননি, যথারীতি বিয়ে ভেঙে গেছে পাত্রীর! এমন ছবি এদেশে নতুন নয়। কিন্তু যদি উলটোটা ঘটে। অর্থাৎ পাত্রের বাড়ি থেকেই পণের টাকা কম মেলায় বিয়েতে বেঁকে বসেন পাত্ৰী! ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে তেলেঙ্গানায়। ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার। পাত্রীর বাড়ি থেকে আগেই দাবি করা হয়েছিল বর পণ। সেই মতো টাকা দিতে সম্মতও হয়েছিলেন পাত্রের পরিবার। কিন্তু বিয়ের দিন মণ্ডপে পৌছে দেখা গেল তখনও পাত্রী এসে পৌঁছননি। কথা ছিল তেলেঙ্গানা শহরের বাইরে ঘাটকেশর নামে একটি জায়গায় বিযেব মণ্ডপে আসবেন পাত্রী এবং তাব পরিবার। কিন্তু উপযুক্ত সময় পেরিয়ে গেলেও আসরে দেখা যায়নি তাদের। পাত্রীর পরিবারের বিশ্রামের জন্য যে হোটেলের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, সেখানে যেতেই খাবাপ খবব পান পাত্রেব পরিজনেরা। জানা যায়, নির্ধারিত পণের অঙ্কের থেকে আরও ২ লক্ষ টাকা বেশি দাবি করা হয়েছিল পাত্রীর পরিবারের তরফে। কিন্ধ সেই টাকা দিতে না পারায় বিয়ে করতে যেতে নারাজ পাত্রী।

এরপরই পাত্রের পরিবার সোজা ছোটে থানায়। পাত্রীর পরিবারও থানায় যায়। সেখানেই দুই পক্ষ নিজেদের যুক্তি দেয়। তবে শেষ পর্যস্ত ঝামেলা বেশি দূর গড়ায়নি।আলোচনা করে মিটিয়ে নেওয়া হয় বিষয়টা। থানায় কোনও অভিযোগও দায়ের হয়নি। কিন্তু এতকিছুর পরেও শেষ অবধি বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। আগাম পণের জন্য দেওয়া ১ টাকা পারের পরিবারকে ফিরিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাডি চলে যায় পাত্রীর পরিবার।



সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবসে আগরতলায় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করছেন সর্বভারতীয় নারী নেত্রী রমা দাস।

# দেশের ৭১ হাজার স্থানে সক্রিয়, দাবি সংঘের

মার্চ: সংঘের আরও সম্প্রসারণ ঘটাতে তিন হাজার 'শতাব্দী বর্ষ বিস্তারক' নিয়োগ করছে আরএসএস। ২০২৫ সালে সংঘের প্রতিষ্ঠার শততম বার্ষিকী পালিত হবে। তার আগেই এই সর্বক্ষণের প্রশিক্ষিত কর্মীদের দেশের নানা প্রান্তে ছডিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ১৮০০ বিস্তারক ইতোমধ্যেই কাজে নেমে পড়েছেন। বাকিদেরও শীঘ্রই পাঠানো হবে। আরএসএস'র সংগঠনে এই বিস্তারকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশ্যে অথবা গোপনে এরা সংঘের মতাদর্শ ছডানোর কাজ করে, সংগঠনের প্রাথমিক কাঠামো গড়ে তোলে।

রবিবার থেকে হরিয়ানার পানিপথে সংঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভার বৈঠক শুরু হয়েছে। সারা ভারত থেকে নির্বাচিত সংঘের শীর্ষ নেতারা, সংঘ পরিবারের অন্যান্য সংগঠনের মাথারাও হাজির রয়েছেন এই

সংঘের যগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনমোহন বৈদ্য রবিবার জানিয়েছেন. এখন গোটা দেশে সংঘের ৬৮,৬৫১ টি শাখা কাজ করছে।এর মধ্যে ৪২,৬১৩টি দৈনিক শাখা, ২৬,৮৭৭টি সাপ্তাহিক শাখা, ১০,৪১২টি মাসিক শাখা যাকে সংঘ 'সংঘ মণ্ডলী' বলে অভিহিত করে। ২০২০-র পর থেকে শাখার সংখ্যা বেডেছে। ৩৭০০ নতন জায়গায় শাখা চাল হয়েছে। মোট ৬১৬৯ নতন শাখা

খোলা হয়েছে। বিশেষ করে সাপ্তাহিক শাখার সংখ্যা ৩০ শতাংশ বদ্ধি ঘটেছে। এখন দেশের ৭১.৩৫১টি স্থানে সংঘের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা রয়েছে। সংঘের লক্ষ্য, ২০২৫-এর মধ্যে এই সংখ্যা ১ লক্ষে পৌঁছে দেওয়া।

বস্তুত, মোদি সরকার গঠনের পর থেকে সংঘের শাখা বেডেছে. সক্রিয়তাও বেদেছে। বিভিন্ন বাজে বিজেপি সরকারের প্রত্যক্ষ মদতও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে শাসক তৃণমূলের আমলে সংঘের শাখার বৃদ্ধি কিন্তু শুধু শাখার সংখ্যা বৃদ্ধিই নয়,

আরএসএস সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে অনপ্রবেশ আরও বাডাতে চাইছে। যারা ইতোমধ্যেই সংঘের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাদের নিজ নিজ পেশার জায়গায় সক্রিয় হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অতীতে সংঘের সদস্যরা পরিচয় প্রকাশ করতেন না। এখন বিজেপি সরকারের আমলে তাদের প্রকাশ্যেই তৎপর হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তথাকথিত সংঘের 'জাতীয়তাবাদেব' ধাবণা নানা রূপে সামনে আনার চেষ্টা চলছে। বৈদ্য এদিন বলেছেন, ৭৫তম স্বাধীনতা বর্ষ পালন করছে দেশ। 'স্বাধীনতা'-য় 'স্ব' কী, স্বতন্ত্রতায় 'স্ব'কী, 'স্বাবলম্বন'-এ 'স্ব'কী,

অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে সমাজের কী কী করা দরকার তা নিয়ে প্রতিনিধিসভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা

এইসব ধারণার আডালে আরএসএস জাতীয়তাবাদের একটি সংঘ-নির্ধারিত ধারণা চাপিয়ে দিতে চাইছে। ইতোমধোই তার নানা প্রতিফলন পাওয়া যাচেছ। সংসদীয় গণতন্ত্র. বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে একটি কল্পিত জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে তোলা হচ্ছে। এই প্রতিনিধিসভা থেকে তার একটি বিধিবদ্ধ চেহারা সামনে আনা হতে

বৈদ্য জানিয়েছেন, সংঘ ভারতের 'ঐক্যের' একটি ধারণা প্রচার করবে। 'ঐক্য' বলতে কী বোঝায়, তা ব্যাখ্যার পাশাপাশি সংঘ যে সকলের জন্যই কাজ করছে. তা-ও বোঝানো হবে মান্যকে প্রতিনিধিসভার প্রথম দিনে

শোকপ্রস্তাবে প্রয়াত সমাজবাদী নেতা মলায়াম সিং যাদবের নাম থাকা নজর টেনেছে। মুলায়াম সম্পর্কে সংঘ-বিজেপি দীর্ঘ সময় ধরে কডা সমালোচনা করে এসেছে। বিশেষ করে ১৯৯০-তে অযোধ্যায় করসেবকদের তাণ্ডব রুখতে গুলি চালিয়েছিল মুলায়াম সরকার। সেই কথা বারংবার প্রচারে এনেছে বিজেপি। ধারণা করা হচ্ছে

#### 'স্বদেশী'-তে 'স্ব' কী? এই 'স্ব'-এর ওবিসি ভোটের দিকে নজর রেখেই ধারণার ভিত্তিতেই দেশের নীতি নির্ধারণ জম্ম-কাশ্মীরে আচমকা চালু সম্পত্তি কর, প্রতিবাদে সর্বাত্মক বন্ধ

শ্রীনগর, ১২ মার্চ: জম্মু-কাশ্মীরে কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই আচমকা সম্পত্তি কর চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে প্রতীকী ধর্মঘট হয়ে গেল শনিবার। জম্মু চ্যাম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এই ধর্মঘটের ডাক দেয়। যেখানে বিজেপি ছাডা আর সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজ ও বাণিজ্যিক সংগঠন প্রতিবাদে শামিল হয়ে ধমঘট পালন করেছে। ন্যাশনাল কনফারেন্স, পিডিএফ, কংগ্রেস সহ সবক'টি রাজনৈতিক দলই সম্পত্তি কর চালু করার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

৩৭০ ধারা বাতিলের ৩ বছর পর নতুন করে সম্পত্তি কর চালু করল কাশ্মীর প্রশাসন। এবার থেকে কাশ্মীরের শহরাঞ্চলের বাসিন্দাদের দিতে হবে এই সম্পত্তিকর। বৃহস্পতিবার এই নতুন নিয়ম পাশ করিয়েছেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা।

পুরসভাগুলি রীতিমতো রুগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দৈনন্দিন খরচ চালানোর মতো সংস্থান নেই। পুরসভাগুলির আয় বাড়াতেই সম্পত্তিকর চালু হচ্ছে।

কিন্তু এই কর চালু করা নিয়ে

জম্ম-কাশ্মীরের মান্যদের সঙ্গে বা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে, এমনকী করের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের কারো সঙ্গেই কোনো আলোচনা করেনি উপবাজাপালের প্রশাসন। সেখানকার মান্যদের উপর এই পদক্ষেপ কীরকম প্রভাব ফেলবে, এনিয়ে তাদেরকে সচেতন করা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা. তা নিয়েও কোনো সমীক্ষা করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি ছাডা কাশ্মীরের সব রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ এবং বাণিজ্যিক সংগঠন এই নতন করকাঠামোর বিরোধিতা করছে। ফারুক আবদুল্লা, ওমর আবদুল্লা, গুলাম নবি আজাদ, মেহবুবা মুফতির মতো নেতাদের বক্তব্য, এরকমভাবে সম্পত্তি

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার তাই বন্ধের ডাক দেওয়া হয়। যে আহ্বানে বেশিরভাগ মানুষই সাড়া দিয়েছেন। জম্ম শহরের রঘুনাথ বাজার গোল মার্কেট, বহু প্লাজা এলাকা সহ সমস্ত জনবহুল এলাকাণ্ডলো বন্ধ ছিল।

জম্ম ভিত্তিক এক মানবাধিকার কর্মী জানাচ্ছেন, নিরপেক্ষভাবে চিন্তা কবলেও এই কব বর্তমান অবস্থায় চাল করা এক ধরনের স্থৈরচারী মানসিকতার উদাহরণ। কারণ সরকার যাই বলক না কেন, গত কয়েক বছরে জম্ম-কাশ্মীরের মান্যদের আয় ব্যাপকভাবে কমে গেছে। নানা রকম রাজনৈতিক সংকট থেকে শুরু করে একের পর এক প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখছে এই অঞ্চলের মানুষ। এই অবস্থায় কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই সম্পত্তি কর চাল করে দেওয়া কাঁটা ঘায়ে ননের ছিটে দেওয়ার মতো অবস্থা।

#### কর্পোরেটপন্থী নতুন শ্রম আইন কর্ণাটকে নয়াদিল্লি।। ১২ মার্চ: বিজেপি াসিত কর্ণাটকে বিদেশি কোম্পানির লবিবাজিতে বদলে দেওয়া হল

শ্রমিক বিরোধী

শ্রমআইন। রচিত হল শ্রমিক বিরোধী স্বৈরতম্ব্রের নতুন ইতিহাস। যে নীতিতে শ্রমিকদের ব্যাপক শোষণ করার জন্য ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হলো কর্পোরেটদের। শতাব্দী-দীর্ঘ লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জিত সমস্ত অধিকারের জলাঞ্জলি হওয়ার সত্রপাত হল এর মধ্য

কর্ণাটকের বিজেপি সরকারের নতন আইনে বলা হচ্ছে কর্মীদেব দিয়ে একটানা বাবো ঘণ্টাব শিফট কবানো যাবে। নাইট শিফটেও কাজ দেওয়া যাবে মহিলাদের। কোনো রকম প্রতিবাদ গ্রাহ্য হবে না। একই সঙ্গে কাজের পরিবেশ নিয়ে এবং কাজের সযোগ নিয়েও নানা ধরনের বিষয় বলা হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, একমাত্র কোম্পানি মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা। আর তা করতে গিয়ে শ্রমিক বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কর্ণাটকের সরকার।

সমালোচকদের মতে, এই নয়া আইনে কার্যত স্বৈরতন্ত্রের মতো কর্মীদের যথেচ্ছ কাজ করানোর নীতিই সরকারি স্বীকৃতি পেয়ে গেল। অ্যাপেলের হয়ে আইফোন তৈরি করে ফক্সকন নামের এক সংস্থা। তারা জানিয়েছে, এই সংশোধনীর মাধ্যমে আরও 'বেশি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে। ঘড়ি ধরে দিনে দু'টি করে ১২ ঘণ্টার শিফটের মাধ্যমে সর্বক্ষণ উৎপাদন চালানো যাবে।

নাম প্রকাশে অনিচছুক এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, কর্ণাটকের শ্রমআইন সংশোধনের সিদ্ধান্তের পিছনে রাজ্যের শিল্প সংগঠন এবং ফক্সকন ও অ্যাপলের মতো বিদেশি সংস্থাগুলির 'প্রচর সুপারিশ'রয়েছে।

## নেই তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে একটি শব্দ বলেননি মোদি। সংসদীয় তদন্তের দাবিও মানেননি তিনি। তাই আধিবেশনে ফের একই দাবি জানাবেন বিরোধীরা।

এদিন কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জন খাডগে বলেন, অধিবেশনে আদানি তদন্ত ছাডাও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী যেভাবে তদন্তের নামে বিবোধী নেতাদের হয়বানি করছে তা বন্ধের দাবিতে সরব হবেন। আরজেডি নেতা লালপ্রসাদ যাদবের পরিবারকে সিবিআই ইডি অভিযানের নামে যে হয়রানি চালাচ্ছে তার তীব্র সমালোচনা করেন খারগে। তিনি বলেন. এভাবে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের অভিযান চালাচ্ছে মোদি সরকার।



ত্রিপুরার দিকে দিকে বিজেপির সন্ত্রাসের প্রতিবাদে কেরালায় এস এফ আই'র বিক্ষোভ মিছিল।

# শুভেন্দু, হিমন্তদের ছবি দিয়ে পোস্টার হায়দরাবাদে, বিজেপিতে গেলেই সাধু?

তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের কন্যা কে কবিতাকে দিল্লিতে জেরা করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। দিল্লির মদকাণ্ডে তলব করা হয়েছে তাকে। এর প্রতিবাদে দিল্লি ও হায়দরাবাদে পথে নেমেছে কবিতার দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি। হায়দরাবাদে তাদের প্রতিবাদী হোর্ডিং, পোস্টারে জ্বল জ্বল করছে চার বিজেপি নেতার ছবি। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা অধিকারী, আসামের শুভেন্দ মখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাডাও আছে মহারাষ্ট্রের নেতা নারায়ণ রাণে এবং মধ্যপ্রদেশের জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার ছবি।

এই চারজনই অন্যদল থেকে বিজেপিতে এসেছেন। তেলেঙ্গানার মখমেম্বীকে চন্দশেখন বাওয়েন পার্টি ভারত রাষ্ট্র সমিতি তাদের হোর্ডিং, পোস্টারে এই চার নেতার ছবি দিয়ে বলেছে, রেইড ডিটারজেন্ট অর্থাৎ ইডি সিবিআইয়ের তল্লাশির পর এদের পোশাকের রং বদলে গিয়েছে। পাশেই কবিতার ছবি দিয়ে বলা হয়েছে, তার পোশাকের রং অপরিবর্তিত। অর্থাৎ ইডি, সিবিআইয়ের অভিযানের ভয়ে তিনি বিজেপিতে যাবেন না।

দেশের আটজন প্রথম সারির বিরোধী নেতা গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে লেখা চিঠিতে দিল্লির উপমখ্যমন্ত্রী মনিষ সিসোদিয়ার গ্রেফতারির প্রতিবাদ জানান। সেই চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দ অধিকারী. আসামের মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা-সহ বিজেপির একাধিক নেতার নাম করে বলা হয় তাঁবা অন্দেলে থাকাব সময় তদস্তকারী সংস্থাগুলি দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত চালাচ্ছিল। কিন্তু তারা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কেসিআরের পার্টি চিঠির সেই বক্তব্যই তুলে ধরেছে পোস্টার, হোর্ডিংয়ে। রাজনৈতিক মহলের খবর, প্রধানমন্ত্রীকে সেই চিঠি লেখার পিছনে ছিলেন কেসিআর স্বয়ং। চিঠির খসড়া তারই তৈরি। তাতে পশ্চিমবঙ্গের মুকুল রায়ের নামও ছিল। বলা হয় নাবদ কাণ্ডে শুভেন্দ মকলদের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তারা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর। দু'জনেই তৃণমূল থেকে বিজেপিতে গিয়েছেন। আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তর নাম জড়ি য়েছিল সারদা কাণ্ডে। তখন তিনি কংগ্রেসে ছিলেন।



## বিয়ের স্বীকৃতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে ৪ সমলিঙ্গ দম্পতি

नয়ामिल्लि।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা) : চার বছর আগে সংবিধানের ৩৭৭ নম্বর অনুচেছদ বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ফলে সমলিঙ্গের প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকেরা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ের সুবাদে এই ধরনের সমলিঙ্গের সম্পর্ককে আর অপরাধ বলে ধরা হয় না। কিন্তু তারপরও তাদের দাম্পত্য ম্পর্কের আইনি স্বীকৃতি নেই দেশে।

দেশের সমলিঙ্গের চার দম্পতি সুপ্রিম কোর্টে তাদের বিয়ের স্বীকৃতি চেয়ে মামলা করেছেন। সেই মামলার শুনানি শুরু হবে আগামী সোমবার থেকে। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচডডের নেতত্বাধীন বেঞ্চ সোমবার থেকে টানা শুনানি করে শীর্ষ আদালতের অবস্থান জানিয়ে দেবে। যা আবও ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হতে পারে, আশাবাদী মামলাকারীরা। সপ্রিম কোর্ট বলেছে দেশের হাইকোর্টগুলিতে দায়ের হওয়া মামলাগুলিও একই সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। চার মামলাকারী তাদের আবেদনে বলেছেন, সমলিঙ্গের বিয়ে দেশে বাড়ছে। ২০১৮ তে সৃপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ৩৭৭ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করার পর সমলিঙ্গের বিয়ে বেড়েছে। ওই অনুচ্ছেদে সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতাকে অপরাধ বলে গণ্য

কিন্তু ওই অনুচ্ছেদ বাতিল হওয়ার পরও স্পেশাল মাারেজ আর্টেও ম্যারেজ রেজিস্ট্রাররা সমলিঙ্গের বিয়ে বেজিস্টি করাতে বাজি হচ্ছেন না।ফলে জীবন বিমা কোম্পানি তাদের নমিনি হিসাবে দাম্পত্য সম্পর্ককে মান্যতা দিচ্ছে না। একটি মামলায় এক দম্পতি বলেছেন, তারা একটি শিশুকে দত্তক নিতে চান। শিশু দত্তক নেওয়ার সব শর্ত পূরণ করার পর শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেছে কর্তৃপক্ষ। দম্পতি হিসাবে ম্যারেজ সার্টিফিকেট দাবি করা হয়। আর এক দম্পতি জানিয়েছেন, তাদের একজনের অপারেশনের আগে নিকটজনের তরফে হাসপাতালে জমা করা সম্মতিপত্র গহীত হয়নি আইনিভাবে বিয়ের নথিপত্র দেখাতে না পারায়।

এলজিবিটি অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যক্ত সংগঠনগুলির বক্তব্য, দেশের বিভিন্ন স্তারের আদালতে বিয়ের স্বীকতি চেয়ে কয়েক হাজার মামলা হয়েছে। কিল্ক বিচাবকেবা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। তাদেব মতে এর একটি কারণ, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের বিয়ের বিষয়ে আইনি অবস্থান স্পষ্ট করেনি। সপ্রিম কোর্টেও বর্তমান সরকার ৩৭৭ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিলের রায়ের বিরোধিতা করেছিল। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ মোদি সবকাবের নীতিগত অবস্থানের কারণেই সমলিঙ্গের বিয়ের স্বীকৃতি সংক্রাস্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করছে না

# তালিকায় ত্রিপুরা

সে বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখেনি। জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০১৮ সাল থেকে পোষণ অভিযান চালু হয়েছে দেশে। অথচ ত্রিপুরায় শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের সুরক্ষার কাজ শুরু হয়েছিল এর আগেই। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মান্দীই ব্লকের হাতে এসেছিল 'ইউনিভার্স' সম্মান। স্মার্টফোন ব্যবহার করে আশা কর্মীরা সন্তানসম্ভবা মা ও নবজাতকদের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে তুলে আনা তথ্য জমা করা হত সি ডি পি ও অফিসে। মান্দীই হাসপাতালে ছিল 'কন্টোল কুম'। সেখান থেকে তথা ঘেঁটেই জেনে নেওয়া যেত কোন পরিবারে কবে নাগাদ সন্তান ভমিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বয়েছে। আশা কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে অগ্রিম সে খবর দিয়ে আসতেন। সে তথ্যভাণ্ডার ধরেই গর্ভবতী মাযেদের পঙ্কিকর খাবার. নবজাতকের টিকার ব্যবস্থা করা হত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গড়ে উঠা স্বতন্ত্র অভিযানে সবচেয়ে বেশি সাফল্য আনা যেত ত্রিপুরায়। সেটা হয়নি সরকারের সঠিক উদ্যোগের অভাবে।

#### PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT -78/EE/ RD/TLM-DIV/2022-23 Dt. 07-03-2023.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura ites online percentage rate e-tender in single bid System in Triupra PWD Form No. 8 from the eligible bidders upto 3.00 PM on 20-03-2023 for 04 (Four) Nos. works. For details visit website :- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095 / 8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only

ICA-C-4414-23

Sd/- Illegible Executive Engineer R.D. Teliamura Division Teliamura, Khowai Tripura

#### **NOTICE INVITING TENDER (NIT)**

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R & B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of

IIIpui	impura, invites online percentage rate e-tender for the following work.			
SI.	DNIeT No. & PNIeT No.	Last Date and time for	Time and date of	
No.		document downloading	Opening of	
		and Bidding	Bid/Technical Bid	
1.	139/CE/PWD(R&B)/SE(P&DU)/2022-23	Upto 3.00 pm on	At 4.00 pm on	
	&	10-04-2023	10-04-2023 (if possible)	
	88/EE/MNP/PWD(R&B)/2022-23			

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https:// tripuratenders.gov.in.

ICA-C-4408-23

Sd/- (Er. Nihar Rr. Debbarma) Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD (R & B) Mohanpur, West Tripura



# কী খাবেন প্রি-ভায়াবেটিসে?

চেয়ে বেশি কিন্তু ডায়াবেটিসের নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম থাকলে তাকে প্রি-ডায়াবেটিস বা বর্ডার লাইন ডায়াবেটিস বলে। ৮৪ শতাংশের বেশি

শতাংশ মানুষ প্রি-ডায়াবেটিস নিয়ে সচেতন। প্রি-ডায়াবেটিস পরবর্তী সময়ে টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। প্রি-ডায়াবেটিসের ঝুঁকি-

মাস ইনডেকা) ২৫এর বেশি হলে, নারীদের কোমরের মাপ ৩৫ ইঞ্চি থেকে ও পুরুষদের ৪০ ইঞ্চি থেকে বেশি হলে প্রি-ডায়াবেটিসের ঝুঁকি

ভাই-বোনের ডায়াবেটিস থাকলে এবং ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম না করলে এই ঝুঁকি বাড়ে।

Normal:

< 100

mg/dL

অতিমাত্রায় ফাস্ট ফুড খাওয়া বা কোমল পানীয় পানে এই ঝুঁকি বাডে। উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে চর্বির মাত্রা বেশি. হৃদ্রোগ, থাইরয়েডের সমস্যা ও পি সি ও এস, ধূমপানের অভ্যাস থাকলে প্রি-ভায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে।

প্রতিরোধে পৃষ্টি-

প্রি-ডায়াবেটিসের জীবনযাত্রার পরিবর্তনই একমাত্র চিকিৎসা। অর্থাৎ এর জন্য সাধারণত ঔষধ লাগে না। এক্ষেত্রে প্রথমত সতর্ক থাকতে হবে এবং সেই সঙ্গে নিয়ম মানতে হবে। শর্করাবহুল খাবার যেমন সাদা ভাত, সাদা রুটি, মিষ্টি ফল হিসাব করে খেতে হবে।

আঁশবহুল খাবার যেমন ডাল শাকসবজি, টক ফল ইত্যাদি বেশি খেতে হবে। স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেমন ঘি, মাখন, ডালডা কম খেতে হবে। এসবের পরিবর্তে সয়াবিন তেল ক্যানোলা তেল, সূর্যমুখীর তেল ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। বেশি করে মাছ খাওয়া দরকার। মুরগির চামড়াবিহীন মাংস খাওয়া ও লাল মাংস কম খাওয়ার

Diabetes:

≥125

mg/dL

ডিম সেদ্ধ ও দধ পরিমাণমতো খাওয়া জরুরি। একইসঙ্গে চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার বাদ দেওয়া এবং ভিটামিন সি-জাতীয় ফল খাওয়া উচিত। সব ধরনের শাক, কম ক্যালরি ও কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্সযুক্ত খাবার যেমন লাউ, পেঁপে, চিচিঙ্গা, ঝিঙে ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। রান্নায় খুব বেশি লবণ বা পাতে লবণ খাওয়া উচিত নয়।

সপ্তাহে ৫ দিন ৩০ মিনিট করে দ্রুত হাঁটন। একসঙ্গে ৩০ মিনিট না পারলে ১০ মিনিট করে দিনে ৩ বার হাঁটন। ওজন ঠিক রাখা প্রি-ডায়াবেটিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধূমপান ও তামাক সেবন বন্ধ করতে হবে।

প্রি-ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুষম খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। ঘুমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতিবিক্ত মানসিক চাপ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে

# বসন্তের রোগশোক

সুস্থ থাকুন

প্রকৃতি বসস্ত যেভাবে গ্রহণ করে, মানষের শরীর সেভাবে পারে না। এ সময় দিনে গরম আবার রাতে ঠান্ডা এমন আবহাওয়ায় শরীর খারাপ হতে পারে কারও কারও।

বসস্তকালে শারীরিক নানা জটিলতার কিছ অনঘটকও রয়েছে।এ সময় বাতাসে ধূলিকণা, ফুলের রেণু, পাতা ওড়া বেড়ে যায়। বসস্তে ফুলের একটি বড় অংশের পরাগায়ন ঘটে বাতাসের মাধ্যমে। তাই বসস্তে পুষ্পরেণু অ্যালার্জি সাধারণ ঘটনা। শুষ্ক হাওয়ায় ধুলাবালু থেকেও অ্যালার্জির সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হলো হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, চোখ চুলকানো ও চোখ লাল হয়ে গাওয়া। তাই যাঁদের একটু অতি সংবেদনশীলতা বা অ্যালার্জির প্রবণতা আছে, তাঁদের এই সময়টা থাকতে হবে দাবধান। অ্যালার্জিজনিত এসব সমস্যা এড়াতে মুখে মাস্ক বা রুমাল ব্যবহার করতে পারেন।

বসস্তকালের কাশি বেশিরভাগ সময় দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্য<u>ে</u> আপনা আপনি সেরে যায়। উপসর্গ থেকে আরাম পাওয়ার জন্য কাশির সিরাপ নয়; বরং কিছু উপদেশ মেনে চলতে পাবেন।

প্রতিরোধ প্রচব পরিমাণে জল পান ককন। এতে কফ পাতলা হবে।

গরম জলের ভাপ নিতে পারেন।

এতেও কফ পাতলা হবে, তবে মনে রাখবেন, ভাপে করোনা ভাইরাসসহ অন্যান্য ভাইরাস মারা যায় না।

শুকনা কাশিতে গলা খুসখুস করলে হালকা গরম জলে একটু লবণ দিয়ে কুলকুচি বা গার্গল করুন। মুখে কোনও লজেন্স, লবঙ্গ বা আদা রাখলেও আরাম পাবেন।

করণীয়—

ঘর থেকে বের হওয়ার আগে আবহাওয়ার পর্বাভাস জেনে নিন। যদি রাতের দিকে তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে. তবে সঙ্গে একটা গরম কাপড় রাখুন। আবার একগাদা শীতের কাপড় পরার কারণে ঘেমে গিয়ে ঘাম বসে শরীর খারাপ হতে পারে। শীত বিবেচনায় রেখে কাপড, কাঁথা ব্যবহার

করুন। বাড়িতে বা অফিসে কেউ ভাইরাস জ্বর বা সর্দি-কাশিতে ভুগলে সতর্ক থাকুন। কারণ, এগুলো সংক্রামক রোগ। তাই সম্ভব হলে একটু দূরত্ব বজায় রাখন।

কাশির সঙ্গে শ্বাসকন্ট, রক্ত দেখতে পেলে, কাশতে কাশতে যখন শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে বা প্রচণ্ড জুর থাকছে, কথা বলতে কষ্ট হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। যেকোনও কাশি দই বা তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে থাকলে অবশ্যই বক্ষব্যাধি বিশেষভের শরণাপন্ন হবেন।

বসস্তে ফুলের রেণু ও ধুলাবালু থেকে অনেকের হাঁপানি বেড়ে যেতে পারে। শ্বাসটান বাডলে চিকিৎসকের পরামর্শে ইনহেলার নিতে হবে।

# কী করবেন 'কোল্ড সোর' বা

জ্বরঠুঁটো উঠলে? জ্বরঠুঁটো বা ফিভার ব্লিস্টারের সঙ্গে আমরা কম-বেশি পরিচিত। একে অনেক সময় কোল্ড সোরও বলা হয়। মরশুম বা আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে অনেকেরই জ্বর হচ্ছে।এ জ্বর

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাসজনিত। প্রায়ই এমন জুর সেরে যাওয়ার পর অনেকের ঠোঁটের পাশে ঠুঁটো বা ফুসকুডির মতো উঠতে দেখা যায়। আবার কারও কারও প্রায় সারা বছরই ঠোঁটে বা নাকের পাশে জরঠঁটো হয়।জ্বরের পরে এটি দেখা যায় বলে ইংরেজিতে এর নাম ফিভার ব্লিস্টার।

জুরঠুঁটো হলে দেখতে যেমন খারাপ লাগে, তেমনি ব্যথায় কষ্ট পেতে হয়। বলা হয়ে থাকে. জ্বরঠুঁটো ছোঁয়াচে। এটি সারতে সময় লাগে। অনেকে আবার বলেন ভিটামিনের অভাবে জ্বরঠুঁটো হয়।

ঠোঁটের কোণে বা এর আশপাশে গুচ্ছবদ্ধ ফুসকুড়ি ওঠে। এ সময় অনেকের জ্বর থাকে বা জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর এমন ফুসকুড়ি দেখা দেয়। ফুসকুড়িগুলো ব্যথা করে, মুখ খুলতে বা খেতে গিয়ে কষ্ট হতে পারে। এ সময় বমিভাব কিংবা বমি, মাথাব্যথা থাকতে পারে।

জ্বরঠুঁটোর মূল কারণ হলো হারপিস সিমপ্লেক্স টাইপ-১ ভাইরাসের সংক্রমণ। এই সংক্রমণের কারণেই জ্বরও আসে। তবে অন্য কোনও সংক্রমণজনিত জ্বরেও জ্বরঠুঁটো উঠতে পারে, যদি সেই সংক্রমণের কারণে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়।

করণীয়—

অ্যান্টিভাইরাল উপাদানসমৃদ্ধ টি ট্রি অয়েল তুলায় নিয়ে জুরঠুঁটোয় ব্যবহার করুন। দিনে বেশ কয়েকবার ব্যবহারে ভাইরাসের সংক্রমণ মক্ত হওয়া সম্ভব। এছাডা সতি কাপড অ্যাপেল সিডাব ভিনেগাবে ভিজিয়ে জবুর্গ টোয ব্যবহারে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। বসনের কোয়া বেটে সবাসবি ক্ষতস্থানে দিনে অন্তত দুই থেকে তিনবার ব্যবহারেও দ্রুত উপকার পাবেন।

ক্ষতস্থানে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালসমৃদ্ধ মধু লাগিয়ে রাখুন ৫ থেকে ১০ মিনিট। দিনে অস্তত দু'বার ব্যবহার করুন। দেখবেন, জ্বরঠুঁটো দ্রুত সেরে যাবে। জ্বরঠুঁটো আক্রাস্ত স্থানে অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা। তবে কোনওভাবেই জ্বরঠুঁটো আক্রান্ত স্থানে নখ শাগাবেন না। অনেক সময় ব্লিস্টার হাত দিয়ে খোঁচাখুঁচির কারণে ইনফেকশন হয়ে ত্বকে আরও বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে। কয়েক সপ্তাহ পর্যস্ত এই সংক্রমণ থাকলে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

জ্বরঠুঁটো যেহেতু ছোঁয়াচে, তাই সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত জলের গ্লাস, চামচ কিংবা প্রসাধনী ব্যবহারে বিরত থাকুন। এমনকি নিজের জুরঠুঁটো স্পর্শ করলেও ভালো করে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। মানসিক চাপ মুক্ত থাকা ভালো। সানক্ষিন ক্রিম, লিপ-বাম ব্যবহার করা ঠোঁটের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। যেকোনও সংক্রমণ ঠেকাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন্যাপন, পৃষ্টিকর খাবার গ্রহণ ও রোগ প্রতিবোধ ক্ষমতা বাড়ানো দবকাব।



# অতিরিক্ত ডিজিটাল স্ক্রিন টাইমের হ্যাপা

আধুনিক জীবন ভাবাই যায় না। তবে এর ক্ষতিকর দিকগুলো ভূলে গেলে কিন্তু চলবে না। পর্দায় তাকিয়ে থাকার সময় চোখের পলক কম পডে। অনেকে আবার স্মার্টফোন স্বাভাবিকের তুলনায় চোখের বেশি কাছে এনে দেখেন। টেলিভিশন ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস থেকে নির্গত আলো চোখের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা তৈরি করে; ঘাড়ব্যথা কিংবা মাথাব্যথার কারণও হয়ে উঠতে পারে এসব ডিভাইস।

ক্ষতিকর দিক— ডিজিটাল ক্ষিনে একটানা তাকিয়ে থাকলে চোখ লাল হয়ে যায়, শুষ্ক হয়ে যায়; ঘুমের সমস্যা হয়: মনোযোগের অভাব হয়। শিশুর মানসিক ও শারীরিক নানান সমস্যা হয়। বর্তমানে নানান সমস্যায় ভুগছেন বয়স্ক ব্যক্তিরাও।

চোখের ক্ষতি--- একটানা ডিজিটাল স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকলে সেটির নীল আলো চোখের ওপর চাপ ফেলে। চোখ ডিজিটাল ডিভাইসের আলোর তীব্রতা ফিল্টার করতে পারে না। ফলে রেটিনার ক্ষতি হয়। দৃষ্টিশক্তির জন্য রেটিনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ম্যাকুলা ক্ষতিগ্রস্ত হয় (ম্যাকুলার ডিজেনারেশন)।এটি মূলত বয়সজনিত রোগ কিন্তু এখন কম বয়সেই হচ্ছে। ডিজিটাল ডিভাইসের কারণে মায়োপিয়া, অর্থাৎ দুরের জিনিস স্পষ্ট



মধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। যেসব শিশু আগে থেকেই চশমা ব্যবহার করত, তাদের অনেকেরই চশমার 'পাওয়ার'ও বাড়িয়ে দিতে হচ্ছে।

শিশুদের ক্ষতি কেন বেশি -বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চোখ নিজে থেকেই ক্ষতিকর আলোর বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম হয়ে ওঠে। ফলে ক্ষতিকর নীল আলো সরাসরি চোখে প্রবেশ করতে পারে না। শিশুদের এ ক্ষমতা না থাকায় অল্পতেই চোখের ক্ষতি হয়। চোখে বাডতি চাপ হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে।

সস্থ থাকতে ডিজিটাল স্ক্রিনে একটানা নয়, বরং ২০-২০-২০ নিয়মে কাজ করুন। অর্থাৎ ২০ মিনিট পরপর অস্তত ২০ ফুট দূরত্বে থাকা কোনও বস্তুর দিকে লক্ষ্য স্থির করে অস্তত ২০ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকুন। এছাডা ২ ঘণ্টা অন্তর ১৫ মিনিটের বিরতি দিয়ে হাঁটাহাঁটি করুন: দেহের বিভিন্ন পেশি নাডাচাডা করতে হয়, এমন কিছ 'নাইট মোড' বা 'ওয়ার্ম মোড'-এ

চোখ কিছুটা হলেও সুরক্ষা পায়। শোয়া অবস্থায় ডিজিটাল স্ক্রিন দেখবেন না। এতে চোখের পেশিতে চাপ পড়ে। বেশিদিন এমনটা করলে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হতে পারে। হতে পারে মাথাব্যথাও। যানবাহনে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার না করাই ভালো ঝাঁকনির সময় এসব ডিভাইস দেখলে চোখের ক্ষতি হতে পারে। নিতাস্ত প্রয়োজন হলেও চোখ থেকে দুরে রেখে ডিভাইস দেখন।

# মা-বাবা শিশুর ভাষা শেখায় কী করবেন

জন্মের পর শিশু তার প্রয়োজন বা কোনো সমস্যার কথা কান্নার মাধ্যমেই জানাতে পারে। দেড থেকে দুই মাস বয়সে দুধ খাওয়ার সময় মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, চোখে চোখ রেখে, স্বল্প হেসে সে মাযের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে।

চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে বাচ্চারা শব্দ করে হেসে এবং ছয় মাস বয়সের পর থেকে সাবলীলভাবে আরও নানা শব্দ করে সবার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করে। ১২ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে বাচ্চারা সাধারণত একক শব্দে পরিচিত মানুষ বা জিনিসের নাম ধরে ডাকতে পারে।

দুই বছর বয়সে মোটামুটি দুই শব্দের বাক্য বলতে সক্ষম হয়। এরপর তাদের যত বেশি পরিবেশের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয় ততই শব্দের ভাণ্ডার বাড়তে থাকে। তিন বছর বয়সে শব্দের ভাণ্ডার আরও বাড়ে এবং মোটামুটি তিন শব্দের বাক্য বলতে পারে। শিশুর কথা বলা বা শেখার বিষয়টি সাবলীলভাবে এগিয়ে নিতে মা-বাবার কিছু করণীয় আছে।

মা-বাবা যত ব্যস্তই থাকুন না কেন, সস্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য তাঁরা অবশ্যই সময় বের করবেন। ভাষা শেখার বিষয়টিতে নিজেরা গুরুত্ব দেবেন, কাজের লোক বা পরিচর্যাকারীর ওপর ছেড়ে দেবেন না।

বাচ্চা বুঝুক বা না বুঝুক, তার সঙ্গে বেশিরভাগ সময় সহজ শব্দে, সহজ ভাষায় কথা বলবেন, হাসবেন, ভাবের বিনিময় করবেন।

মা শিশুর শরীর ও মুখের অভিব্যক্তি বোঝার

চেষ্টা করবেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। সে যখন কিছু বলে বা বোঝানোর চেষ্টা করে, তখন তাতে সাড়া দিতে হবে। কোনওভাবেই তা অবহেলা করা যাবে না বা তাকে থামিয়ে দেওয়া যাবে না।

শিশুর স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত করতে কথা বলার পাশাপাশি বিভিন্ন পশুপাখি বা ছবি দেখাবেন, বেড়াতে নিয়ে যাবেন, খেলনা নিয়ে বাচ্চার সঙ্গে খেলবেন।

শিশু যদি কোনো কিছু আঙুল দিয়ে দেখায়, তাহলে তার অর্থ বঝিয়ে বলন।

শিশুর বলা কথা বিস্তৃত করে বলুন। যেমন বাচ্চা যদি বলে লাল গাড়ি, তাহলে বলুন, এটা একটা বড় লাল গাডি।

বাচ্চার সঙ্গে মজার মজার গল্প করবেন। চোখে চোখে কথা বলবেন, ছবি আঁকতে আঁকতে তাব বিবরণ দিন। তাকে কাছে নিয়ে বই পড়ুন; গল্প, ছডা পড়ে শোনান।

না বোধক কথা না বলে ইতিবাচক কথা বলা উচিত। যেমন আকাশ গোলাপি না এ কথা না বলে বলা উচিত আকাশ নীল।

# চোখের পাতা লাফাচ্ছে? কেন?

How to Reduce or Stop an Eye Twitch

অ দেন দক ই চোখের পাতা লাফানোর সমস্যায় ভোগেন। কিছুক্ষণ পর সমস্যাটি আ পনাআ পনি ভালোও হয়ে যায়। কারও কারও আবার কয়েক দিন এমনটা। এমনকি মাসও পেরিয়ে যেতে পারে সাধারণত এক চোখের পাতাই লাফাতে দেখা যায়। চোখের ওপরের পাতা কিংবা নিচের

পাতা, যেকোনওটিই লাফাতে পারে হঠাৎ করে। চোখের পাতা লাফানোর সঙ্গে অন্য কোনও উপসর্গ না থাকলে এ নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। তবে অনুভূতিটি বেশ অঙ্গন্ধিকবই বটে।

#### কেন লাফায় ?

অতিরিক্ত চাপ বা ক্লাস্তি থেকে এরকম হয়ে থাকে। অতিবিক্ত চা-কফি কিংবা আলেকোহল গ্রহণ করার কাবণেও এমনটা হতে পাবে। দীর্ঘক্ষণ উজ্জল আলোয থাকা, চোখে বা চোখের পাতার ভিতরের অংশে কোনও কিছ পডলে বা আটকে গেলেও চোখের পাতা লাফায়। বায় দ্যণকারী নানা পদার্থ, বাতাসের প্রবাহ কিংবা ধুমপানও হতে পারে চোখের পাতা লাফানোর কারণ। চোখের বিভিন্ন অংশের প্রদাহ কিংবা চোখের স্বাভাবিক জল শুকিয়ে যাওয়ার উপসর্গ হিসেবেও কারও কারও চোখের পাতা লাফাতে দেখা যায়। কিছু ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়ও এ রকম হয়ে থাকে।

#### কী করবেন?

ভয় পাবেন না। ভেবে দেখুন, আপনি কি অতিরিক্ত চাপে আছেন? চাপ কমানোর চেস্টা করুন। সম্ভব হলে কাজ থেকে একটু বিরাম নিন। লম্বা একটা ঘুম দিন। চা-কফির পরিমাণ কমিয়ে দিন। অ্যালকোহল ও ধুমপান

বর্জন করুন। বাইরে গেলে সানগ্লাস ব্যবহার করতে পারেন, যাতে বাতাসের প্রবাহ কিংবা বাতাসের দৃষণকারী পদার্থ সরাসরি চোখের সংস্পর্শে না আসে।

#### কখন যাবেন চিকিৎসকের কাছে? চোখের পাতা লাফানোর সময় পুরো চোখ বন্ধ হয়ে

এলে।

চোখের পাতা খুলতে অসুবিধা হলে কিংবা নিজ থেকেই বন্ধ হয়ে এলে।

একইসঙ্গে মুখ বা দেহের অন্য কোন অংশ এভাবে লাফিয়ে উঠলে।

চোখ লাল হয়ে গেলে। চোখ ফুলে গেলে।

চোখ থেকে তরল জাতীয় কিছু নিঃসূত হলে। দুই-এক সপ্তাহের ভেতর চোখের পাতা লাফানোর সমস্যাটি সেরে না গেলে।

ওপরের যেকোনও একটি সমস্যা দেখা দিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসক কারণ খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী চিকিৎসা দেবেন। অল্প কিছু ক্ষেত্রে চোখের পাতা লাফানোর সঙ্গে স্নায়বিক রোগের সম্পর্ক থাকে। তবে চিকিৎসা নিলে এসব সমস্যা সেরে

# স্নায়ুরোগের চিকিৎসায় পথ দেখাবে ইদুর!

আলঝাইমার আর পারকিনসনের মতো স্নায়রোগ নিরাময়ের জন্য বিগত কয়েক দশক গবেষণা করে পেটেন্ট অধ্যাপক সোলোমন এইচ স্নাইডার। সেজন্য 'নকআউট অ্যান্ড ট্রান্সজেনিক মাইস' নামে এক বিশেষ প্রজাতির ইঁদুরও অভিযোজন করিয়েছিলেন তিনি। গোটা বিশ্ব সে কারণে চেনে তাঁকে। বয়স ৮০ পেরিয়ে যাওয়ায় এখন আর বসে বসে সেসব নাড়াচাড়া করা তাঁর ধাতে সয় না। চেয়েছিলেন গবেষণার কাজেই সেসব দান করে দেবেন। এমন সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়!

অধ্যাপকের ইচ্ছামতোই মার্কিন মুলুকের বাল্টিমোরের সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অমন ৪৩ জোড়া ইঁদুর নিয়ে এল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। উদ্দেশ্য, অ্যালঝাইমার আর পারকিনসনের মতো রোগ নিরাময়ের গবেষণা। কল্যাণীতে রাজ্য প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন পর্যদেব নিজস্ব গবেষণাগাবে সেসবের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো

কী এমন বিশেষত্ব এই ইঁদরগুলোর ? এই ইঁদুরগুলোর শরীর থেকে এমন একটি জিন বের করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক যে ধরনের জিনের কারণে মানুষের শরীরে পারকিনসন বা অ্যালঝাইমারের মতো স্নায়ুরোগ বাসা বাঁধে। এই ইঁদুরগুলোর শরীরে সেই জিন নেই।

সেক্ষেত্রে স্নায়রোগ নিরাময়ে কোন ঔষধ বানাতে হলে এই ইঁদুরগুলোর উপর তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করা যাবে। তাতে



এদের কোনও শারীরিক ক্ষতি হবে না।এই ধরনের গবেষণা রাজ্যে ঠিকমতো শুরু হলে এই দেশে এই বিশেষ ইঁদুরের উপর ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে এমন গবেষণা হবে প্রথম। সাফল্য এলে স্নায়ুরোগের উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে খুলে যাবে দিগন্ত। বৃদ্ধ অধ্যাপক পইপই করে মনে করিয়ে দিয়েছেন, যত ইচ্ছা গবেষণা করো। কিন্তু এসব একদম বিক্রি করা যাবে না। জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তি অনুযায়ী এক সপ্তাহ আগেই কল্যাণীর ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের গবেষণাগারে এনে রাখা হয়েছে। আপাতত

সেগুলো কোয়ারানটাইনে আছে।

ঠিক হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বোস ইনস্টিটিউট যৌথভাবে এই ইঁদুরগুলির উপর অ্যালঝাইমার আর পারকিনসনের মতো রোগ নিরাময় নিয়ে গবেষণা করবে। দায়িত্বে থাকবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৌস্তভ পান্ডা। রাজ্য প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন পর্যদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গৌরী কোনার জানাচ্ছেন, "শুধ এই রাজ্য নয়, জাতীয় স্তরে যে কেউ এই ধরনের গবেষণা কল্যাণীর এই সরকারি গবেষণাগারে এসে করতে পারবেন। তার জন্য ছাড়পত্রসহ আবেদনও পাঠাবে রাজ্য। "এলাকায় এলাকায় মজবুত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। যদি রাজনৈতিক সংগঠনকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এটা একটা কথার কথা থেকে যাবে। সংবাদপত্র ছাড়া এই শিক্ষার ব্যবস্থা কে করবে" — ভি আই লেনিন

> প্রথম প্রকাশ ১৫ ই আগস্ট, ১৯৭৯ ইং ১৩ মার্চ, ২০২৩ ইং

———— সম্পাদকীয়

#### দায়বদ্ধতা কোথায়?

ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অথচ মোদি সরকার সংখ্যা তথ্য হাজির করে নিজেদের দায় বেড়ে ফেলছে। নির্দিষ্ট কিছু সরকারি প্রকল্পের নথিভুক্ত গ্রাহকের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুত থাকার কথাই বারবার সামনে আনা হচ্ছে। কিন্তু খাদ্য প্রকল্পের বাইরে থাকা হাজার হাজার মানুষের কথা প্রচারের আলোর বাইরে। 'সাফল্য'র আত্মতুষ্টি প্রকাশ করলেও সরকার কিন্তু অভুক্ত, অপুষ্টির শিকার জনগণের দুর্বিষহ লিওরা তথ্য কি করতে পারছে না। রাষ্ট্রসংঘের দেওয়া তথ্য কি সরকার জানে? বিশ্বে অপুষ্টিতে ভোগা ৮২ কোটি মানুষের মধ্যে এক-চতুর্থাংশের বাস আমাদের দেশে। ক্ষুধার সূচকে ১২৩ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০৭ তম।

সুপ্রিম কোর্ট সরকারের দায়িত্বের কথা একটি জনস্বার্থ মামলার সূত্রে সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। দেশের একজন মানুষও যাতে খালি পেটে ঘুমোতে না যায় তা দেখা সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু সরকার কি সেই দায়িত্ব পালন করছে? পালন করলে ক্ষধার সূচকে ভারতের এই লজ্জাজনক স্থান হতো না। ২০১৩ সালে খাদ্য সরক্ষা আইনে দেশের প্রত্যেকটি মানুষের খাদ্যের ন্যুনতম প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পণ করেছে। যদি কোনও মান্যের খাবার না জোটে, তাকে বা তাদের অভুক্ত থাকতে হয় তাহলে বুঝতে হবে সবকাব তাব দায়িত পালন কবছে না। ভক্ত থাকাব যে অধিকাব আইন মান্যকে দিয়েছে সবকাব সেই অধিকাব থেকে তাদের বঞ্চিত করছে। এটা নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ। খাদ্য সুরক্ষা আইন ছাডাও সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় খাদ্যের অধিকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকত। যদি নাগরিকদের সেই অধিকার কার্যকর না হয় তাহলে বুঝতে হবে সরকার দায়িত্ব পালনে বার্থ। কেন্দ্রীয় সরকার সেই বার্থতারই পরিচয় দিচ্ছে।

একথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট সরকারের যদি সব মানুষকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ানোর সততা ও সদিচ্ছা থাকত তাহলে খুঁজে বার করতো খাদ্য প্রকল্পের বাইরে কত দরিদ্র মানুষ থেকে যাচ্ছে এবং তাদের জন্য খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতো। আসলে যান্ত্রিকভাবে কিছু সংখ্যা ঠিক করে সেইমতো খাদ্য বণ্টন করা হচ্ছে। এই সংখ্যাটা যে প্রতিনিয়ত নানা কারণে বদলায় তার কোনও হদিশ রাখা হয় না। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রুজি রোজগার, বেকারি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদির সঙ্গেদরিদের সংখ্যা পালটায়। ভারতে সেটা ক্রমাগত বাড়ে। বিশেষ করে নোট বন্দি, জি এস টি চালু এবং সর্বোপরি করোনা মহামারী দারিদ্যের প্রকোপ বাড়িয়েছে এবং দরিদ্রের সংখ্যা বাড়িয়েছে। মোদি সরকার এসবের খোঁজ না রাখলেও রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বিশ্বে অপুষ্টিতে ভারতের অবস্থান কোথায়। কিন্তু কেন্দ্র কি এর থেকে কোনও শিক্ষা নেবে? আপাতত সেইরকম ইতিবাচক কিছ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সব মানুষের নিশ্চিত খাদ্যের ব্যবস্তা করে সরকার দায়বদ্ধতার পরিচয় দিক।

স্কুল অচল হওয়ায় ব্যাকফুটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

## সরকারি অনুগামী সংগঠনের শিক্ষকরা ধর্মঘটে অংশ নেন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা, ১২ মার্চ: ধর্মঘটের সর্বাদ্মক প্রভাবে আরও পিছু হঠছে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার। দায় কে নেবে, তা নিয়ে টানাপোড়েন শুরু। ধর্মঘটী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দায় নিজেদের হাতে না রেখে নবারের দিকে ঠেলে দিয়েছে শিক্ষা পপ্তর। আসলে দায় এড়ানোর অন্যতম কারণই হলো, গত শুক্রবার গোটা রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যত সর্বাদ্মক ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন শিক্ষক-শিক্ষকারা। পরিস্থিতি যে হাতের বাইরে, তা শুক্রবারই টের পেয়ে যান শিক্ষা দপ্তরের শীর্ম আধিকারিকরা। ধর্মঘটের দুপুরেই শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব মনীয জৈন রাজ্যের সব জেলা শাসককে নির্দেশ পাঠিয়ে কার্যত স্বীকার করে নেন, শিক্ষকদের অনুপস্থিতির কারণে বিপুল সংখ্যায় শিক্ষক প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠন ও মিড ডে মিল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতির প্রভাব কর্টা, তা খতিয়ে দেখতে জেলায় ধর্মঘটে যোগ দিয়ে কত সংখ্যায় শিক্ষক স্কুলে অনুপস্থিত থেকেছেন, জেলা স্কুল পরিদর্শকদের শুক্রবারই আধ ঘন্টার মধ্যে তা লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়েছিল।

স্বল্প সময়ের মধ্যে তড়িঘড়ি যে রিপোর্ট গত শুক্রবার বিকাশ ভবনে পাঠানো হয়েছিল, তাতে মাত্র ৫ হাজার শিক্ষককে ধর্মঘটী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সংখ্যা কার্যত তিন থেকে চার গুণ বেশি। বিপূল সংখ্যার শিক্ষকের ধর্মঘটে অংশগ্রহণ টের পাওয়ার পরই আর শিক্ষা দপ্তর শাস্তি দেওয়ার দায় নিজের কাঁবে রাখতে চাইছে না। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধর্মঘটে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা জানতে চেয়ে নবামে চিঠি পাঠানো হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের পাঠানো চিঠি নিয়েই তৈরি হয়েছে সংক্ষার ধর্মঘটে জান্যে দেওয়া হয়েছে। অনুপস্থিত বিরু কারণ জানতে চেয়ে অনুপস্থিত শিক্ষকদের প্রথমে চিঠি দেওয়ার কথা। সেই শো-কজের উত্তর সম্বোষজনক না হলে এক দিনের বেতন কাটার সঙ্গে ডায়াস-ননর (চাকরি জীবন থেকে একদিন বাদ) বিধানও দেওয়া হয়েছে। অর্থ দপ্তরের এই নির্দেশিকা রাজ্যের সব দপ্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারপরও কেন শিক্ষা দপ্তর নবামের অনুমতির অপেক্ষায়, তা নিয়েই প্রেশ্ব পেণা দিয়েছে।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এমনিতেই নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় জজরিত রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। তার সদ্যে যুক্ত হয়েছে স্কুলছুটের সমস্যা। সেই সমস্যা এতটাই প্রকট যে, প্রাথমিক স্তরে ৬ হাজারের বেশি ও মাধ্যমিক স্তরে প্রায় ২ হাজারের কাছাকাছি বিদ্যালয়ের ভবিষ্যাৎই এখন প্রশ্নের মৃথে। এরপর ডিএ'র দাবিতে বিপুল সংখ্যায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ধর্মঘটে যুক্ত হওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে দ্বিধায় পড়েছে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর। তাই নিজের কাঁধ থেকে দায় ঝেরে ফেলে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু গোটা দায় চাপিয়ে দিতে চাইছেন নবায়ের উপর।

শিক্ষা দপ্তবের এক আধিকাবিকের বক্তব্য, 'গত শুক্রবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। সরকার বিরোধী শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরাই শুধু নন, সরকার অনুগামী সংগঠনের শিক্ষকরাও ধর্মঘটে শামিল হয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে শোকজ করে বেতন কাটা কার্যকর হলে শিক্ষক সমাজের বিদ্রোহের মুখে পড়ার আশস্কা আছে। নিয়োগ দুর্নীতিতে দপ্তরের ফি দিন নাক-কান কাটা যাচ্ছে এরপর শিক্ষকদের বিদ্রোহ শুরু হলে তার দায় এডাতেই নবান্নের দিকে দায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে।' গত শুক্রবারের ধর্মঘটে সরকার বিরোধী শিক্ষক সংগঠনের বাইরেও তণমল কংগ্রেসের অনগামী শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদেরও যোগ দেওয়ার অজত ঘটনা সামনে আসছে। হুগলী জেলার সিঙ্গুর ব্লকের মহামায়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে মাত্র ৯ জন গত শুক্রবার বিদ্যালয়ে এসেছিলেন। ৫: জন ধর্মঘটে শামিল হয়ে যান। বাস্তবে গোটা রাজ্যেই বহু বিদ্যালয়ে একজ শিক্ষক-শিক্ষিকাও গত শুক্রবার স্কুলে যাননি। সবাই যে সরকার বিরোধী সংগঠনের সদস্য, তা নয়। ডি এ'র দাবিতে সর্বাত্মক ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা আবার রাজ্যের অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে ধর্মঘট ঠেকাতে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল তাকে চ্যালেঞ্জ করে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থের মামলা দায়ের হয়েছে ধর্মঘট করার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে তা আইনের চোখে কতটা গ্রহণযোগ হবে, তা নিয়েও দ্বিধায় শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা।

পুলওয়ামাতে এক অল্পবয়েসি তরুণ কয়েক কিলো বিস্ফোরক নিয়ে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটাল, আর তার ফলশ্রুতিতে ভারত-পাকিস্তান পরমাণু যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেল। এটা ২০১৯ সালের ঘটনা হলেও আগামী দিনে এমনটা ঘটবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? বিশেষ করে আগামী বছর ভারতে আবার এক সাধারণ নির্বাচন। সুতরাং বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিক ভারত, ভারতের প্রতিটি মানুষ, এটাই কাম্য।

# বালাকোটের চার বছর: আগুন নিয়ে খেলা

ত ২০১৯ সালের ফেব্রুগারি মাসে পরমাণু সংঘাতের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল। আমার মনে হয় না পৃথিবী বিষয়টা ভাল করে জানে। সত্যি বলতে গেলে, একেবারে সুনির্দিষ্ট উত্তর আমারও জানা নেই। তবে আমি এডটুকু জানি, দুটি দেশই পরমাণু যুদ্ধের অতি সন্নিকটে এসে পড়েছিল।" কথাগুলি লিখেছেন মাইক পম্পেও, যিনি এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ সচিব প্রসাক্রের ছলেন। গত জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত তাঁর নতুন গ্রন্থ, যার নাম নেভার গিভ আান ইঞ্চ: ফাইটিং ফর দা আমেরিকা আই লাভ, সেই গ্রন্থে কথাগুলি উল্লিখিত হয়েছে।

মাইক পম্পেও একটুও অতিপয়োজি করেন নি, কারণ ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে নরেন্দ্র মোদি নিজেই বলেছেন, "দ্বিতীয় দিনে এক বরিষ্ঠ মার্কিন আবিকারিক বললেন, মোদি ১২টি ক্ষেপণাস্ত্র তেরি রেখেছেন, সেগুলি চালিয়ে দিলে পরিস্থিতির অবনতি হবে। পর্কিছান সেই কিত্তীয় দিনেই জানিয়ে দিল, তারা পাইলটকে ফেরত দেবে। না হলে সেটা অবধারিতভাবে কতল কৈ রাত (হতাালীলার রাত) হয়ে উঠত।" শুধু এটুকুই নয়, আরো স্পষ্টভাবে মোদি জানিয়েছিলেন, ভারত তার পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার "দিওয়ালি উৎসব" পালনের জন্য জমিয়ে রাখেনি। মাইক পম্পেও যা বলেছেন, তার একটা অংশ অবশ্য মোদি উচ্চারণ করেন নি। তা হল পাকিস্তানও তার পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার তৈরি বার্খিছিল। দু'পক্ষই যার যার পরমাণু আন্ত্র লিয়ে লম্থ্যম্পক করছে, ভাবা যায়। কী ভয়ন্ধর ধ্বংসলীলার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তখন, তা বুবতে কষ্ট হয় না।

কয়েকদিন আঁগে সেই ভয়ানক সময়ের চতুর্থ বর্বপূর্তি হয়ে গেল, মাইক পম্পেও-র উক্তি প্রকাশের পর প্রথম। দক্ষিণ এশিয়া ভূখণ্ডে কার্যত দৃষ্টির আড়ালেই চলে গেছে সেই নির্দিষ্ট দিনটি। ঘটনাক্রমটা একটু মনে করা থাক। গত ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুগারি জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামাতে নিরাপত্তা বাহিনীর কনভয়ে এক তরুল কাশ্মীরি জঙ্গির আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে ৪০ জন সি আর পি এফ জওয়ান প্রাণ হারালেন। ভারত জানাল, বিস্ফোরণের জন্য দায়ী পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে বসা জঙ্গি সংগঠন জইশ-এ-মহম্মদ। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরেই ভারতের লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফা শুরু হবে। শাসকপক্ষ কঠোব জবাব দেওয়াব পথেই এগিয়ে গেল।

২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তানের বালাকোটে এক জঙ্গি প্রশিক্ষণ খাঁটিতে অভিযান শুরু করল। লক্ষ্যবস্তুর উপর নিখুঁত দক্ষতায় আঘাত হানতে সক্ষম সাজসরঞ্জাম নিয়ে এই আক্রমণের নিশানাটি তাৎপর্যপূর্ণ। বালাকোট পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত নয়, আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই বিতর্কিত ভূখগুকে নিজের বলে দাবি করে ভারত। পরবর্তী সময়ে যাতে কৃটনৈতিক অস্বস্তির মুখোমুখি না হতে হয়, সেজনা ভারত এই আক্রমণকে সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ শিবিরের উ পরে আগাম প্রতিরোধমূলক হানা বলে অভিহিত করল।

অভিযানটি বাস্তবায়নের ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যে ভারতীয় বায়ুসেনা কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করেছিল, যার মধ্যে রয়েছে নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম না করা এবং শক্রপক্ষের নজরদারি ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এক চতুর পরিকল্পনা গ্রহণ।সেদিনের হামলায় বোমারু বিমান থেকে কমপক্ষে একটি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপিত হয় নি এবং অন্যপ্তলি, যতদুর জানা যায়, লক্ষ্যবস্তু অতিক্রম করে চলে যায়। অভিযানের ফলাফল সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা যা বলেছিলেন এবং পরে যেটা উপাগ্রহ চিত্র থেকেও স্পষ্ট হয় অথবা ঐ স্থানে গিয়ে বিদেশি সাংবাদিকরা যা বললেন, তার সব কিছু থেকে বোঝা যায়, অভিযানটি সন্তোষজনক হতে পারেনি। যে লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করা হয়েছে বলে ভারতীয় বায়ুসেনা দাবি করেছিল, প্রকৃতপক্ষেতা ধ্বংস হয়নি। লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস হয়েছে বলে কোনো তথ্যপ্রমাণও দেখাতে পারে নি সরকার।

#### সশান্ত সিং

আজকের পৃথিবীতে দুই পরমাণু শক্তিধর দেশ যদি নিজ নিজ অস্ত্র দেখিয়ে পরস্পরের প্রতি আস্ফালন করতে থাকে, তাহলে তার চেয়ে বড় বিপর্যয় অন্য কিছু হতে পারে না। চার বছর আগে ভারত-পাকিস্তান ঠিক এটাই করেছিল। পরমাণু অস্ত্র কিন্তু যুদ্ধে ব্যবহার করার অস্ত্র নয়। এই অস্ত্র ভীতিপ্রদর্শনের অস্ত্র। পরমাণু অস্ত্রের কথা ভেবে দু'পক্ষই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, বর্তমান পৃথিবীতে এটুকুই আশা করা যায়। এই জন্যই প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে পরমাণু অস্ত্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে অসামরিক নেতৃত্বের হাতে। এই অস্ত্র দেখিয়ে আস্ফালন করার অর্থই হল জনবহুল দক্ষিণ এশিয়াতে পরমাণু যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।

ঐ মুহূর্তে জাতীয়তাবাদী আবেগ এতটাই তুঙ্গে তোলা হয়েছিল যে, অভিযান সম্পর্কে কোনো অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগ দেয় নি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম। কিন্তু এর পর যে ঘটনাক্রম ঘটতে শুরু করল তা ক্রমেই আরো ভয়ঙ্কর হতে থাকল। পরের দিনই পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীরে জবাবি বিমান হামলা চালায়। আক্রমণের খবর পাওয়ামাত্র তড়িঘড়ি ভারতীয় বায়ুসেনা শত্রুপক্ষের যুদ্ধ নিশানা করতে শুরু আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের ঘটনায় ভারতের একটি মিগ-২১ বিমান ধ্বংস হয় এবং সেই বিমানের পাইলটকে পাকিস্তানিরা কবজা করে নেয়। সংঘাতের ঐ ঘটনায় আসলে কী ঘটেছিল তা নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। পাকিস্তান প্রথমে দাবি করে, দ'জন ভারতীয় পাইলট নাকি তাদের ভখণ্ডে নেমে পড়েছিলেন। তারা এখনো বলে তারা নাকি দ'টি ভারতীয় যদ্ধবিমান ধ্বংস করেছে. যদিও এই অবাস্তব দাবির সপক্ষে কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত দিতে পারে নি তারা।

অন্যদিকে ভারতীয় বায়ুসেনা দাবি করে, ভারতীয় পাইলট, যিনি পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েন, তিনি একটি পাকিস্তানি এফ-১৬ বিমানকে ভূপাতিত করেছেন। তখনকার সময়েই এই দাবি সন্দেহাতীত ছিল না, পরবর্তী সময়ে একাধিক আন্তর্জাতিক সূত্র এই দাবিকে অসত্য বলে সূচিত করেছে। সংবাদমাধ্যমে অবশ্য একের পর এক কল্পকাহিনী এবং ভিত্তিহীন ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব ছড়ানো হয়েছে, যার সবগুলিই বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আসলে ভারতের তৎকালীন অভ্যস্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুনাফা কুড়নোর লক্ষ্যে এক তেজাদ্দীপ্ত রাজনৈতিক আখ্যানের নির্মাণ করা হয়, যার নিচে চাপা পড়ে যায় সামরিক অভিযানের প্রকত বাস্তব। সেই সকালে আরেক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে এটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি বিমান হানা শুরু হওয়ার পর বিশৃঙ্খলার মুহূর্তে ভারতীয় বায়ুসেনা ভুল করে নিজেদেরই এক এম আই-১৭ হেলিকপ্টারকে গুলি করে ভূপাতিত করে। সেই হেলিকপ্টারে সওয়ারি ছিলেন ছয়জন ভারতীয়। পরবর্তী সময়ে এই দুর্ভাগ্যজনক খবরটিকে চাপা দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করে ভারতীয় বায়ুসেনা। এই প্রচেষ্টা বায়ুসেনার সামরিক সংহতি তথা পেশাদারি সত্যনিষ্ঠতাকে দাবিয়ে রেখে অগ্রাধিকারে নিয়ে আসে শাসক দলের রাজনৈতিক লাভালাভের অঙ্ককে। পুরো ঘটনাক্রমে ভারতীয় বায়ুসেনার অভিযানের সাফল্য নিয়ে তো প্রশ্ন উঠেছেই, তার চেয়েও অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে বাস্তবকে ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা। দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতাধারীরা যে আদেশ দেবেন.

তা প্রতিপালন করাটা সামরিক বাহিনীর অবশ্যকর্তব্য, এতে
কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারে কোনো
রাজনৈতিক শিবিরের স্বার্থে কাজ করাটা সামরিক বাহিনীর
থেকে আশা করা যায় না। এর আগে ১৯৯৯ কারগিল যুদ্ধের
সময়টাও নির্বাচনী প্রচারের সঙ্গে সমাপতিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু
সামরিক বাহিনীর তৎকালীন প্রধান ঐ সময়ের বিজেপি সরকারকে
নির্দিষ্টভাবে বলে দিরেছিলেন, কোনো অবস্থাতেই যেন সামরিক
বাহিনীকে নির্বাচনী প্রচারে টেনে আনা না হয়। অবন্য বালাকেটের
দুবছর আগেই সেই লক্ষণরেখা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, যখন
নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে সংঘটিত অর্থাক্থিত সার্জিকাল স্ট্রাইক
নামক বিষয়টিকেরাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি-র প্রচারে
থালাখুলি ব্যবহার করা হয়। সেই থেকেই ভবিষ্যতের জন্য এক
দর্ভাগাজনক দক্ষীয়ে স্থাপিত হয়ে যায়।

বালাকোটের ঘটনায় অবশ্য আরেকটি নতন দস্তাস্ত স্থাপনের কথাও বলা হয়। পাকিস্তানকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়, বিশেষ করে পাকিস্তানি মদতে দেশের মাটিতে সংঘটিত সম্লাসবাদী হামলার মোক্ষম জবাব কীভাবে দেওয়া যায়, সেই বিষয়েও এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল। তবে তার মানে এটা নয় যে, ২০১৯ সালে এই অভিযানের ফলে ভারতের কূটনৈতিক অথবা সুরক্ষাসম্বন্ধীয় লক্ষ্যগুলি সব হাসিল হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানি মদতে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে আসা আক্রমণের ঢেউ বালাকোটের পর একটও কমেনি, বরং তীব্রতা আরো বদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল। কাশ্মীর সীমান্তে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের ঘটনা ২০২০ সালে মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পায়। এমনকি কাশ্মীরের পরিস্থিতির ক্ষেত্রেও তিলমাত্র উন্নতি দেখা যায়নি। আজ চার বছর পরেও জম্ম ও কাশ্মীর তার রাজ্যমর্যাদা ফিরে পায়নি, বিধানসভা নির্বাচন তো বহু দরের কথা। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছে যে, মোদি সরকার সংযুক্ত আরব আমিবশাহিকে বাওয়ালপিণ্ডিব সঙ্গে আলোচনা চালানোর জন্য অনুরোধ করতে বাধ্য হয়েছে। গত ২০২০ সালে লাদাখ সীমান্তে চীনের দিক থেকে সামরিক চাপ আসার পর ভারত সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে এই অনুরোধ করতে বাধ্য হয়। এরপর ভারত-পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণরেখাতে অস্ত্রবিরতি বজায় রাখার কথা নতুন করে আবার উচ্চারণ হতে থাকে।

বালাকোটের ঘটনার পর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিজেপি-র বিপুল সুবিধা হয়। এই পরিবর্তনে মুগ্ধ হয়ে শাসকপক্ষ পাকিস্তানের ওপর আবারো সামরিক আঘাত হানার কথা ভাবতে থাকে। সেন্টার ফর দা স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটি(সি এস ডি এস) নামের সংস্থার করা নির্বাচনপূর্ব ও নির্বাচনপরবর্তী সমীক্ষা থেকে বেরিয়ে আসে, বালাকোট ঘটনার পর দেশে জাতীয়তাবাদী আবেগের যে জোয়ার ওঠে, তার ফায়দা লোটে বিজেপি। পুলওয়ামা এবং বালাকোটের ঘটনা নিয়ে ভোটাররা আগুহী হয়ে ওঠে, যার পরিণামে জাতীয় সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে দেশে তীব্র মেরুকরণ সৃষ্টি হয়। এই মেরুকরণের লাভ গিয়ে জমা হয় ২০১৯ সংসদ নির্বাচনে বিজেপি-র ভোটবাক্সে।

রাজনৈতিক নেতৃত্ব একবার রক্তের স্বাদ পাওয়ার পর আবারো তার জন্য প্রলুব্ধ হবে, এটাই স্বাভাবিক। অনেক বিশ্লেষক অভিমত পোষণ করেন, পরমাণু অস্ত্রের ঝলকানি এডিয়ে পাকিস্তানের উপর সামরিক হামলা করার একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছে ভারত, এবং বালাকোট সেই রাস্তা খুলে দিয়েছে। তবে এইরূপ ভাবনা যুক্তিহীন। সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে তার উপর কোনো পক্ষই আর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না।খুব সচেতনভাবে সেটা মাথায় রাখতে হয়, বিশেষ করে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের তো বটেই। পাকিস্তানের পরমাণুবিষয়ক মনস্তত্ত্বকে না বুঝলে এমন ভাবনা মাথায় আসে। কাজেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের পুরো বিষয়টা নিয়ে সমাক ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনাক্রম নিয়ে পম্পেও যা বলেছেন. তাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার।পুরো বিষয়টা উপলব্ধি করে রাজনৈতিক নেতত্বের উচিত হবে, লাগামছাডা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণে আনা। ঘটনাক্রম অতি সহজে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

উত্তেজনাপ্রবণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুধু যে ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা অথবা যোগাযোগের অভাবেই অবস্থার অবনতি হয়, তা নয়। নেহাত দর্ঘটনাক্রমেও দাবানল লেগে যেতে পারে। গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে ভারতীয় বায়সেনা ভুল করে এক ব্রন্মোস ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে দেয়। সেটি গিয়ে পাকিস্তানের এক বিমান ঘাঁটির কাছাকাছি স্থানে মাটিতে আছড়ে পড়ে। তবে এই ঘটনা বেশিদূর এগোয় নি, কারণ পাকিস্তান এক্ষেত্রে পরিণত স্থিতধীর পরিচয় দিয়েছে। সমস্যা না হলেও এখানে একটা কথা থেকেই যায়। ভারত শুরু থেকেই জানত, ক্ষেপণাস্ত্রটি দুর্ঘটনাক্রমে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনার কথা ভারত প্রথমে উচ্চারণই করেনি। পাকিস্তান এই বিষয়ে বিশদ বিবরণ প্রকাশ করার পর ভারত দুর্ঘটনার কথা স্বীকার করে। একবার কল্পনা করুন, ২০১৯ সালে যখন ভারতীয় পাইলট পাকিস্তানের কবজায় ছিলেন, তখন এমন দুর্ঘটনা ঘটলে তার ফল কী হত? নিঃ সন্দেহে বিশাল বিপর্যয় ঘটে যেত। আজকের পৃথিবীতে দুই পরমাণু শক্তিধর দেশ যদি নিজ নিজ অস্ত্র দেখিয়ে পরস্পরের প্রতি আস্ফালন করতে থাকে, তাহলে তার চেয়ে বড় বিপর্যয় অন্য কিছু হতে পারে না। চার বছর আগে ভারত-পাকিস্তান ঠিক এটাই করেছিল। পরমাণু অস্ত্র কিন্তু যুদ্ধে ব্যবহার করার অস্ত্র নয়। এই অস্ত্র ভীতিপ্রদর্শনের অস্ত্র। পরমাণু অস্ত্রের কথা ভেবে দু'পক্ষই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, বর্তমান পৃথিবীতে এটুকুই আশা করা যায়। এই জন্যই প্রতিটি গণতাম্ব্রিক দেশে পরমাণ অস্ত্রের সম্পর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে অসামরিক নেতত্ত্বের হাতে। এই অস্ত্র দেখিয়ে আস্ফালন করার অর্থই হল জনবহুল দক্ষিণ এশিয়াতে পরমাণু যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। পুলওয়ামাতে এক অল্পবয়েসি তরুণ কয়েক কিলো বিস্ফোরক নিয়ে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটাল, আর তার ফলশ্রুতিতে ভারত-পাকিস্তান পরমাণু যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেল।এটা ২০১৯ সালের ঘটনা হলেও আগামী দিনে এমনটা ঘটবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? বিশেষ করে আগামী বছর ভারতে আবার এক সাধারণ নির্বাচন। সুতরাং বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিক ভারত, ভারতের প্রতিটি মানুষ, এটাই কাম্য। (লেখক: বরিষ্ঠ অধ্যাপক, সেন্টার ফর পলিসি

तेत्रार्ह, पिल्लि)

সৌজন্যে : দ্য টেলিগ্রাফ : ৬ মার্চ, ২০২৩

# রিজার্ভ ব্যাংক কর্মীদের লড়াই

সমীর ঘোষ

\$\frac{1}{2} মার্চ ২০২৩ কলকাতায় শুরু হচ্ছে অল ইন্ডিয়া রিজার্ভব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের ৩৩ তম সর্বভারতীয় সম্মেলন। চলবে ১৬ মার্চ পর্যন্ত। দেশের টেড ইউনিয়নের ইতিহাসে এটি অন্যতম প্রাচীনতম সংগঠন। ১৯২৪ সালের ১৬ জন কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত এক সভার মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। এই সভার সভাপতি ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত দেশনেতা বিপিন চন্দ্র পাল। পরের বছর ১৯২৫ সালে বোম্বাইয়ে এই সংগঠনের প্রথম সম্মেলন অনষ্ঠিত হয়। তবে তখন এর নাম ছিল 'অল ইন্ডিয়া কারেন্সি এমপ্লয়িজ আ্যাসোসিয়েশন। পরবর্তীকালে দেশের কারেন্সি অফিসগুলি ও ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের কিছু বিভাগকে একত্রিত করে রিজার্ভ ব্যাংক তৈরি হলো; তখন এই সংগঠনের নাম হলো অল ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন। সময়ের নিরিখে এই

সংগঠন এখন শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে

সচনা পর্বের বছরগুলিতে মলত 'আবেদন- নিবেদনের" ভরসা রেখেই ব্রিটিশ ভারতে এই সংগঠনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। বিগত শতাব্দীর উত্তাল চল্লিশে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচণ্ড অভিঘাতে শুরু হলো পরিবর্তন— এই পরিবর্তনের কান্ডারি ছিলেন কমরেড আশিস সেন, কমরেড সুশাস্ত রায় প্রমুখ। সংগঠনও বেরিয়ে এল নিজেদের দাবি-দাওয়ার সীমায়িত গণ্ডি থেকে। ভাবনা শুরু হলো দেশের চলমান শ্রমিক আন্দোলনের বৃহত্তর মতাদর্শের সঙ্গে সংগঠনের কর্মধারাকে সম্পক্ত করার। দৃষ্টিভঙ্গির পরিসরও বাড়ল এর সাথে পাল্লা দিয়ে। পাশাপাশি কমরেড নরেশ পাল, মন্টু (সুধীন) বিশ্বাস, প্রভাত কর, এইচ এল পরোয়ানা, তারকেশ্বর চক্রবর্তী প্রভৃতির নেতৃত্বে সারা ভারত ব্যাংক কর্মচারীদের সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের আশা- আকাঞ্চলগুলো পুরো মাত্রায় বজায় ছিল। ক্ষেত্র প্রস্তুত। কিন্তু তৎকালীন বেসরকারি ব্যাংক মালিকদের স্পর্শ করার, যদিও তারা বারবার আর্থিক কেলেন্ধারিতে যুক্ত হয়ে হাজার হাজার গ্রাহকদের সর্বস্বান্ত করেছে। এই সময়ই অল ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন কলকাতায় অনুষ্ঠিত রজত জ্ঞান্তী সন্মোলনে (১৫ এপ্রিল, ১৯৫০) দাবি উঠলো ব্যাংক জাতীয়করণের। স্বেখানে গ্রাহকদের আমানতের নিরাপন্তা রক্ষায় সোচ্যারে এই সাবধানবার্তা উচ্চারিত হলো।

"...As long as individual profit making is the motive force behind the

business of banking there is no way out of this Catastrophe"("Bank failures ). বলা হলো ব্যাংক জাতীয়করণ জরুরে "for better utilisation of the funds for economic development of the country from the social point of view". ৭৩ বছর পরেও সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান প্রক্ষাপটে আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

চল্লিশ দশকে ট্রেড ইউনিয়ন দৃষ্টিভঙ্গির এই উত্তরণের ফলে অল ইন্ডিয়া রিজার্ড ব্যাংক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ক্রমে ক্রমে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছাকাছি এসেছে; জনস্বার্থবাহী দাবিগুলিতে সোচ্চার হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মিল হওয়ার দরুন আক্রমণ নমে এসেছে বারবার, সংগঠনের স্বীকৃতি বাতিল করার হুমকি এসেছে ব্যাংক কর্চুপান্তেন কাছ থেকে; সংগঠনের নেতৃকৃদ প্রেপ্তার হয়েনে। কিন্তু সংগঠন সরকার বা রিজার্ড ব্যাংক কর্চুপান্তের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নিজেদের আদর্শে স্থিত থেকেছে দততার সঙ্গে।

দূঢ়তার সঙ্গে।
বিগত শতকের যাটের দশকের শেষদিকে
দেশব্যাপী ব্যাংক জাতীয়করণের দাবিকে পাশ
কাটাতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাই
"সোশ্যাল কট্টোল বিল আনালেন বকলমে
বেসরকারি ব্যাংক মালিকদের স্বার্থকে অক্ষুপ্তর
রাখার তাগিদে। এর বিরুদ্ধে অন্যান্যদের সাথে
রিজার্ভ ব্যাংকের এই সর্বভারতীয় কর্মচারী
সংগঠন ১৯৬৮ র ২৮ ফেব্রুগ্নারি ধর্মঘটে অংশ
নিল। এই সফল ধর্মঘটের পর রিজার্ভ ব্যাংক
কর্তৃ পক্ষ কর্মচারীদের প্ররোচিত করতে
কলকাতার রিজার্ভ ব্যাংকের ভিতরে বিভিন্ন
ডিপার্ট মেন্টে পুলিশ মোতায়েন করে। কলকাতা
অফিসের ১৭৪৬ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে
কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে।

১৯৭৯ সালে ব্যাংক শিল্পে যে বেতনচুক্তি
সম্পাদিত হয় সেখানে মহার্ঘ ভাতার হার ১.৫০
শতাংশ ও সর্বোচ্চ ১৫ টাকা স্থির হয়। সারা
ভারত রিজার্ভ ব্যাংক কর্মচারী সমিতি এই শর্ত
মানতে অস্বীকার করে ও দাবিসনদের সুষ্ঠ্
মীমাংসার জন্য আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭৯
সালের ৩১ মার্চ একদিনের ধর্মঘট করে।
কর্মচারীরা। এদিকে বেতন সংক্রান্ত বিষয়গুলি
কেন্দ্রীয় সরকার ট্রাইব্যুনালে পাঠিয়ে দেয়,
অন্যদিকে আন্দোলনের উপর হাইকোর্টের
ইনজাংশন জারি হয়। মুম্বাই, দিল্লি ও জয়পুরে
ব্যাংকের অভ্যন্তরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

সম্মেলন ডাক দিয়েছে
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা
রক্ষা করার, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে বাঁচানো এবং
অবশ্যই রিজার্ভ ব্যাংকের
স্বকীয় সত্তাকে রক্ষা করার।
এই সম্মেলন থেকে আশা
করা যায় বর্তমানের কঠিন
পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংক
কর্মচারী আন্দোলন নতুন
দিশা খুঁজে পাবে।

জয়পুরে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে ও ৮ জন কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের বিভিন্ন কেন্দ্রে ১৭ জন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে সাসপেভ করা হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের আন্দোলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার কালা অর্ডিন্যান্স জারি করে। সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা ও আরও কয়েকটি কেন্দ্রে কর্মচারীরা অফিস থেকে বেরিয়ে এসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেন। মিছিলে অন্যান্য ব্যাংকের কর্মচারীরাও ব্যাপক সংখ্যায় শামিল হন। প্রসঙ্গত, কলকাতা কেন্দ্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কলকাতার এই আন্দোলনকে দমন করতে রাজ্য সরকারের কাছে পুলিশি হস্তক্ষেপের আবেদন জানায়। তদানীস্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু তা প্রত্যাখ্যান করেন। যাই হোক, সুদীর্ঘ ৮১ দিন তীব্র সংগ্রামের পর কর্মচারীদের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ দুর্বার আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। সিলিং ছাডাই মহার্ঘ ভাতার হার ১.৫৮ শতাংশ হিসেবে বেতন চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং পরবর্তীতে সমস্ত শাস্তিমলক আদেশ নিঃশর্তভাবে প্রত্যাহ্নত হয়।

"হর্ষদ মেহেতার কুখ্যাত কেলেঙ্কারি"কে (৯০ দশকে) কেন্দ্র করে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকণ্ডলির দেখভাল করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার চেস্টা হয়। কর্মচারী সমিতির সার্বিক বিরোধিতায় সে অপচেস্টা ব্যর্থ হয়।

আসলে ভারতবর্ষের রিজার্ভ ব্যাংক একটি full service Central Bank হিসাবে পরিচিত।স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রিজার্ভ ব্যাংক

operation all autonomy ভোগ করেছে দেশের অর্থনীতির স্বার্থে। তাই রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু দিল্লি থেকে দূরে এর কেন্দ্রীয় অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (এমনকি পরাধীন ভারতবর্মে)। যাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে একে দূরে রাখা যায়। এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে রাজনৈতিক দল যারা সরকার পরিচালনা করেন তাদের লক্ষ্ম আশু রাজনৈতিক লাভালাভের নিরিখে নির্দীতহয়। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংকের লক্ষ্ম সুদূরপ্রসারী, তাকে দেশের দীর্ঘস্থারী আর্থিক সৃস্থিতির জন্য নীতি নির্ধারণ করেতে হয়।

কিন্ধ দঃখেব বিষয় ৩০ বছৰ আগে যখন দেশে নয়া আর্থিক নীতি প্রচলিত হয় তখন থেকে রিজার্ভ ব্যাংকের কাজের পরিধি, কর্তত্ব ও পরিসর ছেঁটে ফেলে এই সাংবিধানিক চলছে বিরামহীনভাবে। একের পর এক কাজ বাইরে পাচার করা হচ্ছে। চেষ্টা হয়েছে দেশের চেক ক্রিয়ারিং ব্যবস্থাকে রিজার্ভ ব্যাংক থেকে সরিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত করার। একসময় চেষ্টা হয়েছে যাতে করে বিদেশি মুদ্রা ও ভারতীয় টাকা কোনও বাধানিষেধ ছাড়া দেশ-বিদেশে যাতায়াত করতে পারে। (Full Capital Account Covertibility)। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অর্থ ব্যবস্থায় অবাধ dollarisation। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাংকের যে পর্যবেক্ষণ (Inspection) করার কথা সেটাকেও ক্রমে ক্রমে শিথিল করা হয়েছে। এটা বিপজ্জনক। জনস্বার্থের পরিপন্থী এই সমস্ত পদক্ষেপের যথার্থভাবে বিবোধিতা কবে অলু ইন্ডিয়া বিজার্ভ ব্যাংক এমপ্লয়িজ আমেসিসিয়েশন। কখনও সফলতা এসেছে। তবে এটা মনে রাখতে হবে বর্তমানের বাজারি অর্থনীতি লগ্নিপুঁজির চলাচল অবাধ করতে কোনরকম বাধা বা নিয়ন্ত্রণ মানতে রাজি নয়। স্বাভাবিক কারণেই রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ তাদের চক্ষুশূল। লগ্নিপুঁজির স্বার্থবাহক আমাদের দেশের নীতি নির্ধারকরা এই বু প্রিন্ট মেনে কাজ করেছে বিরামহীনভাবেই।ভারত সরকারও পারতপক্ষে এই মতের অনুসারী। বিগত নোটবন্দির ঘোষণার সময়, অনেকে মনে করেন ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাংককে পিছনের বেঞ্চে বসিয়ে রেখে অভূতপূর্বভাবে ক্ষমতা বেদখল করেছে। এই অভিযোগও রয়েছে যে ভারতের

বর্তমান শাসককল চান রিজার্ভ ব্যাংককে কেন্দ্রীয়

অর্থমন্ত্রকের অধীনন্ত একটা ডিপার্টমেন্টে পরিণত করতে।Foreign Direct Investment এর নিয়মকানুন শিথিল করে, FEMA আইন সংশোধন করে বা Monetary Policy Committee -তে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরের ক্ষমতা গ্রাস করে প্রকৃতপক্ষে রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তৃত্বকে সীমায়িত করা হচ্ছে। বিগত করেক বছর ভারত সরকারের নজর পড়েছে রিজার্ভ ব্যাংকের Contigency Fund এর উপর। রিজার্ভ ব্যাংক এই ফান্ড একটু একট্রীন অবস্থা মোকবিলা করার জন্য। স্থোন থেকেও বিগত বছরগুলিতে ভারত সরকার রাপে ধাপে করেক হাজার কোটিটাকা তুলে নিয়েছে।এটা মোর্টেই ক্ষেত্রের গ্রাটা মার্টেই ক্ষেত্রের প্রাটা মার্টেই ক্ষেত্রের প্রতিটারার করেত্বলার বিলার্টিটারা তুলে নিয়েছে।এটা মোর্টেই ক্ষেত্রার করেছিন।

রিজার্ভ ব্যাংকে নখদস্তহীন করার এই প্রয়াস প্রতিদিন বাড়ছে। আগে রিজার্ভ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় বোর্ডে থাকতেন বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা। এখন বর্তমান জমানায় রিজার্ভ ব্যাংকের সেন্ট্রাল বোর্ডের বিন্যাস পালটে যাচ্ছে দ্রুত। শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক ভাবাদর্শের মানুষজন এই বোর্ডের সদস্য হচ্ছেন এবং বোর্ডের সিদ্ধাস্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটাচ্ছেন। এর ফলে রিজার্ভ ব্যাংকের স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে— যা ভারতবর্ষের আমজনতার স্বার্থের অনুকূল নয়। প্রসঙ্গত এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দেশের নীতি নির্ধারকরা চাইছেন রিজার্ভ ব্যাংকে কোনও ট্রেড ইউনিয়ন থাকবে না। এই অপচেষ্টার চলছে অনেকদিন ধরেই।রিজার্ভ ব্যাংকের কাজ গোটানোর অপচেষ্টা সাথে সাথে কর্মচারী হ্রাস করার প্রক্রিয়া চলছে সমানতালে। শতাব্দীর শুরুতে সাড়ে চার হাজার কর্মচারী/ অফিসারকে লোভ দেখিয়ে স্বেচ্ছা অবসর নিতে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। ব্যাংকের তৃতীয় শ্রেণিতে কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ ছিল প্রায় দু'দশকের উপর। এখন নিয়োগ শুরু হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য।সংখ্যাগত এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেই রিজার্ভ ব্যাংকের কর্মচারীরা লডাই জারি রেখেছেন। কাজটা অতান্ত কঠিন।

এই প্রেক্ষাপটে সারা ভারত রিজার্ভ ব্যাংক কর্মচারী সমিতির ৩৩ তম সম্মেলন হতে যাচেছ। ইতিমধ্যে এই সম্মেলন ডাক দিয়েছে রাষ্ট্রায়ন্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা রক্ষা করার, রাষ্ট্রায়ন্ত ক্ষেত্রকে বাঁচানো এবং অবশাই রিজার্ভ ব্যাংকের ক্ষাঁ সভাকে রক্ষা করার। এই সম্মেলন থেকে আশা করা যায় বর্তমানের কঠিন পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংক কর্মচারী আন্দোলন নতুন দিশা খুঁজে পাবে।

#### জরুরি পরিষেবা

জি বি—২৩৫-৫৮৮৮। আই জি এম— ২৩২-৫৬০৬। টি এম সি –২৩৭-০৫০৪। আই জি এম চক্ষ ব্যাংক— ৯৪৩৬৪৬২৮০০।

জি বি ব্লাড ব্যাংক—২৩৫-৬২৮৮ পি বি এক্স)। আই জি এম ব্লাড ব্যাংক— ২৩২- ৫৭৩৬। আই এল এস --- ২৪১ - ৫০০০/ ৮৯৭৪০৫০৩০০।

#### পুলিশ

পশ্চিম থানা—২৩২-৫৭৬৫। পূর্ব ধানা---২৩২-৫৭৭৪। এয়ারপোর্ট থানা—২৩৪-২২৫৮। সিটি কন্ট্রোল-২৩২-৫৭৮৪।

#### বিমানবন্দর

এয়ার ইভিয়া—২৩৪ -১৯০২ এয়ার ইভিয়া টোল ফ্রি নম্বর-১৮৬০ - ২৩৩ - ১৪০৭,১৮০০ ১৮০-১৪০৭। ইন্ডিগো ---২৩৪ ১২৬৩। স্পাইস জেট--- ২৩৪ 29961

#### শববাহী যান

রিপবা টাক ওনার্স সিভিকেট-৩৮-৫৮৫২। ত্রিপরা নির্মাণ শ্রমিব ইউনিয়ন(হাপানিয়া) ৮২৫৬৯৯৭১৯৫ ত্রিপুরা ট্রাক মপারেটর্স এসোসিয়েশন-২৩৮-৬৪২৬। রিলিভার্স ---২৪৭ ৪০৬২, ৯৭৭৪১৩৫৬৩১, কুঞ্জব স্পোর্টি ং ইউ নিয়ন-৮৯৭৪৫৮১৮১০, সুর্যুতার ক্লাব-৮৭২৯৯১১২৩৬। বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন সোসাইটি---২৩৭-১২৩৪ ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫ ৯৮৬২৭০২৮২৩ আগন্তুক ক্লাব 2642639686\300068300P

দংঘ—৯৭৭৪৬৭০২৪২। ত্রিপুরা শ্র কল্যাণ সমিতির (ডুকলি)---(১) ৯৩৬২০২৫০১১ (২)৮৭৩২০৭৭৭০৭

#### ফায়ার স্টেশন

ফায়ার সার্ভিস প্রধান স্টেশন --- ২৩২ - ৫৬৩০ বাধার ঘাট স্টেশন---২৩৭-৪৩৩৩। কুঞ্জবন ফায়ার স্টেশন--- ২৩৫-৩১০১ মহারাজগঞ্জ ফায়ার স্টেশন-২৩৮-৩১০১। কুমারঘাট -०७४२८/२७১२०४। মো ৭৬৩০৯৪ ৬৫৮৪/ ৽ঀঌ৪৩৬২৪৫৯

#### বিদ্যুৎ সাব- স্টেশন

বনমালী পুর --- ২৩০-৬২১৩ ২৩২-৬৬৪০, দুর্গা চৌমুহনি--২৩৩-০৭৩০, বি—২৩৫-৬৪৪৮, বড়দোয়ালী— ২৩৭-০২৩৩, ২৩৭-১৪৬৪, আই

#### রেল পরিষেবা

রেল সার্ভিস রিজার্ভেশন (টি আর টি সি)---২৩২-৫৫৩৩। আগরতলা রেল স্টেশন—(০৩৮১) २७१- 8৫১৫।

#### অ্যাম্বলেন্স পরিষেবা

একতা ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬, বুুুুুুু লোটাস ক্লাৰ—৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দল-२৫১-৯৯००, बाद्यांगा 5998258826 ৯৬১২৩৯৯৩৯৮ (২৪ ঘণ্টা) সেন্টাল বোড, যুব সংস্থা ৯৪৮৫৩৫০৬১১। কর্নেল চৌমুহনি যুব সংস্থা --- ৯৮৬২৫৭০১১৬। সংহতি ক্লাব—৮৭৯৪১৬৮২৮১ রামকৃষ্ণ ক্লাব— ৮৭৯৪১৬৮২৮১ শতদল সংঘ— ৯৮৬২৯৩৯৭৮০ প্রগতি সংঘ-- (পূর্ব আডালিয়া) ৯৭৭৪১১৬৬২৪। রেডক্রস সোসাইটি—৩২১-৯৬৭৮। এগিয়ে চলো সংঘ— ৯৪৩৬১২১৪৮৮।

#### দাতব্য চিকিৎসালয়

সেন্টাল বোড দাত্ব চকিৎসালয়— ৯৮৬২০১৯৫২০, লাল বাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়-৯৪৩৬৫ ৬৪৩৫৪। মানব ফাউন্ডেশ ২৩২-৬১০০। চাইল্ড লাইন– ১০৯৮ (টোল ফ্রিঃ ২৪ ঘণ্টা)।

#### ট্রেনসূচি

বিশেষ ডেমু ট্রেন: প্রতিদিন ০৭৬৮২ সকাল ৫.১৫ মিনিটে মাগরতলা থেকে সাব্রুমের উদ্দেশ্যে হাডবে। ০৭৬৮৪বেলা ১০.৫৫ মিনিটে আগরতলা থেকে সাক্রমের উদ্দেশ্যে ছাড়বে । ০৭৬৮৩ বেল ১টা ৩০ মিনিটে সাব্রুম থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাডবে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে ০৭৬৯০ আগরতলা থেকে সাব্রুমের উদ্দেশে হাডবে।০৭৬৮১ সন্ধা ৭টা ১৫ মিনিটে সাব্রুম থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। সকাল ৬.৩০ মিনিটে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছাডবে ০৭৬৭৯ ডাউন পৌছবে সকাল ৯ টা ৪৫ মি.। বেলা ১০.১৫মি ধর্মনগব থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে ০৭৬৮০ আপ।পৌছবে বেলা ১.১৫ মি.। ০৭৬৮০ বিকাল ৪টা ৩৫মিনিটে ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে

বিশেষ যাত্রী ট্রেন : প্রতিদিন ০৫৬৭৫ সকাল ৬টায় ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে ৫৬৭৫ সন্ধ্যা ৫টা ৩৫ মিনিটে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছাড়বে।

# মার্কিন মুলুকে ব্যাংকিং সংকট, ঝাঁপ সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক'র

ব্যাংকের ঝাঁপ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে সে খলবে। সমস্ত আমানতকারী সোমবার দেশের ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সেই সঙ্গে ফেডারেল ডিপোজিট ইন্যুরেন্স কর্পোরেশনকে ব্যাংকের রিসিভার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এফ ডি আই সি-কে দেওয়া হয়েছে ব্যাংকের গ্রাহকদের পঁজির দায়িত্ব। বাজার খোলার আগেই প্রি-মার্কেট কেনাবেচায় ৬৬ শতাংশ পড়ে গিয়েছিল শেয়ার দর। তার পর লেনদেন বন্ধ করে

এফ ডি আই সি-র বিমাকত ব্যাংকে তালা ব্যাংক হলো আমেরিকার ১৬তম বহত্তম

৬৬৭ কোটিতে ছ'টি বিমান

শক্তি বৃদ্ধি করতে বড় পদক্ষেপ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের। রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান

প্রস্তুতকারক সংস্থা হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডকে ছ'টি

ডর্নিয়ার-২২৮ বিমান তৈরির বরাত দেওয়ার সিদ্ধাস্ত নিল রাজনাথ

সিংয়ের মন্ত্রক। এই ছ'টি বিমানের জন্য হ্যাল এর সঙ্গে ৬৬৭ কোটি

টাকার চুক্তি করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এই নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ

করল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''উত্তর-পূর্ব এবং ভারতের

দ্বীপগুলিতে অবস্থিত আধা তৈরা বা ছোট রানওয়ে থেকে স্কল্প দরত্বের

অপারেশনের জন্য বিমানটি উপযক্ত। বাহিনীতে এই ছাঁট বিমান

সংযোজনের ফলে প্রতান্ত অধ্যলে বায়সেনার অপারেশনাল সক্ষমতাকে

আরও জোরদার হবে।"জানা গিয়েছে. এই বিমানগুলি মলত পরিবহণের

কাজেই ব্যবহাত হবে। বিমানগুলিতে আপগ্রেডেড ইঞ্জিন বসানো হবে।

এর আগে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডকে ৭০টি এইচ টি টি-৪০

বেসিক প্রশিক্ষক বিমানের বরাত দিয়েছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। ৬,

৮০০কোটি টাকায় এই ৭০টি বিমান হ্যালএর থেকে কিনতে চলেছে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে,

আগামী ছয় বছরে ৭০টি বিমান সরবরাহ করবে হ্যাল।

নয়াদিল্লি।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): ভারতীয় বায়ুসেনার

সকালের মধ্যে তাঁদের জমা অর্থের লেনদেন করতে পারবেন। গত ৩১ ডিসেম্বর সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের মোট সম্পদ ছিল প্রায় ২০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট আমানত ছিল প্রায় ১৭৫.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, গত দু'দিনে মার্কিন ব্যাংকগুলির শেয়ারের ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি লোকসান হয়েছে। এতে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে গত আড়াই বছরে এনিয়ে দ্বিতীয়বার ইউরোপীয় ব্যাংকগুলির। সিলিকন ভ্যালি পডল।এর আগে ২০২০ সালের অক্টোবরে ব্যাংক। এই ব্যাংক নতুন যুগের প্রযুক্তি

সিলিকন ভালি।। ১২ মার্চ (সংবাদ আলমেনা স্টেট ব্যাংকও বন্ধ হয়েছিল।জানা কোম্পানি এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে।এ কারণে তহবিল সংস্থা): মার্কিন যাড়ব্যাস্ট্র আবারও ব্যাংকিং গিয়েছে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের প্রধান ইনভেস্ট্রমেন্ট্র কোম্পানিকে আর্থিক সহায়তা সংকট। বহুত্তম ব্যাংক , সিলিকন ভ্যালি কার্যালয় এবং সমস্ত শাখা ১৩ মার্চ ফের প্রদান করে। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ গত ১৮ মাসে সদের হার বাডিয়েছে। সে কারণে এই ধরনের সংস্থাগুলি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ৪০ বছরের পুরানো সিলিকন ভ্যালি ব্যাঙ্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশেরও বেশির স্টার্টআপ সংস্থাকে তহবিলের জোগান দিয়েছে। ২০২২ সালের হিসাব বলছে, ব্যাংকের আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং পোর্টফোলিওর ৫৬ শতাংশই ভেঞ্চার বা প্রাইভেট ইকাইটি ফান্ড।

> ইদানীং অতিরিক্ত ঝুঁকি থাকায় প্রযুক্তি সংস্থাণ্ডলির প্রতি আগ্রহ কমছে বিনিয়োগকারীদের। বেশি সদের হারের কারণে একাধিক স্টার্টআপের আই পি ও-র

সংকট বেডেছে। তার পর সিলিকন ভ্যালি তলতে শুরু করেন। সোমবার, ১৩ মার্চ থেকে ব্যাংকিং কাজকর্ম ফের শুরু হবে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকে। অনলাইন ব্যাংকিং এবং অন্যান্য পরিষেবা নিতে পারবেন গ্রাহকরা। চেকও ক্লিয়ার করা হবে। ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স আইনের অধীনে, এফ ডি আই সি একটি ডি আই এন বি তৈরি করতে পারে যাতে গ্রাহকরা বিমাকৃত তহবিলের অ্যাক্সেস পান। রিসিভার হিসাবে এফ ডি আই সি হিসাবনিকাশ মেটানোর জন্য সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক সমস্ত সম্পদ ধরে রাখবে। ঋণ যাঁরা নিয়েছেন তাঁদের টাকা মেটাতে হবে।

বাাংকের ফাইনান্সিয়াল গ্রুপের চিফ ব্যাংকের গ্রাহকরা নগদ সংকট মেটাতে টাকা এক্সিকি উটিভ অফিসার গ্রেগ বেকার। গ্রাহকদের "শান্ত থাকার" অনবোধ করেন। বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে ১০ মিনিটের ভিডিও কনফারেন্সে গ্রাহক, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইনভেস্টরদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'গত ৪০ বছর ধরে আপনারা যেভাবে আমাদের পাশে ছিলেন, সেভাবেই পাশে থাকার অনুরোধ করব।' বলে রাখা ভালো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাংকিং সেক্টরে সবচেয়ে বড সংকট এসেছিল ২০০৮ সালে এ বছর ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান লেহম্যান ব্রাদার্স দেউ লিয়া ঘোষণা করেছিল। এর পর আমেরিকাসহ সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়।



# মোদিরাজ্যের বিধানসভায় বি বি সি'র বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ, কড়া ব্যবস্থার সুপারিশ কেন্দ্রকে

আহমেদাবাদ।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): বি বি সি'র বিতর্কিত তথাচিত্র নিয়ে উত্তাপ কমার লক্ষণ নেই। উলটে তা ক্রমশ বেডেই চলেছে। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজের রাজ্য গুজবান্টের বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল বি বি সি'ব বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাব। ওই প্রস্তাবে মোদিকে নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্রে তথ্যবিকৃতি ঘটানোর জন্য বি বি সি'র বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকারের কাছে।

গত জানুয়ারি মাসে ২০০২ সালে গুজরাটে দাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ে দুই পর্বের একটি তথ্যচিত্র সম্প্রচার করে বি বি সি। কিন্তু সেই তথ্যচিত্রের প্রথম পর্বটি ভারতে নিষিদ্ধ করে কেন্দ্রীয় সরকার। অভিযোগ, তথ্যচিত্রের প্রথম পর্বে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী তথা দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী

নিরভ মোদির কাঁদুনি

কারচুপির অভিযোগ রয়েছে।

বর্তমানে নিরভ মোদি দক্ষিণ-পশ্চিম

লন্ডনের ওয়ান্ডসওয়ার্থের কারাগারে

রয়েছে। কিন্তু তার মামলা এখন

ব্রিটিশ আদালতে "সংবিধি নিষিদ্ধ"

পর্যায়ে রয়েছে। সহজ কথায়, তাঁর

বৃহস্পতিবার পূর্ব লভনের

্ বার্কিংসাইড ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে

তাঁর প্রত্যর্পণের আপিল সম্পর্কিত খরচের জন্য লন্ডনের হাইকোর্টের

নির্দেশে ১,৫০,২৪৭ পাউন্ড আইনি

খরচ বা জরিমানা দেন। রিপোর্ট

অন্যায়ী, নিরভ মোদির দাবি, তাঁর

কাছে এখন কানাকড়ি নেই। ভারত

সরকার তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

করেছে। আদালতের নির্দেশ মেনে

আইনি খরচ মেটাতে ১,৫০,০০০

পাউন্ড (প্রায় দেড কোটি টাকা) ধার

৫২ বছরের নিরভ মোদি

এই মামলা এখনও বিচারাধীন।

ওয়ান্ডসওয়ার্থ।। ১১ মার্চ

মোদিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খাবাপভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক এই তথাচিত্রকে 'প্রোপাগান্ডা' হিসাবে চিহ্নিত করে। টইটার, ইউটিউবের মতো সমাজ মাধ্যম থেকে তথাচিত্রের সমস্ক চিহ্ন নামিয়ে ফেলার ফরমানও জারি করে মোদি সরকার। তা নিয়ে তৈরি হয় বিতর্ক। বিরোধীরা ওই 'নিষিদ্ধ' তথ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ঘটনাচক্রে, জানুয়ারিতে এই তথ্যচিত্র প্রকাশিত হয়। ফেব্রুয়ারিতে আয়কর ফাঁকি দেওয়ার মামলায় আয়কর হানা হয় বি বি সি'র দিল্লি এবং মম্বাইয়ের দপ্তরে। এ বার সেই তথ্যচিত্রের জেরেই গুজরাট বিধানসভায় পাশ করানো হলো বি বি সি বিরোধী

মোদি রাজ্যের বিধানসভায় দু'ঘণ্টা

আলোচনার পর ধ্বনিভোটে প্রস্তাবটি পাশ হয়। প্রসাব সমর্থন কবেন বাজেবে স্বাইমন্ত্রী হর্ষ সিঙ্ঘভি. বি জে পি বিধায়ক অমিত ঠক্কর. ধবলসিন জালা এবং মনীয়া ভাকিল। পরে সিঙ্ঘভি বলেন, "এই তথ্যচিত্রটি শুধ প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে নয়, ১৩৫ কোটি ভারতীয়েরও বিরোধী।" প্রস্তাব পেশের সময় বি জে পি বিধায়ক বিপুল পটেল দাবি করেন, ভারত এবং ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বি বি সি'র গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে। গুজরাট বিধানসভায় কংগ্রেস বিধায়করা ওয়াকআউট করেন। তার পরেই বি বি সি নিয়ে প্রস্তাব পাশ করানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। যে সময় এই প্রস্তাবটি পাশ করানো হচ্ছিল, তখন অধিবেশন কক্ষে কোনও বিরোধী বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন না।

## নীতি আয়োগ: গোবর-গোমূত্র মাটিতে জৈব পদার্থের উপস্থিতি বাড়াতে সাহায্য করে

(সংবাদ সংস্থা) : আমি নিঃস্ব। মাসে ১০ লাখ টাকা করে ধার করে নয়াদিল্লি।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): চালাচ্ছি। এমনই দাবি করলেন নীতি আয়োগ টাস্কফোর্স রিপোর্ট প্রকাশ পলাতক হীরে ব্যবসায়ী নিরভ মোদি। করেছে।রিপোর্টে মাটিতে জৈব পদার্থ বাড়াতে তিনি জানান, ব্রিটিশ আদালতে গোমত্র, গোবরের ব্যবহারের প্রামর্শ দেওয়া জরিমানা দেওয়ার মতো টাকাও নেই হয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং তাঁর কাছে। ধারদেনা করে ইভিয়া, নীতি আয়োগ "গোশালাগুলির কোনওমতে চলছে। একদা ধনকুবের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা আরও উন্নত করার নিরভ মোদি গত বছর পাঞ্জাব উপর বিশেষ নজর দেওয়ার পাশাপাশি জৈব ন্যাশনাল ব্যাংক ঋণ কেলেঙ্কারিতে সাবের উৎপাদন, প্রচার এবং ব্যবহারের ওপর ভারতের কাছে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আদালতে আইনি নীতি আয়োগ টাস্কফোর্সের সদস্য, রমেশ লড়াইয়ে হেরে যান। তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা

চন্দ, উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক এবং গোশালাগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই রিপোর্টটি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "গত ৫০ বছরে অজৈব সার ও গ্রাদি পশুর সার ব্যবহারে মারাত্মক ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে। এটি মাটির স্বাস্থ্য, খাদ্যের গুণাগুণ, দক্ষতা, পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।" গোশালাগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করে তোলা কৃষি ও শক্তি সেক্টরে গোবর ও গোমুত্রের সঠিক ব্যবহার করার জন্য নীতি আয়োগের টাস্কফোর্স গঠন কবা হয়েছিল। টাস্কফোর্স বিপোর্ট জৈব সারের ব্যবহারকে প্রচার করে বর্জ্য থেকে সম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জৈব চাষ এবং প্রাকৃতিক চাষের দিক পরিবর্তনের কথা তুলে ধরে কৃষি কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব,শ্রীপ্রিয়া রঞ্জন উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৩-এ প্রাকৃতিক চাষকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং টাস্কফোর্স রিপোর্টের সপাবিশ সেই ক্ষেত্রকে আবও প্রসাবিত করবে

এর পাশাপাশি তিনি বলেন, 'নীতি আয়োগের এই রিপোর্ট গোশালাগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করে তুলতেও সাহায্য করবে'। বায়ো-সি এন জি তৈরিতে গোবর ব্যবহার করতে চায় নীতি আয়োগ। পরিসংখ্যান অনসারে, ভারতে ৩০০ মিলিয়নেরও বেশি গবাদি পশু রয়েছে। অনাদিকে, অনা একটি পরিসংখ্যান অন্যায়ী, একটি গবাদি পশু একদিনে ১০ কেজি পর্যস্ত গোবর দেয়।ভারতকে একটি কৃষি প্রধান দেশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

পশুপালন কৃষকদের বাড়তি আয়ের মাধ্যম হলেও এখন পশুর আবাসস্থল অর্থাৎ গোশালাও হয়ে উঠতে পারে কৃষকদের বাড়তি আয়ের প্রধান উৎস। সামগ্রিকভাবে, ভারত সরকার গোশালা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এ নিয়ে প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। যার অধীনে ভারত সরকারের নীতি আয়োগ ইতিমধ্যেই গবেষণা শুরু করে। এই গবেষণার লক্ষ্য হলো গোবর থেকে আয়

সংবাদ সংস্থার রিপোর্ট অনসারে, সম্প্রতি. নীতি আয়োগের সদস্য রমেশ চন্দের নেতৃত্বে সবকাবি কর্মকর্তাদেব একটি দল বাজস্বান এবং উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে অবস্থিত একাধিক গোশালা পরিদর্শন করেছে। প্রতিবেদনে রমেশ চাঁদকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে যে এই প্রকল্পের অধীনে বায়ো-সি এন জি তৈরিতে গোবর ব্যবহার করা যেতে পারে। বায়ো-সি এন জি'র সুবিধা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'এতে পরিবেশের কোনও ক্ষতি হয় না। এমন পরিস্থিতিতে এই শক্তির উৎস ব্যবহার করা হবে। তিনি বলেন, সে কারণেই আমরা এমন সম্ভাবনার কথা ভাবছি'।

## গায়েব হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা : প্রতারণা ঠেকাতে 'অন্য দাওয়াই' জেলাশাসকের

মণ্ডলা।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলা। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, ছত্তিশগড়ের সীমান্ত ঘেঁষা এই জেলার অধিকাংশ বাসিন্দাই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। শিক্ষার আলো এই জেলার গ্রামগুলিতে তেমন একটা ছড়ায়নি। প্রত্যস্ত এলাকায় স্বাক্ষরতা প্রায় নেই বললেই চলে। মণ্ডলা জেলার জেলাশাসক হর্ষিকা সিংহ। মণ্ডলায় দায়িত্ব পেয়েই এই আই এ এস আধিকারিক জেলার উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করেছেন। সেইসঙ্গে কাঁধে তুলে নিয়েছেন বাডতি দায়িত্ব।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছেন হর্ষিকা। উপজাতি সম্প্রদায়ের মান্যজন, বিশেষত মহিলাদের শিক্ষিত করতে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ নিয়ে ফেলেছেন তিনি। লক্ষ্যে পৌঁছতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। ২০১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মণ্ডলায় মহিলাদের স্বাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ৫৬ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ওই জেলার ৬৮ শতাংশ বাসিন্দা ছিলেন স্বাক্ষর। স্বাক্ষরতার এই পরিসংখ্যান ১০০ শতাংশে পৌঁছে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন জেলাশাসক হর্ষিকা।

হর্ষিকা জানিয়েছেন, শিক্ষিত না হওয়ায় গ্রামে গ্রামে বহু মানষ নিতাদিন প্রতারিত হচ্ছেন। ব্যাংকের কাজে তাঁদের ঠকিয়ে পরিশ্রমের অর্থ আত্মসাৎ করে নিচ্ছে দক্ষতীরা। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোরও কেউ নেই। মণ্ডলার ৩৮ বছর বয়সি এক মহিলা জানান, তিনি প্রতিদিন পরিশ্রম করে একট একট করে ব্যাংকে টাকা জমাচ্ছিলেন। ওই টাকা দিয়ে মেয়েকে স্কলে যাওয়ার জন্য সাইকেল কিনে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু মাঝপথেই থমকে গিয়েছে সঞ্চয়। একদিন হঠাৎ ব্যাঙ্কে গিয়ে মহিলা জানতে পারেন. তাঁর অ্যাকাউন্টে পড়ে আছে মাত্র কয়েকশো টাকা। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরেও কারও বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার উপায় ছিল না। কারণ, মহিলা লেখাপড়া জানেন না। জানেন না অঙ্কের হিসাব। তাই তাঁকে যে যা বোঝান,

হর্ষিকার মতে, শিক্ষিত না হওয়ায় গ্রামের মহিলাদের ঠকিয়ে বিভিন্ন কাগজপত্রে তাঁদের আঙুলের ছাপ নিয়ে নেওয়া হয়। তাঁরা কিসে সম্মতি দিচ্ছেন, কিসে 'না' বলছেন, তা নিজেরাও জানেন না। এর ফলেই পরিশ্রম করে উপার্জন করা অর্থ হারিয়ে ফেলতে হচ্ছে তাঁদের। একই কথা প্রযোজ্য গ্রামের পুরুষদের ক্ষেত্রেও। স্বাক্ষরতা প্রসারের এই কর্মসূচিতে গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন হর্ষিকা নিজে। নিজের হাতে ধরিয়ে তিনি গ্রামবাসীদের অক্ষরজ্ঞান দিচ্ছেন। খোঁজ নিচ্ছেন অগ্রগতির। দিনে এবং রাতের বিভিন্ন সময়ে হর্ষিকাকে গ্রামে গ্রামে টু মারতে দেখা যাচ্ছে। হর্ষিকার উদ্যোগের কথা জানাজানি হওয়ার পর জেলার নানা প্রাস্ত থেকে শিক্ষিতরাও এগিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে জোগাড় হয়ে গিয়েছে প্রায় ২৫ হাজার ভলান্টিয়ার। বেশিরভাগই বিনামূল্য গ্রামবাসীদের পড়াচ্ছেন, লেখা শেখাচ্ছেন।

শুধু নাম সই করাই নয়, মণ্ডলার আদিবাসি গ্রামবাসীদের টাকা গুনতে শেখানো হচ্ছে। তাঁরা শিখছেন যোগ- বিয়োগের অঙ্কের হিসাব। হিন্দিতে লিখতে, পডতে শেখানো হচ্ছে গ্রামের মহিলাদের। শিক্ষার আলো গ্রামের আনাদেকানাদে ছড়িয়ে দেওয়াব এই লড়াই সহজ ছিল না। হর্ষিকা জানিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রেই লেখাপ্ডার ব্যবস্থা করতে হয়েছে গ্রামের মান্যজনের বসতি এবং কর্মক্ষেত্রের দিকে খেয়াল বেখে। কর্মক্ষেত্রের পাশেই রসেছে লেখাপড়ার আসর।

গ্রামের নিরক্ষর পুরুষদের জন্য রাতের দিকে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করেছেন হর্ষিকা। সেখানে মহিলারাও শিখতে আসেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিবারের একজন সদস্যকে শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে বাকিদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। পুত্রবধুর হাত ধরে লিখতে শিখছেন শাশুড়ি গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, অনেকেই প্রথম প্রথম লেখাপড়া শিখতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছেন। হিন্দি বর্ণমালা তাঁদের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। অঙ্কের হিসাব তাঁরা গুলিয়ে ফেলেছেন বারবার। ফলে শেখার আগ্রহও ছিল না শুরুর দিকে। কিন্তু দিন যত এগিয়েছে, গ্রামবাসীদের ভীতি দূর হয়েছে। উলটে লেখাপড়ার প্রতি তাঁদের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বাবা, মা লিখতে শিখেছেন দেখে সস্তানরাও উচ্ছুসিত। আঙুলের ছাপে তাঁদের জীবন যে আর সীমাবদ্ধ নেই, তা খুশিতে ভরিয়ে তুলেছে কচিকাঁচাদের মন। আই এ এস হর্ষিকার উদ্যোগ প্রশংসা কৃড়িয়েছে জেলা পেরিয়ে রাজ্য এমনকি জাতীয় স্তরেও।

## ইতিহাস জেগে থাকে ■ অতীশ দীপঙ্কর ■

মনে রেখো পরাজিত নও বিজিত। মাঠ থেকে সরে দাঁড়াও। অবস্থান নির্ধারিত বিরোধী শিবিরেও কান্ডারী তুমি। ঐ শিবিরে যাওয়ার আগে এবং পরে তোমার সাথে আছে- ছিল-रिमनाप्रला। তাদের কথা মনে রেখে স্থির থেকো তুমি। দেখো চেয়ে শুধু তোমাকেই ভালবেসে আত্মজনহারা তারা। স্বভূমেই অলিখিত উদ্বাস্তু। বিজিত তমি। বিজয়ী তাদের হৃদয়ে। তোমার নিত্য অন্ন ভাগ হোক তাহাদের সাথে।

(২) যে ছেলেটার পুড়ে গেছে শংসাপত্র যে মেয়েটার পাঠ্যবই দাউ দাউ জ্বলছে তাদের কোনো ফেসবুক নেই। তার জন্য আজ পথে নামে না কবি। ধান্দাজীবী ব্যস্ত আজ মন্ত্রিসভা নিয়ে। সন্দীপন আজ তুমি তাদের পাশে দাঁড়াও। জানি তুমি-তোমাদের বহিরাবরণেও ক্ষতচিহ্ন তবুও কী এক দুর্বোধ্য আশায় তোমাদের পানে

জালিয়ে দিয়েছে তারা শ্রমিকের লডাইয়ের ঘর। পুড়িয়ে দিয়েছে তারা তিল তিল অনদানে গড়ে ওঠা ঘর। ভীরু তাই এই সব কাজ সারে আঁধারে সর্যোদয়ে সে গেহ সাজায় অকাতরে

ক্ষুদে সব স্বঘোষিত লেনিনের দল।

(8) এসো বেঁধে বেঁধে থাকি কিসের এতো বড়াই তোমার কিসের এতো অহংকার? দেখছো না কি মানুষ তোমায় ঠেলছে দূরে তবও যদি মাথায় রাখ ওরা আনপড। একবার ভাব তোমারও রয়েছে দায়ভার। তবুও যদি ভাব ওরা কেন তোমার সুরে কথা বলে না মনে রেখো তোমার সুরেও কোনো মনে রাখার লয় ছিল না। তাই এসো যাই মিলন মেলায় যেখানে মানুষেরা হাত বাডিয়ে আছে তোমাকে ধরার জন্য মানুষ ওরাও নয়তো বন।।

(4) আজ থেকে আর কোনো সংবাদ লেখা হবে না ওভার টেলিফোনে। বড জং ধরে গেছে কলমে। এসো মানুষের দুয়ারে যাই দু দন্ড তাদের কথা শুনি হয়তো কেউ বা রক্তাক্ত হব তবও খবর লেখার অছিলায় মানষের মখোমখি মানুষের দুখে দুখি হওয়াতো যায়। আজ শুধু মনে হয় মানুষের কথা বোধ হয়

লিখতেই পারিনি।

## শিউলি দে'র মৃত্যুতে শোক

এলাকার বাসিন্দা শিউলি দে রবিবার সকালে মত্য বরণ করেন। বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। প্রয়াতা হার্টের সমস্যায় ভূগছিলেন। চিকিৎসার জন্য আই জি এম হাসপাতালে ভূতি করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ করে রবিবার তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পডেন।

নির্বাচনের পরবর্তী সময় বি জে পি'র সন্ত্রাস এবং বোমাবাজিতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর মধ্যে আতঙ্কও ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এলাকার মানুষ হাসপাতালে ছুটে যান। প্রয়াতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শিউলি দে'র ছেলে দীপঙ্কর দে ডুকলি মহকুমায় যুব আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন। তিনি সি পি আই (এম) প্রতাপগড় অঞ্চল কমিটিরও সদস্য। সি পি আই (এম) প্রতাপগড় অঞ্চল কমিটি শিউলি দে'র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং শোকার্ত ছেলেসহ পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে।

#### অনলাইন জুয়া

ভূবনেশ্বর।। ১২ মার্চ : দুবাইয়ের বাসিন্দা মহম্মদ সঈফ নামের এক প্রতারক ওড়িশাসহ দেশের নানা প্রাস্ত থেকে হাজার কোটি টাকার বেশি প্রতারণা করেছে অনলাইন জয়ার নামে। তার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করা হয়েছে।

# ভারতে প্রতি চার মিনিটে

বছরে ২

নয়াদিল্লি।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): দিব্যি সুস্থ মানুষ।আচমকাই হাত-পা অবশ, আটকে যাচ্ছে কথা, বেঁকে যাচ্ছে মুখ। এটাই অ্যালার্মিং। তখনই বঝতে হবে স্টোক হয়েছে। আচমকা স্টোক বড বিপদ ডেকে আনে। মুন্সিঙ্গে বুক্ত চলাচলে বিঘু হলেই স্টোক হয়। দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সের রিপোর্ট বলছে. ভারতে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজনের স্ট্রোক হয়, প্রতি চার মিনিটে মৃত্যু হয়

এইমসের নিউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ পদ্মা শ্রীবাস্তব বলছেন, ভারতে স্ট্রোকে মৃত্যুর হার ক্রমশ বাড়ছে। বছরে সংখ্যাটা ১ লাখ ৮৬ হাজারের কাছাকাছি। প্রায় দু'লাখ। ডাক্তার পদ্মা বলছেন, ফুসফুসের রোগ, ক্যান্সার বাদে ভারতে মৃত্যুর অন্যতম কারণ ব্রেন স্টোক। স্টোক সাধারণত দই রক্মের হয়। হেমারেজিক ও ইস্কিমিক স্ট্রোক। হেমারেজিক স্ট্রোকে ব্রেনের শিরা ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত হয়। ইস্কিমিক স্ট্রোকে মস্তিষ্কে রক্তনালিতে রক্ত জমাট বেঁধে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আগে বয়স্ক লোকেদেরই বেশি হতো। এখন লাইফস্টাইলে বদল, অতিরিক্ত স্ট্রেসের

কারণে কম বয়সিরাই বেশি আক্রাস্ত। এখন বয়স বাছবিচার করে স্ট্রোক হয় না। আর সাইলেন্ট স্ট্রোক তো আরও মারাত্মক। জানান দিয়ে আসে না। তাই স্টোক থেকে বাঁচতে কী কী করা উচিত, কোন কোন অভ্যাস ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে সেটাও মাথায় রাখতে হবে।

স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে কী কী মাথায় রাখতে হবে— বাড়তি কোলেস্টেরল স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। ওবেসিটি বা স্থূলত্ব স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায় ১৯ শতাংশ। অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ থাকলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ।

থাকলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। পুষ্টিকর খাবারের পরিবর্তে ভাজাভুজি, ফাস্ট ফুড বেশি খেলে আচমকা স্টোক হওয়াব ঝাঁকি বাডে। ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করা আচমকা বেড়ে গেলে, অনিয়ন্ত্রিত ডায়েটে থাকলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। সিগারেট ও অতিরিক্ত মদাপান ব্রেন স্টোকের অন্যতম কারণ হতে পারে। হার্টের অসখ বা হার্টে সার্জারি হলে এবং তারপরে নিয়ম মেনে না চললে, খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম, শরীরচর্চা না করলে সাইলেন্ট স্ট্রোকের ঝুঁবি

অতিরিক্ত স্ট্রেস, মানসিক চাপ, উদ্বেগ

সাচার কমিটির রিপোর্ট নিয়ে

আলোচনায় উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা

# प्रकार अर्लेख

## তিনি কৃষক

গুয়াহাটি।। ১২ মার্চ : দিন কয়েক আগে এক কুখ্যাত ডাকাতকে গুলি করে মেরে ফেলে আসাম পুলিশ। এরপর নিজেদের সাফল্যের কথা ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহিরও করে তারা। পুলিশের দাবি নিহতের নাম কেনারাম বোরো। কিন্তু মৃতের পরিবার বলছে মৃতের নাম ডিম্বেশ্বর মোচাহারি। তিনি ডাকাত নন। নিরীহ কৃষক মাত্র।

#### সেই মেয়ে

তিরুবন্তপুরম।। ১২ মার্চ : ১০ বছর বয়স থেকে নৌকা চালাতে অভাস্ত হয়ে উঠেন সন্ধ্যা স্ক্যান। এখন বয়স ৪৪ বছর। তিনিই হলেন কেরালার প্রথম মহিলা যিনি সারেঙ্গ বা বোট মাস্টারের লাইসেন্স পেলেন এখন থেকে তিনি ২২ হর্স পাওয়ারের মতো ভারী নৌযান বা স্টীমার চালাতে

#### ১৯ বছর

नशामिल्लि।। ১২ মার্চ : ২০০৪ সালে দিল্লির পশ্চিম বিহার এলাকায় এক মহিলাকে খন করে পরিবারসহ পালিয়ে যায় নরেন্দ্র নামের একজন হরিয়ানার পাঁচকলা থেকে তাকে ধরে আনল দিল্লি পুলিশ। সেখানে একটি দোকানে সেলসম্যানের কাজ করত। এখন বয়স ৬৪ বছর।

#### নাইট প্যাট্রল

হাববালি।। ১২ মার্চ : এবারের নারী দিবসের দিন থেকে এক নতুন উদ্যোগ নিল কর্ণাটকের হাব্বালির গোকুল রোড মহিলা থানা। রাত দশটা থেকে ভোর ছয়টা অবধি টহলদারি পুলিশের ভূমিকা নিলেন তারা। প্রতিদিন ছয়জনের একটি দল স্পর্শকাতর এলাকায় নাইট ডিউটি দিচ্ছেন মহিলা পুলিশেরা।

#### বেলুনাতংক

বেলাগাভি।। ১২ মার্চ : শুক্রবার সকালে কর্ণাটকের গাদ্দিকারাকোপ্পা গ্রামে মস্ত বড় একটি সাদা বেলুন এসে পড়ে। এতে বেশ কিছু ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস লাগানো ছিল। তা দেখে গ্রামবাসীদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চর বেলুনের গুজব ছড়ায়। বিশেষজ্ঞরা এসে জানান এসব কিছুই নয়। এটি আবহাওয়া দপ্তরের পরীক্ষার বেলুন। ভয়ের কিছ নেই।

#### জিতল মন্দির

গুন্টুর।। ১২ মার্চ : ৫০ বছরের আইনি লডাইয়ের পর জিতে গেল শ্রীসাইলাম মন্দির। অন্ধ্রপ্রদেশের এই মন্দিরটি নাল্লামালা রিজার্ভ ফরেস্টের ৪,৫০০ একর জমি পাবে। এর দাম ২০০০ কোটি টাকারও বেশি। তিরুপতির পরই শ্রীসাইলাম মন্দির সবচেয়ে ধনী।

## পুড়িয়ে খুন

আড়া।। ১২ মার্চ : শুক্রবার রাতে ৫৬ বছর বয়সি এক মহিলাকে জীবস্ত পুড়িয়ে খুন করল তার প্রতিবেশীরা। বিহারের ভোজপুর জেলার শাহপুরে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের পর সস্তোষ চৌধুরী নামের একজন বিমলা দেবী নামের ওই মহিলাকে তার ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। সস্তোষ ও তার তিন ভাইকে ধরেছে পুলিশ।

#### পাক নাগরিক

ফিবোজপুর।। ১২ মার্চ : শুক্রবার আরও একজন পাকিস্তানি নাগরিক কাঁটাতারের বেডা টপকে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করল। এবার পাঞ্জাবেব ফিবোজপর সেক্টর দিয়ে শুক্রবার ওই ব্যক্তি ঢুকে পড়লে তাকে গ্রেপ্তার করে বি এস এফ। এই নিয়ে গত তিনদিনে তিনজন ধরা পডল। পাকিস্কানের খাইবার জেলার ওই লোকটি বলেছে সে দেশে ভাত জুটছে না। তাই ক্ষুধা মেটাতে দেশ ছেড়ে এসে পড়েছে।

## দুই বিয়া

হায়দ্রাবাদ।। ১২ মার্চ : তেলেঙ্গানার কোঠাগুদামের এক উপজাতি যুবক মাদিভি সাথীবাবু একই মঞ্চে দুইজনকে বিয়ে করেন শুক্রবার। সনীতা ও স্বপ্না নামের দ'জনের সাথেই প্রেম ছিল তার। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে একসাথে একাধিক কনেকে বিয়ে করার রেওয়াজ আছে। এই বিয়েতে পাত্র ও দুই পাত্রীর বাড়ির লোকজন হাজির

#### ক্লাসে খুন

ত্রিচি।। ১২ মার্চ : ক্লাসে সামান্য ঘটনা থেকে হাতাহাতি। আর এর জেরে খুন হয়ে গেল ১৫ বছরের কিশোর জি মৌলিসরন। শনিবার পরীক্ষার আগে সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছিল ক্লাসে। মৌলিসরনে গায়ে কাগজের বল ছাঁডে মারছিল কেউ। এ নিয়ে সহপাঠীর সাথে বচসার সময় কেউ তাকে ঘুষি মারলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় মৌলিসরন। ত্রিচির বালাসমুদ্রনের সরকারি ক্ষুলের এই ছাত্রটিকে দুঃত शंत्र भागात निर्वे वाहारना



ত্রিপুরায় বি জে পি'র বর্বরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল পূর্ব মেদিনীপুর।

# কেন্দ্রকে ইজরায়েলের তাবেদারির পথ থেকে সরিয়ে আনতে হবে

## প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি সভায় অভিমত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা, ১২ মার্চ: কেন্দ্রের সরকারকে ইজরায়েলের তাবেদারির পথ থেকে সরিয়ে আনতে জনমত গঠন করতে হবে। তারজন্য প্যালেস্তাইন সংহতি আন্দোলনকে গণ আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। সেই লক্ষাকে সামনে রেখে ভারতের ধর্মনিবপেক্ষ ও শান্তিপিয় শক্তিগুলিকে আরও জোটবদ্ধ করার কাজ চালাতে হবে এ আই পি এস ও কে। শুক্রবার কলকাতার বামমোহন লাইরেবিতে প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এক সভায় এই আহ্বান জানালেন বিশিষ্ট বক্তারা। এদিন সারা ভারত শাস্তি ও সংহতি সংস্থা (এ আই পি এস ও)'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় প্যালেস্তাইনবাসীর সংগ্রামকে সংহতি জানিয়ে ৬ দফা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে

শনিবারের সভার মূল বক্তা ছিলেন এ আই পি এস ও'র অন্যতম দৃই প্রধান পৃষ্ঠপোষক শমীক লাহিড়ী এবং ভানদেব দত্ত। সভা পবিচালনা কবেন

লডাইকে সংহতি জানিয়ে প্রস্তাব পেশ করেন অধ্যাপক অঞ্জন বেরা।

শমীক লাহিডী প্যালেস্তাইন সমস্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সবিস্তারে তলে ধরেন। লাহিডী বলেন, চলতি বছরের গোডা থেকে এখনও অবধি ৭০ জনের বেশি সাধারণ প্রালেজিংনীয়কে খন কবেছে ইজরায়েলের জায়নবাদী বাহিনী। এই হানাদাবিব সাম্পতিক ঘটনায় মোদি সরকারের ভূমিকা লজ্জাজনক বললেও কম হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ইজবায়েলের হানাদারির সরাসরি নিন্দা করতেও অক্ষম। প্রতিষ্ঠান পর্ব থেকেই হিন্দুত্বাদীরা জায়নবাদী ইজরায়েল রাষ্ট্রের ঘোরতর সমর্থক এবং আরববাসীদের বিরোধী। লাহিড়ী মনে করান, সাভারকর ১৯৪৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর বিবৃতি প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'ন্যায্যত' গোটা প্যালেস্তাইন ভূখণ্ডকেই ইজরায়েলের জন্য বরাদ্ধ করা উচিত। এই মৃহর্তে ভারত হলো ইজরায়েলি অস্ত্রের সবথেকে বড় বাজার। ১৯৯৮ সালে

থেকেই জায়নবাদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদের মতাদর্শগত সংহতি স্পষ্ট হতে থাকে। ২০১৪ সালের পরবর্তীতে তা নগ্ন কাপ পোয়েছে। ২০১৮ সালে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুব ভাবত সফব কিংবা ১০১৯ সালের ইজবায়েলের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির ছবি নিয়ে নেতানিয়াহুর দলের প্রচার সেই দিকেই ইঞ্জিত করছে।

এদিন ভানুদেব দত্ত বলেন প্যালেস্তাইন সমস্যা কেবলমাত্র সার্বভৌমত্বের সমস্যা নয়। এরসঙ্গে যুক্ত রয়েছে পুনর্বাসন, জাতিগত পরিচয়, সামাজিক পরিচয়, অর্থনৈতিক সংকটের মতো বিষয়গুলি এই সমস্যাগুলির সমাধান না করে ইজরায়েল প্যালেস্তাইন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, সাম্রাজ্যবাদ চায় মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ভাগুারের নিয়ন্ত্রণ এবং সুয়েজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেই ইজরায়েলকে বোড়ের মতো ব্যবহার করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

প্রস্থাব পেশ করে অঞ্জন বেরা

বলেন, প্যালেস্তাইন সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে ইজরায়েল -প্যালেস্তাইকে পথক দটি রাষ্ট হিসাবে স্বীকতি দেওয়া, অবৈধ ইজরায়েলি দখলদারি মক্ত প্যালেস্তাইনের সীমানা নির্ধাবণসহ বাঈসংঘের ৪টি সিদ্ধান্তের উপর। এই সিদ্ধান্তগুলি ইজরায়েল এডিয়ে গিয়েছে। এব পাশাপাশি এদিনের সভা থেকে আরও ৬টি দাবি প্রস্তাব আকারে উঠে আসে। অঞ্জন বেবা জানান এই দাবিগুলিব সমর্থনে জনমত গঠন করতে হবে।

ববীন দেব বলেন, ১৯৯০ সালের ২৮ মার্চ প্যালেস্তাইন মক্তি আন্দোলনের নেতা ইয়াসের আবাফতকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। সেই অনুষ্ঠানে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতার মুহূর্ত থেকে কলকাতা এবং ভারত প্যালেস্তাইনের লডাইকে সংহতি জানিয়ে আসছে। এ আই পি এস ও সেই ঐতিহ্যকে বজায় রাখার লড়াই

## সামাজিক অবক্ষয় - উদ্বেগ বাড়ছে জনমানসে

#### নেশার ঘোরে

অম্বিকাপুর।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): নেশার ঘোরে এক একরত্তির প্রাণ কাড়ল এক মদ্যপ ব্যক্তি। হোলির দিন দুপুরে ঘুমস্ত তিন মাসের এক শিশুর মুখের উপর চেপে বসে এক মদপ ব্যাক্তি শিশুটির মা সতর্ক করলেও জায়গা থেকে নড়েনি সে।উলটে বসে থাকা অবস্থাতেই শিশুর উপর লাফাতে শুরু করে মদের নেশায় চুর ওই বক্তি। পরে মহিলা লাঠি নিয়ে তাড়া করলে মদ্যপ ব্যক্তি পালিয়ে যায়।কিন্তু বাঁচানো যায়নি সদ্যোজাতকে। হোলির দিন মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের অম্বিকাপুর এলাকায়।

পলিশ সত্রে খবর, অভিযক্তের নাম জঙ্গল নাগওয়াংশি। হোলির দিন দপরে মদ্যপ অবস্থায় একটি বাডিতে ঢকে খাটিয়ার উপর বসে পড়ে সে। আর সেই খাটিয়াতেই ঘমোচ্ছিল একরত্তি শিশুটি। পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটিকে দেখতে পায়নি, এমন ভাব করে খাটিয়ার উপর বসেছিল জঙ্গলু। দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন শিশুটির মা। ধাক্কা মেরে নেশায় চর জঙ্গলকে সরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু লাভ হয়নি। অভিযোগ, বাচ্চাটির উপর রীতিমতো লাফাতে শুরু করে সে। তার শরীরের পুরো ওজনটাই পড়ছিল ঘুমস্ত শিশুটির উপর। উপায় না দেখে লাঠি নিয়ে তডে আসেন মহিলা, তখনই বাডি ছেডে বেরিয়ে যায় জঙ্গলু। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। দম নিতেনা পেরে মৃত্যু হয়েছে শিশুটির। চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়েও কোনও লাভ হয়নি। পলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। তবে গ্রেপ্তারির সময়ও অভিযুক্ত মদ্যপ অবস্থায়

#### হেনস্তা!

বীঢ়।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): কালাজাদুর জন্য তরুণীকে হেনস্তার অভিযোগ শৃশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। স্বামী-সহ সাতজনের বিরুদ্ধে তরুণী নিজেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ, জোর করে তাঁর কাছ থেকে ঋতুস্রাবের রক্ত নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারপর তা কাজে লাগানো হয়েছে কালাজাদুতে। ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের বীঢ় জেলার। ২৮ বছরের ওই তরুণী পলিশকে জানিয়েছেন, গত বছর আগস্ট মাসে তাঁর কাছ থেকে জোর করে ঋতস্রাবের রক্ত নেওয়া হয়েছে। স্বামী. দেবর, শৃশুর, শাশুড়ি, ভাইপো, সকলের বিরুদ্ধেই হেনস্তার অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে মোট সাত জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭, ৩৫৪, ৪৯৮ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

## স্বাতী মালিওয়াল: ছোটবেলায় বাবার হাতেই আমার যৌন হেনস্তা ঘটেছিল !

নয়াদিল্লি।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): দিল্লির মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল প্রায় বোম ফাটালেন নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। ১১ মার্চ তিনি বলে দিলেন তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন বাবার হাতেই তাঁর প্রথম যৌন হেনস্তার ঘটনা ঘটেছিল। মহিলা কমিশন আয়োজিত এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে এ কথা বলেন তিনি।তিনি বলেন, লড়াই করে এগিয়ে আসা মেয়েদের পুরস্কার দেওয়ার সংবর্ধিত করার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি খবই আবেগপ্রবণ হয়ে পডছেন আর আবেগাপ্লত অবস্থায় তাঁর নিজের লডাইয়ের কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনি বলছেন. তাঁর বাবা তাঁকে ছোটবেলায় খুব মারতেন।এত মারতেন যে, তিনি ভয়ে খাটের নিচে লুকিয়ে পড়তেন। কিন্তু তাতেও বাবার হাত থেকে রেহাই মিলত না। বাবা তাঁকে চুলের মুঠি ধরে টেনে বের করে মারতেন, কখনও কখনও তাঁর মাথা দেওয়ালে ঠুকেও দিতেন।এত জোরে ঠকতেন যে, কখনও কখনও কপাল থেকে রক্তও বেরত!

১০১৫ সালে স্থাতী দিল্লিব মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন হন। সে বছরই দিল্লিতে আম আদমি পার্টিও শাসনে আসে। তিনি মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন হওয়ার আগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উপদেষ্টা ছিলেন। হরিয়ানার আপ প্রধান নবীন জয়হিন্দের সঙ্গে তাঁর বিয়ে। যদিও ২০২০ সালে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। প্রথম থেকে স্বাতী মেয়েদের উপর বঞ্চনা নিয়ে সরব। দিল্লিতে মেয়েদের সঙ্গে ঘটা যে কোনও অন্যায় অবিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।সদাসতর্কনজব বাখেন গোটা পবিস্থিতির উপর। কিন্তু পিছন দিকে তাকালে এখনও মন কেমন করে ওঠে তাঁর। কেননা, তাঁর মনে পড়ে যায়, তাঁরও শুরুটা সুখের ছিল

#### সোনার হার ছিনতাই করত এম এন সি ম্যানেজার

আগ্রা।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): উত্তরপ্রদেশের আগ্রাতে ভয়াবহ ঘটনা। একটি মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোবেশনে হিউম্যান বিসোর্স ম্যানেজাব হিসাবে কর্মবত ছিলেন এক ব্যক্তি। হরিয়ানার গুরুগাঁওয়ে কর্মরত ছিলেন তিনি। আর সেই ম্যানেজারই এবার ধরা পডলেন বাইকে চেপে হার ছিনতাইয়ের অভিযোগে। এদিকে আগ্রা পুলিশের কাছে চেন ছিনতাইয়ের একাধিক অভিযোগ জমা পড়ছিল সম্প্রতি। কিন্তু এর পিছনে কে রয়েছে তা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না। তবে অবশেষে সেই অভিযুক্ত ছিনতাইবাজকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের নাম অভিষেক ওঝা। তবে মাইনে কিছু কম পেতেন না ওই ম্যানেজার। কিন্তু তারপরেও টাকার মোহ যেন কাটত না কিছতেই। আসলে বিলাসবহুল জীবন যাপন কবতেন তিনি। আব মাইনেব টাকা দিয়ে সেই বিলাসী জীবন কাটানো সম্ভব নয়। তবে ওঝাব বিৰুদ্ধে আগে কোনও অপবাধেব রেকর্ডও নেই। সেই ওঝাকেই গ্রেপ্তার করল পলিশ পলিশ তার কাছ থেকে বাইক. ছিনতাই করা সোনার একাধিক হার, একটি তাজা গুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। এদিকে ওই যবকের বাবা পাঞ্জাবে একটি ভালো কোম্পানিতে কাজ করেন। নিউ আগ্রা পলিশ স্টেশনে তার নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে একাধিক ছিনতাইয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মোটা মাইনে পাওয়া সত্তেও তিনি কেন সোনার চেন ছিনতাই করতেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে সূত্রের খবর, আসলে বিলাসী জীবনের টাকা জোগাড়ের জন্য সে এই ছিনতাই শুরু করে দিয়েছিল।

#### পেট্রোল ঢেলে আগুন

নয়াদিল্লি।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): যুবকের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে পড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে মল অভিযক্তকে। অন্য একজন অভিযুক্ত শরীরে পোড়া ক্ষত নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি দিল্লির চাওলা এলাকার। সেখানে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিন যুবক। পুলিশ সূত্রে খবর, বচসার নেপথ্যে ছিলেন এক তরুণী। কালু নামের এক যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ সে এবং টিটু নামে আর এক জন বচসার সময় দীপাংশুর গায়ে আগুন ধরিয়ে তাঁকে খুনের চেষ্টা করে। ২৩ বছরের যুবকের গায়ে প্রথমে পেট্রোল ঢেলেছিল কাল। তারপর টিটু তাঁর গায়ে লাইটার দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। গোটা ঘটনায় দীপাংশুর সঙ্গে জখম হয়েছেন টিটুও।কারণ, আগুন জ্বলে ওঠার পর তাঁকে ধরে ফেলেছিলেন দীপাংশু। দু'জনেই পোড়া ক্ষত নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

# শিকার যুবক

সুরাট।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): নেশামুক্তি কেন্দ্রে এক যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল গুজরাটের সুরাটে। ঘটনাটি গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ঘটেছে। কিন্তু সেই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ঘটনারই তদস্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম হার্দিক সুথর। একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে মেহসানা জেলার একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে মাস ছয়েক আগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হার্দিককে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বাথরুমে ঢকে হাতের শিরা কেটে ফেলার চেষ্টা করেন হার্দিক। ঘটনাটি নেশামুক্তি কেন্দের কয়েকজন দেখে ফেলেন। তারপরই তাঁরা খবর দেন কেন্দ্রের

## রেহাই নেই শিশু কন্যারও

বেগুসরাই।। ১২ মার্চ (সংবাদ

অভিযোগ, এরপরই সাত

# নৃশংসতার

ম্যানেজার সন্দীপ পটেলকে।

সংস্থা): হোলির দিন দুই বন্ধু মিলে দোকান থেকে বাড়িতে ফিরছিল। একজনের বয়স সাত, অন্যজনের নয়। বাড়ি ফেরার পথে একটি স্কুলে ঢুকেছিল তারা। স্কুলের ভিতরে দোলনা ছিল। তাতেই দু'জনে দোল খাচ্ছিল। হোলির কারণে স্কুলও বন্ধ ছিল। দুই শিশুকে ফাঁকা স্কুলে দোল খেতে দেখে এক মত্ত সেখানে ঢুকে পড়ে

বছরের শিশুটিকে জোর করে তলে নিয়ে যায় ক্ষুলের শৌচালয়ে। তাকে ধর্ষণ করে। বন্ধুর উপর হওয়া শারীরিক নিৰ্যাতন দেখে মত্ত ব্যক্তিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে বছর নয়েকের মেয়েটি। অভিযোগ, সাত বছরের শিশুটিকে ধর্ম পের তাঁর সঙ্গীকেও ধর্ষণ করার চেষ্টা করে মত্ত ব্যক্তি। সেই চেষ্টা বার্থ হওয়ায় কিশোরীর গালে কামড়ে দেয়। তাকে মারধর করে। এরপরই সাত বছরের শিশুটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে স্কুলের কাছেই একটি ঝোপে ফেলে দিয়ে চম্পট দেয়।

#### মুসলিম জনগণের অর্জিত অধিকার রক্ষা করা যাচ্ছে কি? নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা, ১২ 'সাচার কমিটি এবং ভারতে ও মার্চ : সাচার কমিটির সুপারিশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম প্রসঙ্গ' বিষয়ে আলোচনায় উঠে এল উদ্বেগের নতুন দু'দিনের একটি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার শুরু হয়েছে শনিবার। বিষয়। ভারতের মুসলিমদের অনগ্রসরতা দুরীকরণের পদক্ষেপ তো আশুতোষ মেমোরিয়্যাল হলে শনিবার পরের কথা, মুসলিমদের জীবনের সন্ধ্যায় এর উদ্বোধন করেন নিরাপত্তা এবং অর্জিত অধিকারগুলি রাজাসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ ও নিশ্চিত করা যাচ্ছে কিং কলকাতায প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে রহমান খান। সি পি আই (এম)'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হাসিম আবদুল হালিম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারের সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, অবসরপ্রাপ্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সেনা উপপ্রধান ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য উদ্বেগ প্রকাশ করে জানালেন, কেবলমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের

১৭ বছর আগের সাচার কমিটির রিপোর্ট নিয়ে একসময়ে অনেক হইচই জানিয়েছেন উদ্যোক্তাদের। হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে, সংবাদ মাধ্যমেও। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এই রিপোর্টের তথ্য ঘিরে মুসলিমদের মধ্যে বিতৃষ্ণা তৈরি করা হয়েছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে। কিন্তু তারপর? কেন্দ্রের সরকার পালটেছে, পশ্চিমবঙ্গে সরকার পালটেছে। যারা কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাচার কমিটির রিপোর্ট নিয়ে হইচই করেছিলেন, তারা চুপ করে

এই পরিস্থিতিতে কলকাতার

ীয়েছেন। কিন্তু কেন ?

পরিবেশকে ফিরিয়ে এনেই ফের

মুসিলমদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের

প্রয়োজনীয়তাকে আলোচ্য বিষয়

হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জামিররুদ্দিন শাহ, বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী শাকিলউজ্জামান আনসাবি উদ্বোধন পর্বে এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিয়ে সেমিনার সংগঠিত করার হিম্মৎ দেখানোর জন্য অভিনন্দন

মহম্মদ সেলিম বলেছেন, দেশের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাম সমর্থিত প্রথম ইউ পি এ সরকারের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দিতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সাচার কমিটি তৈরি করা হয়েছিল যা অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে ঘোষণা করা হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার সাচার কমিটির দেখিয়ে দেওয়া উন্নয়নের ঘাটতিগুলি দূর করতে উদ্যোগ নিয়েছিল। রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশ আসা মাত্র সবার আগে ও বি সি ক্যাটাগরিতে

করেছিল। আর আজ? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি প্রাপকদের ১৭৩ জনের তালিকায় মাত্র ১ জন সংখ্যালঘু! পশ্চিমবঙ্গে যে ৮ হাজার স্কুল বন্ধ করা হচ্ছে, সেণ্ডলো তো বেশিরভাগই সংখ্যালঘু প্রধান এবং এস সি - এস টি প্রধান এলাকায়। মুসলিম ছাত্রীদের জন্য রায়গঞ্জে যে হস্টেল তৈরি করা হয়েছিল, তার ভবনেই এখন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতায় উর্দভাষী এলাকার ক্ষলগুলির আপ থোডেশনের টাকায় শহরে টয়লেট বানানো হচেছ। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বামফুণ্ট সবকাব বানিযেছিল. এখন সেটা ধবংস করে পার্ক সার্কাসের দামি জমি ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিতে চাওয়া হচ্ছে।

শনিবার সেমিনারের উদ্বোধন পর্বেট সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাব বিশিষ্ট সৈনিক এবং বামপন্থী আন্দোলনের নেতা প্রয়াত হাসিম আবদুল হায়ালিমের উপরে একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র দেখানো হয়, যিনি টানা ২৯ বছর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর নামাঞ্চিত ফাউ ভেশনই সেমিনারের আয়োজক। রবিবার সেমিনারের পরবতী পর্বগুলি অনুষ্ঠিত হবে ভারতীয় ভাষা পরিষদ ভবনে।

## গরু পাচারের টাকা সাদা করতেই লটারি কেলেঙ্কারি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা, ১২ মার্চ: গরু পাচারের টাকা সাদা করতেই লটারি কলেঙ্কারি। তাই মানি লন্ডারিংয়ের তদন্তে এবার লটারি কাণ্ড নিয়েই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী নংস্থা ইডি'র জেরার মথে মমতা ব্যানার্জির স্লেহের অনব্রত মণ্ডল। যদিও দিল্লির নদর দপ্তরে লাগাতার জেবায় এখনও পর্যন্ত সেভাবে সহযোগিতা করছেন না অনবত জানাচ্ছে কেন্দীয় তদন্তকাবী সংস্থা। তাই আগামী সপ্তাতেই মেয়েসহ তাব ঘনিষ্ঠজনদেব মখোমখি বসাতে চলেছে ইডি।

ত্যুমুকারী সংস্থার দারি প্রভারশালী মহলে গরু পাচাবের টাকা নিয়ম করে পৌঁছে দওয়া হতো। একাধিক শিখণ্ডী সংস্থার মাধ্যমেও টাকা পৌঁছে দেওয়া হতো। অনব্রত যদিও জেরায় সেই প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। ইতিমধ্যে তার দেহরক্ষী. বর্তমানে তিহার জেলে বন্দি সায়গল হোসেনের বয়ানেই তা স্পাই। অনবতর নীরবতাও শেষ পর্যন্ত আডাল করতে পারছেন না গরু পাচার ও মানি লন্ডারিংয়ে প্রভাবশালীর যোগ।

আব গৰু পাচাবেব নথি ইতিমধ্যে লোপাট কবা হয়েছে। একাধিক সাক্ষী ইতিমধ্যে প্রতিবেশী দেশে গা ঢাকা দিয়েছে, ইডি'র তরফে আদালতেও সেই তথ্য জানানো হয়েছে। এবার ফের সামনে এলো শুধু নথি লোপার্টই নয়, গরু পাচারের কালো টাকা নির্দিষ্ট একটি লটারি সংস্থার মাধ্যমেই সাদা করার চক্র গড়ে উঠেছিল।

গত তিনবছরে চারবার অনুব্রত ও তার কন্যার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে রহস্যজনকভাবে লটারির বিজেতার পুরস্কার। সেই টাকার পরিমাণ ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা! গরু পাচারের টাকা সাদা করতে যেমন চালকল কেনা হয়েছে, কলকাতা ও বীরভূমে বিপুল পরিমাণ জমি কেনা হয়েছিল, একাধিক বেসরকারি বি এড, ডি এল এড চলেজে বিনিয়োগ করা হয়েছিল তেমন পাচারের টাকাই সাদা করার কৌশলেই এই লটারি কেলেঙ্কারি ! রীতিমত চক্র গড়ে রাজ্যের একাধিক জেলায় চলছে এই কারবার। বিশেষত ২০১৮-১৯ সাল থেকেই রমরমা বাড়ে এই কারবারের গৎপর্যপূর্ণভাবে সেই সময়ে গরু, কয়লা ও বালি পাচারেরও রমরমা ছিল।

২০১৯ সালে অনুব্রতর একটি অ্যাকাউন্টে লটারির পুরস্কার মূল্য হিসাবে ১০ ক্ষ টাকা ঢুকেছিল। তার আগে অনুব্রতর মেয়ে গরু পাচার কাণ্ডে ইতিমধ্যে ইডি'র ম্যারাথন জেরার মুখে পড়া সুকন্যা মণ্ডলের অ্যাকাউন্টে দু'দফায় লটারির টাকা ঢুকেছিল। প্রথমবার সুকন্যা মণ্ডলের একটি অ্যাকাউন্টে লটারির টিকিট কিনে বৈজেতা হিসাবে ২৫ লক্ষ ও পরেরবার ২৬ লক্ষ টাকা ঢুকেছিল। অর্থাৎ দু'দফায় ময়ের অ্যাকাউন্টেই ঢুকেছিল সেই লটারির ৫১ লক্ষ টাকা! আর অনুব্রত মন্ডল নিজে 'জিতেছিল' একবার ১ কোটি আরেকবার ১০ লক্ষ। অর্থাৎ শুধ অনব্রতর পরিবারে ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ঢকে গিয়েছিল!

ইডি'র একটি সত্রে সামনে এসেছে আরও তথা। জানা গিয়েছে, লটারি সংস্থার বৈরুদ্ধে মানি লভারিংয়ের অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে ইডি. যে সংস্থার চুর্ণধারকে তলর করা হয়েছে দিল্লিতে সেই লাটারি সংস্কাই মুমতা ব্যানার্জিব দলকে নির্বাচনি বন্ডে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা অনদান দিয়েছিল ! ওই লটারি সংস্থার কর্ণধার এবং এক ডিরেক্টরকে দিল্লিতে তলব করে জেরা করে বয়ান নিয়েছেন তদন্তকারী

দক্ষিণ ভারতে চেন্নাইয়ের সংস্থা এটি। চেন্নাইয়ের বাসিন্দা এম নাগারাজন এই ংস্থাব অন্যতম কর্ণধাব। দক্ষিণ কলকাতাতেই ছিলেন দীর্ঘদিন। 'কিং অফ লটাবি' गाय श्रतिहित सानिसारमा यार्गित्वत घ्रतिष्ठे सरुत्यामी रिसारतरे श्रतिहित्। এर নাগারাজন ২০১২ সালেও চেন্নাই থেকে গ্রেপ্তারি হয়েছিল এই লটারি কেলেঙ্কারিতেই।২০১৫ সালে কলকাতায় আয়কর দপ্তরের তল্লাশি ও ৭৫ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরে কারবারের গতি শ্লথ হয়েছিল। তা আবার বাড়ে ২০১৬'র বিধানসভা ভোটে তৃণমূল দ্বিতীয়বার সরকারের আসার পর থেকে।

ফলে একদিকে গরু পাচার, ভূয়ো অ্যাকাউন্টের মাধ্যে টাকা নয়ছয় অন্যদিনে লটারি কেলেঙ্কারির সাঁড়াশি চাপে এখন অনুব্রত। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকেই অনুব্রত কন্যা সুকন্যা মণ্ডল, হিসাবরক্ষক মনীষ কোঠারি, বনিষ্ঠ ব্যবসায়ী মলয় পিট, ভাগ্নে রাজা ঘোষসহ ঘনিষ্ঠদের তলব করে মুখোমুখি

#### ওড়িশা উপকূলে আটক 'নজরদারি' পায়রা

পারাদ্বীপ।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): ভারতের আকাশে গুপ্তচরের বেলুন পাঠিয়ে নজরদারি চালাতে পারে চীন, এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল আমেরিকা। তার কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতের সমদ্র উপকল থেকে উদ্ধার হলো নজরদারির কাজে ব্যবহৃত একটি পায়রা। ওড়িশা উপকূলে একটি পায়রাকে দেখা যায়, তার পায়ে ক্যামেরা ও মাইক্রোচিপের মতো যন্ত্র লাগানো ছিল বলেই জানা গিয়েছে।

ওড়িশার পারাদ্বীপ উপকূলের একটি মাছ ধরা নৌকা থেকে ওই পায়রাটির খোঁজ পাওয়া যায়। আচমকাই পায়রাটিকে ট্রলারে বসে থাকতে দেখেন মৎস্যজীবীরা। তাঁরাই পায়রাটিকে আটকে রেখে পরে নৌপুলিশের হাতে তুলে দেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, নজরদারি চালাতেই ওই পায়রাটিকে গ্যবহার করা হয়েছে। কারণ তার পায়ে ক্যামেরা ও মাইক্রোচিপ বাঁধা রয়েছে। তাছাড়াও দুই ডানায় সাংকেতিক ভাষায় কিছু কথা লেখা রয়েছে।

ওড়িশার নৌ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সাইবার বিশেষজ্ঞের সাহায্যে ওই সাংকেতিক ভাষার অর্থ উদ্ধার করা হবে। পায়রার 🛮 পায়ে বাঁধা ক্যামেরা ।তিয়ে দেখবেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। স্থানীয় মৎসাজীবীদের মতে. কোণার্ক উপকূল থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে ওই পায়রাটিকে দেখা গিয়েছিল। ভারতের জলসীমায় ঢুকে কী তথ্য সংগ্রহ করেছে পায়রাটি, সেই নিয়ে ধন্দে তদন্তকারীরা।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই মার্কিন আকাশে বেলুন পাঠিয়ে নজরদারি চালানোর অভিযোগ ওঠে চীনের বিরুদ্ধে। গুপ্তচর বেলুনটি গুলি করে ধ্বংসও করা হয়। যদিও গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করে চীন। এহেন পরিস্থিতিতে মার্কিন গোয়েন্দারা দাবি করেন, আমেরিকার পাশাপাশি ভারত-সহ একাধিক দেশের উপরে নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে চীনের।

## বিমানের টয়লেটে ধুমপান: এক তনয়ার খামখেয়ালিতে মাঝ

আকাশেই হৈ-হৈ কাণ্ড বেঙ্গালুরু।। ১২ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): বিমানের মধ্যেই ধুমপান। আটক করা হলো এক মেয়েকে। হৈ-হৈ কাণ্ড! কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরুগামী

বিমানে হুলস্থল। ইন্ডিগোর ওই বিমানে এক তরুণী গত ৫ মার্চ টয়লেটে ধমপান করেন বলে অভিযোগ। তরুণীকে হাতে নাতে ধরে ফেলে বিমানকর্মীরা। জানা গিয়েছে বছর ২৪এর ওই তরুণীর নাম প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী। তিনি কলকাতার বাসিন্দা। বিমানটি অবতরণের পরই গ্রেপ্তার করা হয় তরুণীকে। তবে পরে তিনি জামিনে ছাড়া পান।

সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, প্রিয়াঙ্কা ইন্ডিগোর ফ্লাইট নম্বর ৬ই-৭১৬-তে চেপে কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। বিমানটি অবতরণের আগেই প্রিয়াঙ্কা বিমানের টয়লেটে গিয়ে ধূমপান শুরু করেন। বিমানের ভিতরই ধূমপান করার সন্দেহে ফ্লাইট ক্যাপ্টেন প্রিয়াঙ্কাকে দরজা খলতে বলেন, এবং তাকে হাতে নাতে তিনি ধরে ফেলেন। বিমান অবতরণের পরই পুলিশ তাকে আটক করে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আধিকারিক কে শঙ্করের দায়ের করা একটি অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রিয়াঙ্কাকে গ্রেপ্তার করে। ৫ মার্চ রাত ৯টা বেজে ৫০ মিনিটে কলকাতা থেকে বেঙ্গালরুগামী ইন্ডিগো ৬ই-৭১৬ ফ্রাইটে উঠেছিলেন তিনি। এরপর বিমানটি অবতরণের কিছ সময় আগেই তিনি বিমানের টয়লেটে গিয়ে ধুপান শুরু করেন।

অভিযোগে বলা হয়েছে, টয়লেটের দরজা খুললে ডাস্টবিনে একটি সিগারেট পড়ে থাকতে দেখা যায়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩৬ ধারা (যে কেউ এমন কোনও কাজ কবে যাতে মানুষের জীবন বা অন্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা বিপন্ন হয়) এর অধীনে একটি মামলা দাযেব কবা তরুণীর বিরুদ্ধে।

গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক থেকে নয়াদিল্লিগামী আমেবিকান এয়াবলাইন্সেব একটি বিমানে মদাপ অবস্থায় সহযাত্রীর উপর প্রস্রাবের অভিযোগ সামনে আসে।ফ্লাইট এ এ ২৯২ এ ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত যাত্ৰী মার্কিন যক্তরাস্টের একজন ছাত্র বলেই প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। তিনি দিল্লির ডিফেন্স কলোনির বাসিন্দা। আর ওই পড়ুয়ার ওপর আজীবন ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বিমান সংস্থা। সহযাত্রীর অভিযোগ, তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন এবং ঘমের মধ্যেই তাঁর গায়ে প্রস্রাব করে

#### নিখোঁজ কিশোরী

আগ্রা।। ১২ মার্চ : ১৫ বছরের কিশোরী নিখোঁজ ছিল ১৭ ঘণ্টা। শনিবার সকালে তার আধমরা শরীর মিলল রাস্তার ধারের জঙ্গলের মধ্যে। তার দেহের হাডগোড ছিল ভাঙা। আগ্রার সিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাকে। ডাক্তাররা জানান গণধর্যণের ছাপ স্পষ্ট। মেয়েটি কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। আগ্রার শহরতলিতে বাড়ি কিশোরীর।

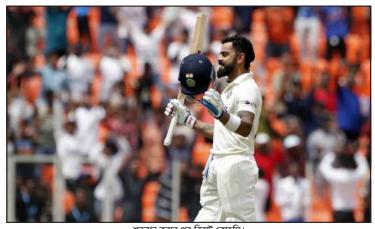
# খেলার খবর

## শেষ দিনে স্পিনারদের দিকে তাকিয়ে ভারত

# ৪০ মাস পর টেস্ট ক্রিকেটে শতরান বিরাট কোহলির

আমেদাবাদ, ১২ মার্চ : বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির চতুর্থ টেস্টের তৃতীয় দিনটা যদি হয় শুভমান গিলের তবে চতুর্থ দিন অবশ্যই বিরাট কোহলির। রবিবার শুরুতেই জাদেজার উইকেট হারিয়ে ভারতীয় দল যখন চাপে পড়ে যায় তখন ভারতকে টেনে তুলেন বিরাট কোহলি। উপহার দেন অনবদ্য একটি শতরান। যা এলো ৪২ ইনিংস পরে। দীর্ঘ ৩ বছর ৪ মাস পরে টেস্ট ক্রিকেটে শতরানের মখ দেখলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। শেষবাব তিনি টেস্ট সেঞ্চবি করেছিলেন ২০১৯ সালের নভেম্বরে। কলকাতার ইডেন গার্ডন্সে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ডে-নাইট টেস্টে। সেই দুরস্ত ইনিংসটি ছিল ১৩৬ রানের । তারপর থেকে ৪১টি টেস্ট ইনিংসে ৬টি হাফ-সেঞ্চরি করলেও তিন অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি বিরাট। তার ফর্ম নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছে। অবশেষে ৪২তম ইনিংসে এসে সেঞ্চরির খরা কাটে তাঁর। তার ব্যাটে ভর করেই ম্যাচের চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে গড়া ৪৮০ রান টপকে গেল ভারতীয় দল। প্রথম ইনিংসে ভারতের সংগ্রহ ৫৭১ রান। প্রথম ইনিংসের নিরিখে ৯১ রানে পিছিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে তিন রান সংগ্রহ করেছে। ১৮ বল খেলে তিন রান করেছেন ট্রেভিস হেড। ১৮ বল খেলে খাতা খলতে পারেননি ম্যাথিউ

চার ম্যাচের এই সিরিজে ভারতীয় দল ইতোমধ্যে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে। ম্যাচ যে দিকে যাচ্ছে তাতে ফয়সালার সম্ভাবনা কিন্তু ক্ষীণ।



শতরান করার পর বিরাট কোহলি।

ভারতকে এই টেস্ট জিততে গেলে অশ্বিন-জাদেজাদের সোমবার অস্ট্রেলিয়ানদের ঘূর্ণির জালে ফেলতে হবে। তবে এটা নিশ্চিত দেশের মাটিতে আরও একটি সিরিজ জিতছে ভারতীয় দল। তবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালের জন্য কাল রোহিতদের নজর থাকবে ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড শ্রীলঙ্কা মাাচের দিকে। সেই মাাচে শ্রীলঙ্কার জয়ের জন্য প্রয়োজন নয় উইকেট। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ডের চাই ২৫৭

তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের রান ছিল তিন উইকেটে ২৮৯। সেই জায়গা থেকে রবিবার কোহলি (৫৯) এবং জাদেজা (১৬) ব্যাট করতে নামেন। উইকেট থেকে বোলাররা তেমন কোন সাহায্য পাচ্ছিলেন না। এই অবস্থায়

দিনের প্রথম বাউন্ডারি মারেন জাদেজা। ভারত দ্রুতই তিনশো রানের গন্ডি পার হয়ে যায়। ৫০ রানের পার্ট নারশিপও হয়ে কোহলি-জাদেজা জুটির। কিন্তু তারপরেই ছন্দপতন। ভারতের ৩০৯ রানের মাথায় টম মার্ফির বলে খোয়াজার হাতে ধরা পড়েন রবীন্দ্র জাদেজা। ৮৪ বল খেলে ২৮ রান করেন জাদেজা। কোহলির সাথে উইকেটে থাকা যখন জাদেজাব প্রয়োজন ছিল সেই সময় তিনি যেভাবে আউট হলেন তা নিয়ে বিস্তৱ সমালোচনা হচ্ছে। তারপরে কোহলির সাথে জটি গডেন কে এস ভরত।

এই কঠিন সময়ে নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরেন কোহলি। সাথে ভরসা দিয়ে গেলেন তরুণ কে এস ভবতকে। ফলে অসৌলিয়াব

বোলারদের কাজ কঠিন হচ্ছিল। এরই মাঝে লিয়নকে ছক্কা হাঁকালেন ভরত। বাড়িয়ে নিলেন নিজের আত্মবিশ্বাস। অন্যপ্রান্তে কোহলি এগিয়ে চলছিলেন শতরানের দিকে। লাঞ্চের আগে ভারতীয় দল সংগ্রহ করে চার উইকেটে ৩৬২ রান। কোহলি ব্যক্তিগত ৮৮ রানে ব্যাট করছিলেন।অন্যপ্রান্তে ভরত ২৫ রানে। বিরাট যখন তার শতরান থেকে দই বান দবে তখনই ফিবে যান কে এস ভরত (৪৪)। কঠিন সময়ে তার এই রান ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেইসাথে ঈশানকে না খেলিয়ে ভরতকে খেলানো নিয়ে দ্রাবিডের যে সমালোচনা হচ্ছিল তাও এবার কিছুটা হলেও চাপা পড়ল।

এক প্রান্তে উইকেট গেলেও কোহলির মনসংযোগে কোন ঘাটতি

বিবাট কোহলি। তিনি শেষবাব টেস্ট ক্রিকেটে শতরান করেছিলেন ২০১৯ সালে কলকাতায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দিন রাতের টেস্টে।

২৪১ বলে নিজের শতরান পূর্ণ করেন বিরাট কোহলি। এটি তার টেস্ট ক্রিকেটে ২৮তম শতরান। লিয়নের বলে একটি রান নিয়ে নিজের শতরানটি করেন বিরাট।

তারপরে থামেনি বিরাটের ব্যাট অক্ষরকে সাথে নিয়ে বিরাট এগুতে থাকেন অস্ট্রেলিয়ার রানের দিকে। ইতোমধ্যে অক্ষরের সাথে ৫০ রানের পার্টনারশিপ হয়ে যায় বিরাটের। ক্যামেরুন গ্রিনকে জোডা চার মেরে বিরাট পার হয়ে যান ব্যক্তিগত ১৫০ রান।ভারতের রান তখন পাঁচ উইকেটে ৫০০। তার পরেই দ্রুত রান তলতে গিয়ে লিয়নকে জোড়া বাউন্ডারি হাঁকান কোহলি। ইতোমধ্যে অক্ষর প্যাটেলও তার ৫০ রান পূর্ণ করে ফেলেন চারটি চার ও একটি ছক্কার সাহায্যে। ব্যক্তিগত ৭৯ রান করে ফিরেন অক্ষর। তখন ভারতের রান ছয় উইকেটে ৫৫৫। কোহলি কিন্তু ছুটছিলেন দ্বিশতরানের দিকে। কিন্তু টম মার্ফির বলে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে তিনি ধরা পড়েন লাবুশেনের হাতে। বিরাট ৩৬৪ বলে করেন ১৮৬ রান। তার আগে ফিরেন অশ্বিন এবং উমেশ যাদব। চোটের জন্য শ্রেয়স ব্যাট করতে পারেননি। তাই ভারতের ইনিংস শেষ হয় ৫৭১/৯ বানে। প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল ৯১ রানে লিড নেয়।

জবাব দিতে নেমে অস্টেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে তিন রান

# গোলের পর এমবাপেকে অভিনন্দন মেসির।

# এমবাপের শেষ সময়ের গোলে জিতলো পি এস জি

প্যারিস, ১২ মার্চ : প্রথমার্ধেই সমতা ফেরানো ব্রেস্ত শেষ দিকে জয়ের আশায় একটু বেশিই ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিল। সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছে পিএসজি। কিলিয়ান এমবাপের যোগ করা শেষ সময়ের গোলে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা মাঠ ছেডেছে তিন পয়েন্ট নিয়ে। ব্রেস্তের মাঠে শনিবার রাতে লিগ ওয়ানের ম্যাচে ২-১ গোলে জিতেছে পিএসজি। কালেসি সলের সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা ফেরান ফঁক অনুখা। যোগ করা সময়ে প্রতি আক্রমণ থেকে ব্যবধান গড়ে দেন এমবাপে।

বায়ার্ন মিউনিখের কাছে দুই লেগেই হেরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নেওয়া ক্রিস্তফ গালতিয়ের দল ফিরল জয়ে। তবে রক্ষণ আর আক্রমণভাগ নিয়ে দশ্চিস্তা থেকেই গেল। ম্যাচজডে লিওনেল মেসি অসংখ্য সুযোগ তৈরি করে দেন. এব কেবল একটি কাজে লাগাতে পারেন এমবাপে।

শেষের মতো প্রথম ভালো সযোগটা পেয়েছিল পিএসজি-ই। চতর্থ মিনিটে মেসির দর্দান্ত ফ্রিকিকে গোলমখে বল পেয়ে যান এমবাপে। ফরাসি ফরোয়ার্ডের শট ফেরে আশরাফ দারির গায়ে লেগে।

সাত মিনিট পর প্রায় এগিয়েই যাচ্ছিল পিএসজি। পেনাল্টি স্পটের

লন্ডন, ১২ মার্চ : শুরুটা

আক্রমণাত্মক, কিন্তু মিনিট পাঁচেক

যেতে না যেতেই ছন্দ হারিয়ে বসল

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ঢিমেতালে এগিয়ে

চলা ম্যাচের ডেডলক খুললেন

আর্লিং হলান্ড। ক্রিস্টাল প্যালেসের

মাঠ থেকে স্বস্তির জয় নিয়ে ফিরল

পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ইংলিশ

প্রিমিয়ার লিগে শনিবার রাতে ১-০

গোলে জিতেছে সিটি। দ্বিতীয়ার্ধে

ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটি হলান্ড

করেন স্পট কিক থেকে। ২৭ ম্যাচে

৬১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে

সিটি। ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা

আর্সেনাল অবশ্য এক ম্যাচ কম

জোরাল সাইড ভলি আটকান

প্যালেস গোলরক্ষক। একট পর

জ্যাক গ্রিলিশের শট অল্পের জন্য যায়

এরপর সিটির আক্রমণের তাল

পোস্টের বাইরে।

এই জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ

খেলেছে।

না পারলে পেয়ে যান সলের। তার ভলি ব্রেস্ত গোলরক্ষক মাকে বিজোতের হাত ছুঁয়ে ব্যর্থ হয়

ত্রয়োদশ মিনিটে দুই জনকে কাটিয়ে শট নিতে যাচ্ছিলেন মেসি কিন্তু স্বাগতিক একজন শেষ মুহূৰ্ত বল কেড়ে নিলে ব্যর্থ হয় আরেকটি আক্রমণ। পরের মিনিটে মার্কো ভেরাত্তির শট ঠেকিয়ে দেন নোয়াহ

২৬তম মিনিটে এমবাপের শট আডাআডি শট বেরিয়ে যায় দরের পোস্ট ঘেঁয়ে।

একের পর এক আক্রমণে ব্রেস্তকে ভীষণ চাপে পিএসজি এগিয়ে যায় ৩৭তম মিনিটে। এমবাপের শট জোত ফিরিয়ে দিলে পেয়ে যান সলের। অরক্ষিত এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের বলেট গতির শট ক্রসবারের নিচের দিকে লেগে জডায় জালে। দাবল্ণ এক প্রতি আক্রমণে

৪৩তম মিনিটে সমতা ফেরায় ব্রেস্ত। রোমাঁ দেল কাস্তিয়োর কাছ থেকে বল পেয়ে সের্হিও রামোসকে এডিয়ে জানলুইজি দোন্ধারুমাকে পরাস্ত করেন অনখা।

৫৫তম মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে মেসির শট বেরিয়ে যায় দরের পোস্ট ঘেঁষে। পরের মিনিটে ফ্রি কিক

হলান্ডের গোলে স্বস্তির জয়

কাছ থেকে মেসি ঠিক মতো শট নিতে ডিফেন্ডার লিলিয়াঁ বাখাসসিয়ে।

সাত মিনিট পর মেসির কাছ থেকে ডি বক্সে বল পেয়ে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি এমবাপে। ৬৫তম মিনিটে আর্জেন্টিনা অধিনায়কের শট ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান ব্রেস্ত গোলরক্ষক। পাঁচ মিনিট পর তিনি ফের হতাশ করেন এমবাপেকে

৭৮তম মিনিটে বিজোতকে কাটান ফরাসি ফরোয়ার্ড কিন্তু বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি, চলে যায় মাঠের বাইরে ! পরের মিনিটে মেসির উঁচু করে বাড়ানো বলে ঠিক মতো শট নিতে পারেননি নুনো মেন্দেস। নস্ট হয় যায় দারুণ একটি সুযোগ।

শেষ দিকে গোলের জন্য একট্ বেশিই মরিয়া হয়ে উঠেছিল ব্রেস্ত। যোগ কবা সময়েব প্রথম মিনিটে প্রতি আক্রমণে বল পেয়ে প্রথম স্পর্শেই এমবাপেকে খঁজে নেন মেসি। শট টাইমিং ও গতি ছিল দ্দাস্তি। 'ওয়ান-অন-ওয়ানে' এবার কোনো ভল করেননি এমবাপে। গোলবক্ষককে কাটিয়ে কাছেব পোস্ট দিয়ে ফাঁকা জালে বল পাঠান তিনি।

২৭ ম্যাচে ২১ জয় ও তিন ডয়ে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ ওয়ানের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল পিএসজি। এক ম্যাচ কম খেলা মার্সেই ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে। ২৩ পয়েন্ট নিয়ে

## আই এস এলের ফাইন্যালে বেঙ্গালুরু

বেঙ্গালুরু।। ১২ মার্চ : আই এ এলের ফাইন্যালে বেঙ্গালুর । সেমিফাইন্যালের দ্বিতীয় লেগে মুম্বাইয়ের বিপক্ষে উত্তেজনাপূর্ণ জয় ছিনিয়ে নিল বেঙ্গালর । নাটকীয় ম্যাচে সাডেন ডেথে ৯-৮ গোলে জয় পায় তারা। নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষে ২-১ এগিয়ে ছিলো মুম্বাই। তবে ২ লেগ মিলিয়ে খেলার ফলাফল ২-২।এই কারণে অতিরিক্ত সময়ে গড়াল ম্যাচ। সাডেন ডেথে জয় পায়

শীর্ষে থাকার সুবাদে সরাসরি সেমিফাইন্যালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নেয় মুম্বাই। অন্য দিকে গ্রুপের লড়াইয়ে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিল বেঙ্গালুরু। কেরালার বিপক্ষে প্লে অফ খেলে সেমিফাইন্যালে উঠে আসতে হয় তাদের।

মুম্বাইকে তাদের ঘরের মাঠে সেমিফাইন্যালের প্রথম লেগে পরাজিত করে বেঙ্গালুরু। এই অবস্থায় বেঙ্গালুরু তাদের ঘরের মাঠে ড্র করলেই করে ফাইন্যালে পৌছে যাবে

ম্যাচের আট মিনিটে গুরপ্রীত ফাউল করেন পেরেরা দিয়াজকে। মুম্বাই পেনাল্টি পায়। গ্রেগ স্টুয়ার্টের পেনাল্টি থেকে নেওয়া শট সেভ করেন গুরপ্রীত। ম্যাচের ২২ মিনিটে জাভির গোলে এগিয়ে গেল বেঙ্গালুরু। শিবাশক্তি ক্রস বাড়ান জাভিকে। জাবির গোলে এগিয়ে যায় বেঙ্গালরু ম্যাচের ৩০ মিনিটে রাওলিনের শট গুরস্রীত সেভ করেন। ফিরতি বলে গোল করেন বিপিন। ম্যাচে সমতা নিয়ে আসে মম্বাই। মান্যানর ৬৬ মিনিটে মেতেতার গোল করলে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় মন্বাই। নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষে ২-১ এগিয়ে মুম্বাই। তবে ২ লেগ মিলিয়ে খেলার ফল ২-২। এই কারণে অতিরিক্ত সময়ে গডাল ম্যাচ। অতিবিক্ত সময়ে গোল না হলে টাইরেকাবে গডায় ম্যাচ। বেঙ্গালরু সাডেন ডেথে ৯-৮ গোলে জয় পায়।

#### মহিলা প্রিমিয়ার লিগে জয় পেলো মুম্বাই

মুম্বাই, ১২ মার্চ : মহিলা প্রিমিয়ার লিগে<sup>°</sup>জয় পেলো মুম্বাই। তারা আট উইকেটে পরাজিত করে ইউপিকে। প্রথম ব্যাট করে ইউপি ছয় উইকেটে করে ১৫৯ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মম্বাই দুই উইকেটে ১৬৪ রান করে জয় পায়।

টস জিতে পথায়ে বাটে করার সিদ্ধান্ত নেয় ইউপি। ইউপিব আলিসা হিলি দেবীকা বৈদ্য ওপেন করেন। স্কোরবোর্ডে আট রান সংগ্রহ হতেই ছয় রান করে আউট হন দেবীকা বৈদ্য।নাভগিরে ১৭ বানে আমেলিয়া কেবের বলে ইয়ান্তিকার হাতে ক্যাচ দেন। ইউপির ৫৮ রানে দুই উইকেটের পতন ঘটে। সেই জায়গা থেকে তাহিলা, অ্যালিসা হিলি দলের স্কোর নিয়ে যান ১৪০ রানে। ৫৮ রান করে আউট হলেন অ্যালিসা হিলি। ৫০ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরেন তাহিলা ম্যাকগ্রা ইউপি ছয় উইকেটে ১৫৯ রান করে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মৃম্বাই যস্তিকা ভাটিয়া(৪২), হেইলি ম্যাথিউস (১২) ন্যাট সিভা ব্রান্ট (৪৫), হরমনপ্রীত কৌর (৫৩)ব্যাটে দুই উইকেটে ১৬৪ রান করে জয় পায়।

# ২৮তম শতরান করে বর্ডারকে টপকালেন কোহলি

আমেদাবাদ, ১২ মার্চ : অবশেষে আমদাবাদে শতরান পেলেন বিরাট কোহলি। দীর্ঘ ৩ বছর ৪ মাস পরে টেস্ট ক্রিকেটে ফের শতরানের মুখ দেখলেন তিনি। বিরাট শেষবার টেস্ট সেঞ্চরি করেছিলেন ২০১৯ সালের নভেম্বরে। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ডে-নাইট টেস্টে ১৩৬ রানের দুর্দাস্ত ইনিংস খেলেন

তার পর থেকে ৪১টি টেস্ট ইনিংসে ৬টি হাফ-সেঞ্চুরি করলেও তিন অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি বিরাট। অবশেষে ৪২তম ইনিংসে এসে সেঞ্চুরির খরা কাটে তার।

আমেদাবাদ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪১ বলে ব্যক্তিগত শতরান পূর্ণ করেন কোহলি। চতুর্থ দিনের লাঞ্চের পরে ভারতীয় ইনিংসের ১৩৮.২ ওভারে লিয়নের বলে ১ রান নিয়ে তিন অঙ্কে পৌঁছে যান বিরাট। শেষমেশ ১৫টি

বাউভারির সাহায্যে ৩৬৪ বলে ১৮৬ রান করে আউট হন বিরাট।

কোহলি নিজের টেস্ট কেরিয়ারের ২৮তম শতরান পূর্ণ করেন। সব থেকে টেস্ট সেঞ্চরি করা ক্রিকেটারদের তালিকায় তিনি পিছনে ফেলে দেন দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রেম স্মিথ ও অস্টেলিয়ার অ্যালান বর্ডারকে। এই নিরিখে তিনি ছুঁয়ে ফেলেন অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল ক্লার্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকার হাসিম আমলাকে। উল্লেখ্য. গ্রেমও বর্ডার টেস্টে ২৭টি করে সেঞ্চরি করেছেন। ক্লার্ক ও আমলা করেছেন কোহলির মতোই ২৮টি করে টেস্ট সেঞ্চুরি। আর একটি টেস্ট সেঞ্চুরি করলেই কোহলি ছুঁয়ে ফেলবেন জো রুট ও কিংবদস্তি ডন ব্র্যাডম্যানকে। উভয়েই টেস্টে ২৯টি করে শতরান

তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে কোহলির

দরে দাঁডিয়ে কোহলি। সব ফর্মাট মিলিয়ে সব থেকে বেশি আন্তর্জাতিক শতরানকারীদের তালিকায় কোহলি আগেই দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিলেন। সব থেকে বেশি টেস্ট সেঞ্চরিকারীদের তালিকায় বিরাট উঠে আসেন যগ্মভাবে ১১ নম্বরে। এতদিনে এটা সবার জানা যে, সব থেকে বেশি ৫১টি টেস্ট সেঞ্চরি করেছেন শচীন।

ঘরের মাঠে কোহলির এটি ১৪তম টেস্ট সেঞ্চরি। দেশের মাটিতে ৫০তম টেস্টের ৭৭তম ইনিংসে কোহলি ১৪তম শতবান সংগ্রহ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে এটি কোহলির ৮ নম্বর সেঞ্চুরি।এই নিরিখে তিনি ছুঁয়ে ফেলেন সুনীল গাভাস্কারকে। ভারতীয়দের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি ১১টি টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন শচীন তেন্ডুলকর। তিন ফর্ম্যাট মিলিয়ে এটি ৭৫তম আন্তর্জাতিক শতরান। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কোহলির এটি ১৬

#### গিল অশ্বিনের প্রশংসায় সৌরভ

কলকাতা, ১২ মার্চ : বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির চতুর্থ ও শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তারকা ব্যাটসম্যান শুভমান গিলের দর্দান্ত নক খেলার পরে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তার প্রশংসা করেছেন ভারতীয় ওপেনার শুভমন গিলের প্রশংসা করে বেশ কিছু কথা বলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ব্যাট করার জন্য এটি একটি ভালো উইকেট।তারা শেষ তিনটি ম্যাচে কিছু কঠিন উইকেট পেয়েছে। এটি একটি সঠিক উইকেট, তাই তারা ভালো ব্যাটিং করেছে। শুভমন গিল খুব চিত্তাকর্ষক।তিনি দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। খেলার ফর্ম্যাটের মধ্যে তুলনা করে সৌরভ আরও বলেছেন, 'দুর্টিই আলাদা বিষয়। আমাদের টেস্ট ক্রিকেটকে সঠিকভাবে ধরে রাখতে হবে, এটাই গুরুত্বপূর্ণ।' সৌরভ বলেন, 'গুরুত্বপর্ণ সময়ে বেশ ভালো ব্যাটিং করেছে ও।দায়িত্ব সহকারে সেঞ্চরি করল। প্রথম তিনটে টেস্টে ব্যাট করা সহজ ছিল না। সেখান থেকে এই টেস্টের উইকেট ব্যাটারদের পক্ষে সুবিধাজনক। সেই সুযোগটাই ও কাজে লাগিয়েছে।'

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির চতুর্থ এবং শেষ টেস্ট ম্যাচ সম্পর্কে আরও কথা বলতে গিয়ে, সৌরভ গঙ্গেপাধ্যায় অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের প্রশংসা করেছেন, যিনি বল হাতে নিজেকে ফের প্রমাণ করেছিলেন। স্পিন আইকন অশ্বিন ৪র্থ টেস্টের ১ম ইনিংসে ছয় উইকেট নিয়েছিলেন। সৌরভ বলেন, 'সে একজন ক্লাস বোলার। ফ্লাট উইকেটে সে অশ্বিন

#### ভারতে এসে মোট ৫৫ উইকেট রিচি. কোর্টনিদের অনেক পিছনে ফেললেন লিয়ন

আমেদাবাদ, ১২ মার্চ: নাথান লিয়ন যেন নিজেকে বারেবারে ছাপিয়ে যাচ্ছেন এ বার ভারতে এসে গড়ছেন একের পর এক রেকর্ড। আমদাবাদের ব্যাটিং সহায়ক পিচেও তিনি পিছনে ফেললেন ডেরেক আন্তারউড, রিচি বেউ, কোর্টনি ওয়াল\* মুথাইয়া মুরলিধরনদের। ভারতে এসে সফরকারী দলের হয়ে টেস্টে সর্বেচ্চি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড এখন লিয়নের ঝলিতে। ভারতে এসে তিনি মোট ৫৫টি উইকেট নিয়ে নজির গড়লেন।

শনিবার শুভুমান গিলকে আউট করে নাথান লিয়ন স্পর্শ করেছিলেন ইংল্যান্ডের ডেরেক আন্ডারউডকে। ব্রিটিশ বোলার ভারত সফরে এসে টেস্টে ৫৪টি উইকেট নিয়েছিলেন। সেই নজিবই ববিবাব শ্রীকব ভরতকে আউট করে ছাপিয়ে যান নাথান লিয়ন। এ বারের বর্ডার-গাভাসকর সিরিজে এখনও পর্যন্ত শ্রীকর ভরতকে নিয়ে মোট ২১টি উইকেট নিয়ে ফেলেছেন নাথান লিয়ন। সেই সঙ্গে ভারত সফরে এসে তার মোট উইকেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫টি। এই সংখ্যা হয়তো আমদাবাদ টেস্টে আরও বাডতে পারে।

লিয়ন এবং ডেবেক আন্দাব্রটেড ছাড়ো অস্টেলিয়াব বিচি বেউ ভাবত সফবে এসে টেস্টে ক্রিকেটে নিয়েছিলেন ৫২টি উইকেট. ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোর্টনি ওয়ালশ নেন ৪৩টি উইকেট এবং শ্রীলঙ্কার মূথাইয়া মুরলিধরন নিয়েছেন ৪০টি উইকেট। এদের সকলকেই এ বার পিছনে ফেলে দিলেন অস্ট্রেলিয়ান নাথান লিয়ন।



আধিপত্য করলেও ফোডেন-হলান্ডদের প্রচেষ্টায় ছিল না ধার। নিজেদের মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেস বরাবরই ছিল রক্ষণ জমাট রাখায় বিবর্ণতা কাটিয়ে সিটি আক্রমণে

যোলোর ফিরতি লেগে লাইপজিগের ফিরে ২৮তম মিনিটে। কিন্তু মুখোমুখি হওয়ার আগে বাড়তি হলান্ডের ব্যর্থতায় বিরতির আগে আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করে নিল সিটি। মেলেনি গোল। নাথান আকের পাসে আগামী মঙ্গলবার লড়বে দুই দল। গোলমখ থেকে নরওয়ের এই প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র ফরোয়ার্ডের ফ্রিক অবিশ্বাস্যভাবে উডে যায় ক্রসবাবের উপর দিয়ে। ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে সবর্ণ সযোগ নঙ্কের হতাশায় যেন শুরুতে যত দ্রুত আক্রমণাত্মক মষডে পড়ে সিটির ডাগআউট। একট ফটবলের পসরা মেলল সিটি. তত পব হলান্ডেব শট প্রতিহত হয দ্ৰুত তা মিইয়েও গেল। ততীয় গোললাইনে। মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে রদির

দ্বিতীয়ার্ধেও সিটির খেলায় ফেরেনি চেনা ধার। বিক্ষিপ্ত কিছ আক্রমণ শানালেও তা প্যালেস মতো যথেষ্ট ছিল না মোটেও। ৫৯তম মিনিটে বদিব প্রচেষ্টা লক্ষ্যে

আলভারেসের শট যায় বাইরে অবশেষে ৭৮তম মিনিটে

> জয়সূচক গোলটি করেন হলান্ড। বক্সে ইলকাই গিনদোয়ান ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি। এবারের প্রিমিয়ার লিগে ২২ বছর বয়সি ফরোয়ার্ডের মোট গোল হলো ২৮টি। তার চেয়ে ১০ গোল

কম নিয়ে তালিকার দুইয়ে টটেনহ্যাম হটস্পারের হ্যারি কেইন। এখানে জিতলেও আক্রমণভাগের নিপ্পভতা ভাবনার কাবণ হতে পাবে গুয়ার্দিওলাব জন্য। ক্রিস্টালের মাঠে ১৪টি প্রচেষ্টার মাত্র ৪টি লক্ষ্যে বাখতে সক্ষম হয় তাবা। এব মধ্যে কেবল হলান্ডেব পেনালি শটই পেয়েছে জালের দেখা। ২৫

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। আর ১৭ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে

# তন ম্যাচ পর জয়ের ধারা রিয়ালের

১২ মার্চ : এস্পানিওলের বিপক্ষে শুরুতে পিছিয়ে পড়ার ধারা আক্রমণাত্রক ফটবলে কাটিয়ে উঠল রিয়াল মাদ্রিদ। চমৎকাব গোলে পথ দেখালেন ভিনিসিউস জনিয়র। তিন ম্যাচ পর স্বস্তির জয় পেল কালো আনচেলত্তির দলের।

সাস্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে

শনিবার লা লিগার ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। হোসেলর গোলে পিছিয়ে পডার এদের মিলিতাও দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান মার্কো আসেনসিও। দারুণ এই জয়ে বার্সেলোনার সঙ্গে ব্যবধান ৬ পয়েন্টে নামিয়ে আনল রিয়াল। তবে একটি ম্যাচ কম খেলেছে

আসরে প্রথম দেখায় গত আগস্টে করিম বেনজেমার শেষের দই গোলে ৩-১ ব্যব্ধানে জিতেছিল রিয়াল। চোটের কারণে ফিরতি লেগে খেলতে পারেননি ফরাসি ফরোয়ার্ড।

লিগে টানা দুই ড্রয়ের মাঝে কোপা দেল রেতে বার্সেলোনার বিপক্ষে হারের হতাশায় মাঠে নামা বিয়াল গোল খেয়ে বসে শুকতেই। প্রতি-আক্রমণে মাঝমাঠ থেকে সতীর্থের বাড়ানো থ বল ধরে বক্সে বাডান রুবেন সানচেস। আর বাঁ পায়ের দারুণ উঁচ শটে ঠিকানা খুঁজে নেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড হোসেল।

পঞ্চদশ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারতো। তবে ভিনিসিউস সোসার হেড ঝাঁপিয়ে ঠেকান রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কোতেযাি।

শুরুর চাপ সামলে এরপর



আক্রমণের ঝড বইয়ে দেয় রিয়াল। ভিনিসিউসের দারুণ নৈপণ্যে সমতাব দেখা পায় তাবা ১১তম মিনিটে।

টনি ক্রুসের পাস পেয়ে বাঁ দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢকে পডেন ভিনিসিউস। প্রথমে দজনেব চ্যালেঞ্জ সামনে কিছটা কোনাকনি এগিয়ে আরও দই প্রতিপক্ষের খেলোয়াডের মধ্যে দিয়ে ডান পায়ের জোরালো শটে গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

প্রথমার্ধেই গোলের উদ্দেশ্যে ১৫টি শট নিয়ে চারটি লক্ষ্যে রাখা বিয়াল এগিয়ে যায় ৩৯তম মিনিটে। অহেলিয়া চয়ামেনির ক্রেসে হেডে গোলেটি করনে রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার মিলিতাও।

দিতীয়ার্ধে বিয়ালের আক্রমণের ধার কমে যায়। প্রথম ২৫ মিনিটে তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। এর সবিধা নিতে পারেনি এস্পানিওলও।

৭১তম মিনিটে ব্রেধান বাড়ানোর সুযোগ আসে টনি ক্রুসের সামনে। ডি-বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ে জোবালো শট নেন জার্মান মিডফিল্ডার, ক্রসবারের একট উপর দিয়ে উডে যায় বল। চার মিনিট পর ২৫ গজ দর থেকে রদ্রিগোর ফ্রি-কিকে বল রক্ষণ দেয়ালের ওপর দিয়ে গিয়ে ক্রসবারে বাধা পায়।

যোগ করা সময়ের ততীয় মিনিটে ব্যবধান বাড়িয়ে জয় নিশ্চিত করেন আসেনসিও। নাচো ফের্নান্দেসের পাস বক্সে পেয়ে বাঁ পায়ের শটে গোলটি করেন লকা মদিচের বদলি নামা স্পানিশ মিডফিল্ডার।

২৫ ম্যাচে ১৭ জয় ও পাঁচ ডয়ে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দইয়ে আছে রিয়াল। এক ম্যাচ কম খেলে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা।

কেবল জয় খবাই নয় বিযালের জন্য বড দর্ভাবনার কাবণ হয়ে দাঁডিয়েছিল গোল খরাও। গত তিন মাাচে কেবল একবার জালের দেখা পেয়েছিল তারা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযানে নামার আগে তাই এই জয় বাডতি আত্মবিশ্বাস জোগাবে দলটিকে।

ইউরোপ সেরার মঞ্চে আগামী বুধবার লিভারপুলের মুখোমুখি হবে তারা। শেষ যোলোর প্রথম লেগে অ্যানফিল্ডে ৫-২ গোলে জিতেছিল আনচেলত্তির দল।

## কেটে যায়। বলের নিয়ন্ত্রণে একচ্ছত্র ম্যাথুজের শতরানে আকর্ষণীয় জায়গায় শ্রীলঙ্কা নিউজিল্যান্ডের টেস্ট

উঠেছে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের লডাই। অনবদা শতবানে এই টেস্টের লডাই জমিয়ে দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ। যিনি চলতি টেস্টেই তৃতীয় শ্রীলঙ্কার ব্যাটার হিসেবে টেস্টে ৭,০০০ রানের নজির গড়েছেন। সেই তিনিই এবার হাঁকালেন এক অনবদ্য শতরান। প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কার ৩৫৫ রান করেছিল। যার জবাবে ৩৭৩ রান করে নিউজিল্যান্ড। আর নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০২ রানে অল-আউট হয় শ্রীলঙ্কা। ফলে ম্যাচ জয়ের জন্য কিউয়িদের প্রয়োজন ২৮৫ রান। চতর্থ দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের রান এক উইকেটে ২৮। আগামীকাল প্রয়োজন ২৫৭ রান। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার জয়ের জন্য প্রয়োজন নয় উইকেট।

নিজের টেস্ট কেরিয়ারের ১৪ তম শতরানটি করে ফেললেন ম্যাথুজ। টেস্টের চতুর্থ দিনে সম্পন্ন করলেন তার শতরান। তৃতীয় দিনের শেষে তিনি অপরাজিত ছিলেন ২০ রানে। সঙ্গী ছিলেন প্রভাত জয়সর্য। তবে চতর্থ দিনের শুরুতেই ছয় রানে আউট হয়ে যান প্রভাত। ৯৫ রানে চার উইকেট হারিয়ে তখন ধুঁকছিল শ্রীলক্ষা। সেই অবস্থায় দীনেশ চণ্ডীমলের সঙ্গে জুটি বাঁধেন আ্যাঞ্জেলো। এই জুটিতে উঠে ১০৫ রান। ৪২ রান করে বোল্ড হয়ে যান চণ্ডীমল।

সঙ্গে জুটি বাঁধেন ম্যাথুজ। ষষ্ঠ উইকেটে তারা যোগ করেন ৬০ রান। ধনঞ্জয় ডি'সিলভা ৭৩ বলে ৪৭ রান করে অপরাজিত থেকে যান। ম্যাথজ ২৩৫ বলে করেন ১১৫ রান। তার ইনিংস সাজানো ছিল ১১ টি চারে। ৩০২ রানে অল-আউট হয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। ব্লেয়ার টিকনার কিউয়িদের হয়ে চারটি উইকেট নিয়েছেন।

দিনের শেষে তাদের স্কোর ১ উইকেটে ২৮ রান। শেষ দিন ২৫৭ রান করলেই মাচে জিতেব নিউজিল্যান্ড। সেইসঙ্গে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে চলে যাবে ভারত। আউট হয়েছেন ডেভন কনওয়ে (৫)। উইকেটে রয়েছেন টম ল্যাথাম এবং কেন উইলিয়ামসন।





#### ধ্বজনগরের বাম কর্মী প্রয়াত, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উদয়পুর, ১২ মার্চ: উদয়পুর ধ্বজনগরের সি পি আই (এম) সদস্য বরুণ চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছেন। রবিবার বিকেলে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

প্রয়াত বরুণ চক্রবর্তী সি পি আই (এম) ধ্বজনগর অঞ্চল কমিটি অন্তর্গত ধবজনগর তহশিল ব্রাঞ্চের সদস্য ছিলেন। তিনদিন আগে নিজ বাড়িতে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাথে সাথে গোমতী জেলা হাসপাতাল হয়ে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু রবিবার বিকেলে চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পডেন তিনি। প্রয়াত বরুণ চক্রবর্তী এই বয়সেও ছিলেন চলাফেরায় সচ্ছল। এলাকার সমস্ত অংশের মানুষের সাথেও ছিলো নিবিড় সম্পর্ক। সারা ভারত কৃষক সভার সাথে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। সাম্প্রতিক নির্বাচনেও ভালো ভূমিকা নিয়ে কাজ করে গেছেন। তার স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় মরদেহ বাড়িতে নিয়ে এলে নেমে আসে শোকের ছায়া। পাড়া প্রতিবেশীসহ স্থানীয় পার্টি কর্মী, নেতৃত্বরা প্রয়াতের বাড়িতে ছুটে যান। সি পি আই (এম) ধ্বজনগর অঞ্চল কমিটি বরুণ চক্রবর্তীর আকস্মিক প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে পরিবার, পরিজনদের প্রতি জানিয়েছে

## বিলোনীয়ায় বিশিষ্ট নাগরিক লীলা

মজুমদার প্রয়াত : শোক



নিজন্ম প্রতিনিধি।। বিলোনীয়া. ১২ মার্চ : প্রয়াত হলেন বিলোনীয়া শহরের বিশিষ্ট নাগরিক লীলা মজমদার (৭২)।ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকার বিলোনীয়ার সাংবাদি তাপস মজুমদারের (টিংকু) মা। গত তিন মাস দশদিন পূর্বে বাম পন্থী অন্দোলনের অন্যতম সৈনিক প্রাক্তক শিক্ষক কর্মচারী নেতা তথা তাপস মজমদারের বাবা গোপাল মজুমদার প্রয়াত হন। শনিবার সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটি আগরতলা বেসরকারি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন সাংবাদিকের মা লিলা মজুমদার। শনিবার দুপুরে লিলা মজুমদারের মরদেহ বিলোনীয়া শালটিলাস্থিত নিজ বাড়িতে পৌছতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার পরিজন। শোকাহত হয়ে পরে গোটা এলাকা। সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগের খবর পেয়ে বাড়িতে গিয়ে প্রয়াতকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) বিলোনীয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, পার্টির নেতা দীপঙ্কর সেন, অশোক মিত্র, বিলোনয়ার প্রেসক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস চক্রবর্তীসহ বিলোনীয়া প্রেস ক্লাব ও বিলোনীয়ায় কর্মরত সাংবাদিকগন গৌতম সরকারসহ বিশিষ্ট জনেরা। প্রয়াণকালে তিনি একমাত্র পুত্র, দুই কন্যা, পুত্রবধু জামাতা নাতি-নাতনি আখীয় পরিজন শুভানধ্যায়ীদের রেখে যান।

# 'বাজেয়াপ্ত তালিকা প্রকাশ্যে জানাক' বিজেপি-কে চ্যালেঞ্জ জানালেন তেজস্বী

কেলেঙ্কারি নিয়ে হঠাৎ করেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির অতি সক্রিয়তায় শুধ কেন্দ্রীয় সরকারকে দয়লেনই না. উলটে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বিহারের উপমখামন্ত্ৰী তেজস্বী যাদব। ৬০০ কোটি টাকার অপরাধ হয়েছে জমির বিনিময়ে চাকরি কেলেঙ্কারিকে ঘিরে বলে শনিবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) যে খবর চাউর করে দিয়েছে তাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রবিবার তেজস্বী বলেছেন, 'আমাদের বাসভবনে তল্লাশি চালিয়ে যা যা বাজেয়াপ্ত করেছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করুক বিজেপি। তার অভিযোগ, অতীতে এমন বহু কেলেন্ধারি হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হলেও পরে বাস্করের সঙ্গে তার কোনও মিল খঁজে পাওয়া যায়নি।

গত দু'দিন ধরেই আরজেডি প্রধান লালপ্রসাদ যাদব, তার স্ত্রী বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং পুত্র তেজস্বী যাদবের দিল্লি এবং পাটনার বাসভবনে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইডি। এরই মাঝে এই তদন্তে ঢুকে গিয়েছে সিবিআই-ও। শনিবার সিবিআই তেজস্বীকে তলব করলেও

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ

পদ্ধতির বিরুদ্ধে ধরনা চলছেই

প্রাণী সম্পদ দপ্তরে

আউটসোর্সিং শুরু

ক্ষমতাসীন হতেই রাজ্যে শুরু হয়ে গেছে সরকারি নিয়োগের বেসরকারিকরণ।

বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী নিয়োগের দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থাগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া

হচ্ছে। আউটসোর্সিং এর নামে কর্মীদের নিয়োগ করার ক্ষেত্রে এক চরম অনিশ্চিত

মার্চ স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা

আর কে নগরের কলেজ অব ভেটেরিনারি সায়েন্স অ্যান্ড এ এইচ এর জন্য ১০

জন নিরাপত্তা রক্ষী সরবরাহ করতে দরপত্র আহান করেছেন। ই-টেন্ডারের মাধ্যমে

নিরাপত্তা রক্ষী দিতে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় বিষয় জানাতে বলা

হয়েছে। প্রথম বিজেপি সরকার গত পাঁচ বছরে অন্য অনেক দপ্তরের মতো প্রাণী

সম্পদ বিকাশ দপ্তরে একজন কর্মী আধিকারিক নিয়োগ করেনি। কর্মী স্বল্পতায়

ভগছে দপ্তরটি। পাঁচ বছরে কয়েকবার দপ্তরে কেবল অধিকর্তা পালটানো হয়েছে।

একবার টি সি এস অফিসার, অন্যবার টি এফ এস অফিসারকে এনে দপ্তরের

মাথায় বসানো হয়েছে। যাদের প্রাণী সম্পদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই। ফলে

সুযোগ পেয়ে তাদের মাথার উপর ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছেন সরকারপন্থী একটি

অত্যাবশ্যকীয় জরুরি পরিষেবা বন্ধের মুখে। প্রাণী চিকিৎসা ব্যবস্থা ডকে তুলে

দেওয়া হয়েছে। তিন চারটা প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র দেখভাল করতে মাত্র একজন

চিকিৎসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় প্রাণী প্রতিপালক

কৃষকরা পড়েছেন মহা সমস্যায়। এই অবস্থায় দপ্তর নির্বিকার উদাসীন। তাই

আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ করে পরিস্থিতি আপাতত সামাল দেবার

প্রযোজনীয় কর্মী ও আধিকাবিকের অভাবে পাণী সম্পদ বিকাশ দপ্রবের

গত ৮ মার্চ শপথ নিয়েছে দ্বিতীয় বিজেপি সরকার। আর রবিবার অর্থাৎ ১২

ভবিষ্যৎ কায়েম করা হচ্ছে।

স্বার্থান্বেষী চক্র।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ১২ মার্চ : বি জে পি সরকার দ্বিতীয়বার

সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দাসত্বের পথে তাদেরকে নিয়ে যেতে চাইছে।

দেশের বিরোধী দলগুলির অভিমত. বিবোধী স্ববেব কণ্ঠবোধ কবতেই বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে সুচতুরভাবে বিভিন্ন কেলেঙ্কারির অভিযোগ সামনে এনে ইডি, সিবিআই-কে ব্যবহার করছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। আর জেডিনেতা-নেত্রীদের

বিরুদ্ধে ৬০০ কোটি টাকার

কেলেঙ্কারির কথা শুধ মখে নয়, টইট করেও জানিয়ে দেয় ইডি। এর বিরুদ্ধেই এদিন পালটা টইট করে সরব হয়েছেন তেজস্বী।তিনি সরাসরি বিজেপি'র প্রতি চ্যালেঞ্জ ছাঁডে দিয়ে বলেছেন, 'সব তালিকা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিক। ২০১৭ সালের কথা মনে করুন। আমাদের বিরুদ্ধে ৮ হাজার কোটি টাকার লেনদেন, হাজাব কোটি টাকা বায়ে নির্মিত একটি শপিং মল, কয়েকশো সম্পত্তির অভিযোগ করা হয়েছিল। পরে জানা গেল গুরগাঁওয়ের ওই মলের মালিক অন্য একজন। তাই বলছি ৬০০ কোটির অভিযোগ হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়ার আগে ধরে ধরে তালিকা প্রকাশ করা হোক জনসমক্ষে। নাহলে এসব বিভ্রান্তিকর গুজব প্রচার

সম্মান করবে?

ইডি'র দাবি, লালপ্রসাদ যাদবের পবিবাবের বেআইনি সম্পত্তির পরিমাণ ৩৫০ কোটি এবং বিভিন্ন বেনামে লেনদেন হয়েছে ২৫০ কোটি। আবার সিবিআই লালপ্রসাদ রাবড়ি দেবী সহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক চক্রাস্ত এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে চার্জশিট দাখিল করেছে। আগামী বুধবার তাদের সিবিআই'র বিশেষ আদালতে হাজিরা

দু'দিন আগে জেরা-পর্বকে কটাক্ষ করে লাল্প্রসাদ টুইট করেছিলেন আমরা জরুরি অবস্থার কালোদিন দেখেছি। তার বিরুদ্ধেও লড়াই করেছি। আজ প্রতিহিংসামূলক মামলায় আমার মেয়ে, নাতনি এবং অস্তঃসত্ত্বা পূত্ৰবধূকে বিজেপি চালিত ইডি ভিত্তিহীনভাবে বসিয়ে রেখেছিল। বিজেপি কি এই ধরনের নিম্ন রুচির কাজ বন্ধ করে আমার সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াই লড়তে চায় আমাদের সঙ্গে?' আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা-ও 'কেন্দ্রীয় তদন্ত জানিয়েছিলেন মোদি সরকারের কাছে।

# সংস্থাকে চিত্রনাট্য তুলে দেওয়া বন্ধ করুক বিজেপি' বলে আরজি রাজ্যপালকে

#### কালো পতাকা দেখিয়ে গ্রেপ্তার নয়াদিল্লি. ১২ মার্চ: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি ই-মার্কেটের (জি ই এম) মাধ্যমে ক্রার্ক নিয়োগের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ধরনা প্রদর্শন পঁচিশ দিন পেরিয়ে

কোয়েম্বাটোর, ১২ মার্চ : কার্ গেল। শত শত কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের সামনে এই ধরনা চালিয়ে মার্কস সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্যের যাচ্ছেন। প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ, দিল্লি বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রশাসন এই ধরনের প্রতিবাদে তামিলনাড়র রাজ্যপাল আর এন রবিকে কালো পতাকা দেখিয়ে জি ই এম হচ্ছে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনের একটি অনলাইন পোর্টাল গ্রেপ্তার হলেন সিপিআই(এম)'র জনা যার মাধ্যমে পণ্য ও পরিষেবার গ্রহণ করার কাজও হয়ে থাকে। কর্মীদের পঞ্চাশেক কর্মী। নীলগিরির অভিযোগ হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের নির্দেশে যেসব পদক্ষেপ জেলাগুলিতে পাঁচদিনের সফরে ছিলেন গ্রহণ করে চলেছে, তাতে কর্মীদের চাকরির সুরক্ষা আর থাকছে না। স্বস্থ্যবিমা, রবি। এদিন ইশা যোগা সেন্টার ঘরে পেনশন, গ্র্যচুয়িটির মত বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হচ্ছে ধীরে ধীরে। চেন্নাইয়ে বিমান ধরতে যাওয়ার পথে দিল্লি ইউনিভার্সিটি এন্ড কলেজ কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি দেবেন্দ্র বিমানবন্দরের কাছেই এক সিগনালে শর্মা জানিয়েছেন, 'স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরে এসে সরকার মুখে অনেক অপেক্ষা করছিলেন সিপিআই(এম) ভালো কথা বলে বাস্তবে আমাদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু কর্মীরা। সিপিআই(এম)'র জেলা করেছে। প্রতিটি কাজেই ব্যাপক ভাবে বেসরকারি মধ্যস্বত্বভোগীদের যুক্ত সম্পাদক পদ্মনাভনের নেতৃত্বে করছে। প্রশাসনের সঙ্গে যক্ত কর্মীদের যদি এইরকম শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়. পার্টিকর্মীরা কালো পতাকা নিয়ে হাজির তখন তারা সেটা মানবেন কি ? তাহলে অন্যের বেলায় এই ধরনের মানসিকতা ছিলেন। কিন্তু রাজ্যপাল পৌঁছানোর ঠিক আগেই পুলিশ এসে তাঁদের আটক করে

> নিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, গত ২১ ফেব্রুয়ারি একগুচ্ছ বইয়ের তামিল সংস্করণ প্রকাশ করে রবি বলেন, ডারউইন, কার্ল মার্কস, ক্ষতি করেছে। প্রশাসনিক প্রধানের এমন মন্তব্যের প্রতিবাদেই সিপিআই(এম) কর্মীরা রাজ্যপালকে

#### কালো পতাকা দেখান। ঘর পুড়ে তিন সন্তানসহ মৃত দম্পতি

কানপুর, ১২ মার্চ : রবিবার ভোর রাতে কানপুরের হারামৌ গ্রামে এক কুঁড়ে ঘরে আগুন লেগে তিন সস্তান সহ এক দম্পতির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরেক মহিলা সন্দেহ করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে দিনমজুরের ঘরটিতে। নিহতরা হলেন দিনমজুর সতীশ (২৭), তাঁর স্ত্রী কাজল (২৪), তাঁদের ছেলে সানি (৭), সন্দীপ (৪) ও গুড়িয়া (২)।

## আঠারোভোলা বাজারে তিন দোকান ছাই

: নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই তিনটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ঘটনা শনিবার গভীর রাতে উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানাধীন আঠারোভোলা বাজারের। এতে আতঙ্ক গোটা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ৩০

গাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত

আঠারোভোলা বাজারে দীর্ঘ বছর যাবত জাতি-উপজাতি উভয় অংশের লোকজন ব্যবসা করে আসছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় ব্যবসা সেরে দোকানীরা বাডিতে চলে যায়। গভীর বাতে আচমকা আঠাবোভোলা বাজারের পার্শ্ববর্তী এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের কেউ কেউ দেখতে পায় বাজারের বিধ্বংসী আগুনের লেলিহান শিখা। তৎক্ষণাৎ স্থানীয়রা ছুটে এসে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে এলাকার বাকি লোকজনও বাজারে ছটে আসেন। খবর দেওয়া হয় উদয়পর দমকল কর্মীদের। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। যদিও ততক্ষণে কাদির মিঞার খাবারের দোকান, সুভাষ শীলের কাপড়ের দোকান ও বলিন্দ্র রেমার মাটির তৈরি জিনিসের দোকান আগুনে সম্পূর্ণ ভঙ্গীভূত হয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিমত দমকল কর্মীরা সঠিক সময়ে না পৌঁছলে পার্শ্ববর্তী আরও দোকান ভঙ্গীভূত হয়ে যেত। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রায় চার লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি বলে প্রাথমিক ধারণা। সাধারন মানুষ ধারনা করছেন নাশকতার আগুনেই পুড়েছে তিনটি দোকান। এদিকে রাতেই কিল্লা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রাথমিক তদস্ত করে আসেন। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছডিয়ে পডে বাজারের

#### অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ১১৩ দিন পর ফের করোনায়

#### আক্রান্ত ৫২৪ জন নয়াদিল্লী।। ১২ মার্চ (সংবাদ

সংস্থা): ১১৩ দিন পর ফের কোভিড সংক্রমণের উর্ধমুখী গ্রাফ ধরা পড়ল আজ রবিরাব। রবিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের আপডেট করা তথ্য অনুসারে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫২৪ জন। যা গত ১১৩ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ। সেই সঙ্গে একলাফে অনেকটাই বেড়েছে অ্যাকটিভ কেসের সংখ্যা। এই মুহূর্তে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্য অনসারে দেশে আকটিভ কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,

সেই সঙ্গে কেরালায় কোভিডে আক্রান্ত হয়ে একজনের মতাও হয়েছে। দেশে কোভিডে মোট মৃতের সংখ্যা বেডে হয়েছে ৫,৩০,৭৮১ দেশে এখনও পর্যন্ত মোট কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ৪.৪৬ কোটি ছাড়িয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্য অনুসারে এই মুহুর্তে দেশে সুস্থতার হার ৯৮.৮০ শতাংশ যেখানে মৃত্যুর হার ১.১৯ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে।

দেশব্যাপী টিকাদান অভিযানের অধীনে এখনও পর্যন্ত দেশে ২২০কোটির বেশি ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে বলেই জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

# সংসদ অভিযানে অংশ নেবেন পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকরাও

বিশেষ প্রতিনিধি।। নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : ওঁরা কেউ জানালেন মজুরি মিলছে না। কেউ জানালেন সামাজিব সরক্ষা নেই। আরও কেউ কেউ জানালেন বাংলাভাষী হওয়ার বিপদ। কারণ বাংলাভাষী বলেই তাদের বাংলাদেশি বলে দেগে দিয়ে চলছে হেনস্তা। ওঁরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিক।দীর্ঘ সময় ধরে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন। মূলত দর্জি, জরি, পোশাক শিল্প অথবা অলংকার তৈরির কাজের সঙ্গে এরা যক্ত। ববিবাব এইবকমই প্রায় ৮০-৮২ জন শ্রমিক এসেছিলেন দিল্লিতে বিটিআর ভবনে।

সিআইটিইউ ওযেস্ট বেঙ্গল

আয়োজন করা হয়। দিল্লিতে কর্মরত পশ্চিমবঙ্গের বিপুল পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যাগুলি তুলে ধরা এবং সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সঙ্গে অদের সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যেই এই কনভেনশন। যে শ্রমিকরা এখানে এসেছিলেন এদিন, তারা পশ্চিমবঙ্গের ৮টি জেলার বাসিন্দা। জেলাভিত্তিক তারা অভিমত জানান।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। কেন অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই সব শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন. তার ব্যাখ্যা দেন। শ্রমিকরা সংগঠিত হলেই শাসকবা কীভাবে তা ভাঙতে ষডযন্ত্র করছে সেই উদাহরণও তুলে

শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। সিআইটিইউ দিল্লি রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনবাগ সাক্ষেনা, সিআইটিইউ নেতা প্রশাস্ত নন্দী চৌধুরী, ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইথান্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি এম এস সাদী এবং সাধারণ সম্পাদক আশাদউল্লা গায়েন বক্তব্য রাখেন। কনভেনশন থেকে সিদ্ধান্ত হয়. পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকরা দিল্লিতে স্ব স্ব ক্ষেত্রের সিআইটিইউ ইউনিয়নের সঙ্গে যক্ত হবেন। ৫ এপ্রিল সংসদ অভিযানে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকরা সর্বোতভাবে অংশগ্রহণ করবেন

জনস্বার্থবাহী নীতি সনিশ্চিত

# প্রাথমিক হিসাব ছাপিয়ে লক্ষ লক্ষ মেহনতি শামিল হবেন ৫ এপ্রিল দিল্লির সমাবেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ: প্রাথমিক হিসাব ছাপিয়ে আরও অনেক বেশি সংখ্যায় দেশের বিভিন্ন প্রাস্ত থেকে মেহনতি মানুষ শামিল হবেন 'মজদুর কিষান সংঘর্ষ সমাবেশ'-এ। আগামী ৫ এপ্রিল দিল্লিতে যৌথভাবে এই সমাবেশের ডাক দিয়েছে সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস (সিআইটিইউ), সারা ভারত কষকসভা (এআইকেএস) এবং সারা ভারত ক্ষেতমজর ইউনিয়ন (এআইএডব্লিউএ)। দেশে সম্পদ উৎপাদনকারী শ্রেণিগুলি, শ্রমিক কৃষক, ক্ষেতমজরা যৌথ আন্দোলনকে আরও সসংহত করতেই এই সমাবেশে মিলিত হবেন। রবিবার যৌথ বিবৃতিতে একথা জানালেন এই তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুররা ছাড়াও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত শ্রমজীবীরা এই সমাবেশে অংশ নেবেন। বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীরাও অংশ নেবেন। এই মুহূর্তে সমাবেশ সফল করতে চূড়াস্ত প্রস্তুতি চলছে দেশজুড়ে। মোদি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রতিরোধ গড়ে তোলার বার্তা ছড়িয়ে দিতেই 'মজদুর কিষান সংঘর্ষ সমাবেশ'কে সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন সিআইটিইউ'র াধারণ সম্পাদক তপন সেন এআইকেএস'র সাধারণ সম্পাদক বিজু কফান এবং এআইএডব্রিউএ'র সাধারণ সম্পাদক বি ভেঙ্কট। এদিনের যৌথ বিবৃতিতে তারা দেশের সমস্ত অংশের মানুষের কাছে এই সমাবেশের প্রতি সংহতি জানাতে এবং অংশ নিতেও বলেছেন।

গত ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বিশাল যৌথ কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে এই মজবত করে তলতেই এই সমাবেশে

মাস ধরে রাজ্য, জেলা এবং অঞ্চলে অঞ্চলে সমাবেশের দাবিগুলিকে নিয়ে ব্যপক প্রচার আন্দোলন চলেছে জোর কদমে। ইতোমধ্যে কনভেনশন ছাড়াও মিছিল, জাঠা, ছোট ছোট সভা, পথ সভা, দেওয়াল লিখন, লিফলেট বিলি'র মধ্য দিয়ে দেশের সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে ৫ এপ্রিলের সমাবেশে অংশ নেওয়ার আহান জানিয়ে প্রচার সংগঠিত হচ্ছে। প্রচার আন্দোলনে স্বতঃ স্ফুর্ত সাড়া মিলছে বলেও জানানো

কারার পাশাপাশি খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের মতো পাঁচটি মৌলিক অধিকারকে গ্যারান্টি করতেই ওই দিন সমাবেশে মিলিত হবেন গোটা দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ। একথা উল্লেখ করে যৌথ বিবতিতে বলা হয়েছে. প্রতি মাসে সব শ্রমিকের ২৬ হাজার টাকা করে ন্যুনতম মজরি নিশ্চিত করার পাশাপাশি সি ২+৫০ শতাংশ নীতি মেনে সব কৃষকের সব ফসলের হয়েছে এদিনের বিবতিতে। এমএসপি দেওয়ার দাবি জোরালোভাবে এই যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে. উত্থাপন করা হবে এই সমাবেশ থেকে।

আদানি, আম্বানির মতো ধান্দাবাজদের 'অমতকাল' সনিশ্চিত করতে সমস্ত ধবনেব প্রচেষ্টা জাবি বেখেছে মোদি সরকার। শ্রমিক, কৃষককে নিষ্পেষণ এবং লটতরাজ চালানো হচ্ছে গোটা দেশে। কর্পোবেটের স্থার্থবাহী নীতির কারণে সমাজের সম্পদ উৎপাদনকারী শ্রেণিগুলি মদ্রাস্ফীতির প্রবল চাপের মখে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। বিশেষ করে চাল, গম, ডাল, দুধ, সবজির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিক গতিতে বেড়ে চলেছে। দেশে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছে গেছে। বেকারি বৃদ্ধির হার অতীতে কখনও এরকম হয়নি। একই সঙ্গে, শ্রমজীবীদের আইনি অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বেতন হ্রাস, ৮ ঘণ্টার চেয়ে অনেক বেশি কাজের সময় বাড়ানো ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে দমনপীড়নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদেরকে। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের পথেই তিন শ্রেণি সংগঠনের ঐক্য ও বোঝাপড়া আরও

#### কংগ্রেস নেতার বাড়ি জবর দখলের চেম্ভা

এছাডাও উৎপাদিত সব ফসলের

সরকারি সংগ্রহ নিশ্চিত, চার শ্রম কোড

বাতিলের দাবিও জানানো হবে।

এমএনরেগা'য় ২০০ দিনের কাজ এবং

দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি নিশ্চিত করতে

হবে। শহর এলাকায় কর্মসংস্থান

নিশ্চয়তা আইনের দাবিসহ বিভিন্ন দাবি

জোরালো ভাবে শাসকের কাছে পৌঁছে

দিতেই এই সমাবেশ বলে উল্লেখ করা

হয়েছে এই বিবৃতিতে।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা ১২ মার্চ: জিবি বাজারে কংগ্রেস নেতার বহুতল বাডি জবর দখলের চেষ্টা করছে শাসক দল। পরিচিত কংগ্রেস নেতা শ্যামল পালের ওযুধের দোকানসহ তার সেই বহুতল বাড়িতে বেআইনিভাবে তালা দেওয়াসহ সেখানে বি জে পি'ব পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিজেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই অভিযোগ করেছেন শ্যামল পাল। তিনি অভিযোগ করেছেন তার ওষুধের দোকানসহ বাড়িটিতে তার দেওয়া তালার উপরে আরও ৩০ থেকে ৩৫ টা তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।রাজ্যে সরকার ও শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানানো হলেও এখনো সেখান থেকে বি জে পি র পতাকা সারানো হয়নি। খুলে দেওয়া হয়নি তালা। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন তার দোকানের কর্মচারীদের মারধর করাসহ বোমাবাজি করা হয়েছে। গোটা ঘটনার বিচার চেয়েছেন প্রবীণ ওষুধ ব্যবসায়ী শ্যামল

## সন্মিলিত নাট্য প্রয়াসের নতুন কমিটি গঠিত

**আগরতলা ।। ১২ মার্চ** : রবিবার আগরতলার হরিপদ দাশ পারফরম্যা**ন্স** স্পেসে সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস, আগরতলা' র বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ননী দেব, বিভূ ভট্টাচার্য ও প্রদীপ দাশকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী এবং কার্তিক বণিক, সঞ্জয় কর, পার্থ মজুমদার ও পার্থ প্রতিম আচার্যকে নিয়ে গঠিত পরিচালনমগুলী সভা পরিচালনা করেন।

সভায় আগরতলার ১৪ টি নাট্যদলের ৪২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক সঞ্জয় কর বার্ষিক প্রতিবেদন ও পার্থ প্রতিম আচার্য আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনের উপর মোট ১৬ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। আগামী ২৭ মার্চ বিশ্ব নাট্য দিবসে বর্ণময় শোভাযাত্রা ও প্রতিমাসের দ্বিতীয় শনিবারে নাট্য প্রযোজনার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভা থেকে ৭ জনের কার্যকরী কমিটি ও ১৪ জনের সাধারণ কমিটি গঠন করা হয়। নতন কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে বিভ ভট্টাচার্য ও সঞ্জয় কর।

Editor: Samir Paul. Daily Desher Katha, Printed and published by Samir Paul for the Daily Desher Katha Trust, Melarmath, Agartala-799001. Printed at Tripura Printers & Publishers (P) Ltd., Melarmath, Agartala-799001, Phone: (0381) 232-4383, 232-8468, 230-6528, Fax: 0381-232-2533. সম্পাদক : সমীর পাল। ডেইলি দেশের কথা ট্রাস্টের পক্ষে সমীর পাল কর্তৃক ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, মেলারমাঠ, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও ডেইলি দেশের কথা অফিস থেকে প্রকাশিত।